The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা
উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 946 | 30 October 2026 | শুক্রবার ১৪ কার্তিক ১৪৩৩

Trump and Obama Clash Over Saddam's 'Cheesecake Factory' in U.S. Election Battle → Page 19

Coffee, tea, and caffeine: How they affect glucose → Page 18

Michigan Senate Race Drives Anxiety Among Jewish and Muslim Voters → Page 18

Trump and Obama Clash Over Saddam's 'Cheesecake Factory' in U.S. Election Battle → Page 19

আগামী মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস দখলের লড়াই

ট্রাম্প ও ওবামার নির্বাচনী যুদ্ধ

মনোয়ারুল ইসলাম

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আর মাত্র ৫ দিন বাকী। ২১ কোটি আমেরিকান ভোট দেবেন। ইতোমধ্যেই আগাম ভোট প্রদান শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার ৩ নভেম্বর নির্বাচন। ৩৫ টি সিনেট আসন ও ৪৩৫ হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভস (হাউজ প্রতিনিধি) আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন না হলেও এতে সমান্তরালে নির্বাচনী মাঠে লড়ছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একজন ডেমোক্র্যাট। অন্যজন রিপাবলিক্যান পার্টির। এ নির্বাচনে কংগ্রেসের উভয় চ্যাম্বার সিনেট ও হাউজে রিপাবলিকানরা হারলেও পরবর্তী ২ বছর ট্রাম্পই প্রেসিডেন্ট থাকবেন। তবে একচ্ছত্র ক্ষমতার দাপটে হাত পা বাধা পড়বে এটা নিশ্চিত। প্রশাসনের অনেক সিদ্ধান্তের জন্য ট্রাম্পকে যেতে হবে কংগ্রেসের কাছে। জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারবে। ট্রাম্পের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন অনেক কঠিন হয়ে যাবে।তারা রিপাবলিকানদের আইন আটকে দিতে পারবেন। বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে তদন্তও করতে পারবেন। সরকারি অর্থায়নেও তাদের অনুমোদন লাগবে। কারণ আইন পাসের জন্য কংগ্রেসের দুই কক্ষেরই সম্মতি প্রয়োজন। সিনেট প্রেসিডেন্টের মনোনীত ফেডারেল এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

ইসলামবিদ্বেষী হামলার আশঙ্কায় মিশিগানে মুসলিম ভোটাররা

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মিশিগানের সিনেট নির্বাচনে রিপাবলিক্যান মাইক রজার্স ও ডেমোক্র্যাট আব্দুল এল সায়েদের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসরায়েল বিষয়ক মার্কিন নীতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেখানে গিয়ে প্রথমবারের মতো ইউএস সিনেট পদপ্রার্থী মুসলিম আব্দুলকে জিহাদিস্ট ও মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য বলায় জুইস ও মুসলিম এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

বাদী ওসমান বললেন–

রুহুল ও সেলিম ভাই উভয়েই অর্থ দিতে চেয়েছিলেন

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ সোসাইটির বিরুদ্ধে মামলার বাদী ওসমান চৌধুরী আজকালকে বললেন, আমি সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ সোসাইটির কোর্ট হেয়ারিং ১৭ ডিসেম্বর

ওসমানের বিরুদ্ধে অর্থ চাওয়ার অভিযোগ

আজকাল রিপোর্ট

লাখো বাংলাদেশির উৎসবের নির্বাচন স্থগিত হলো আদালতের আদেশে। ক্ষুব্ধ ও হতাশ নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটি। ২০ লাখ ডলারের (আড়াই কোটি টাকা) ব্যয়বহুল এই নির্বাচন স্থগিতে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা শুক্রবার দিন ও রাতভর বিভিন্ন স্থানে সমবেত হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশিদের মাদার সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির ৩৫ হাজার ভোটার রোববার ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবার জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন। কমিউনিটি ছিল ঈদ আনন্দের মতো উৎসবের সাজে। কিন্তু বাধ সাধলেন প্রবাসী ট্যাক্সি ড্রাইভার বাংলাদেশী ওসমান চৌধুরী। সোসাইটিতে তার সদস্য এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

কিউবান কূটনীতিককে বহিষ্কার যুক্তরাষ্ট্রের

আজকাল রিপোর্ট

জাতিসংঘে বিশৃংখলা

ওয়াশিংটন ও হাভানার মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিউবার এক কূটনীতিককে বহিষ্কার করছে ট্রাম্প প্রশাসন। জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ জানিয়েছেন এ কথা। কিউবার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-নৈতিক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এক অধিবেশনে ওয়াল্টজ ও কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রদ্রিগেজ পারিয়্যার মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হলো। এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

মামলা পরিচালনায় সব ধরনের আশ্বাস শাহ নেওয়াজের

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ সোসাইটির মামলা পরিচালনায় পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ। গত মঙ্গলবার সোসাইটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি, নির্বাচন কমিশন ও ট্রাস্টি বোর্ডের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ। সভায় কোর্টের আদেশে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন স্থগিত ও মামলা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। বক্তারা নির্বাচন স্থগিত হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। একই সাথে বাদীর এহেন কর্মকান্ডের নিন্দা জানান।
সভায় উপস্থিত ছিলেন কার্যকরি কমিটির আতাউর রহমান সেলিম, মোহাম্মদ আলী, মহিউদ্দীন দেওয়ান, কামরুজ্জামান কামরুল, আবুল কালাম, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া, ডিউক খান, অনিক রাজ, হাসান জিলানী, জামিল আনসারি, হাসান খান, মনসুর আহমেদ, শহীদ সোহরাওয়ার্দি, হারুন চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য বদরুল খান, আতাউল আলম, আহসান হাবিব, আখতার হোসেন, আজিমুর রহমান বুরহান,কাজী আজম ও নাঈম টুটুল, প্রধান নির্বাচন আবু নাসের, কমিশনের সদস্য মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, রুহুল এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

যৌন নির্যাতনের অভিযোগে চিকিৎসক গ্রেফতার

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের ফ্লাশিং এলাকায় যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ৭২ বছর বয়সী বাংলাদেশি এক শিশু চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার, ২৭ এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও
মেডিকেল ম্যালপ্র্যাক্টিস
বিনামুল্যে পরামর্শ
এটর্নি বাসায় ও হাসপাতালে নিয়ে যাবে
Call : +1(866) 664 6529
For appointments only

Computer Support/Job?
ডাটা রিকভারি, নেটওয়ার্কিং, AI সফটওয়্যার
ট্যাক্স কোর্স ও কম্পিউটারের চাকুরী
২৫ বছরের অভিজ্ঞ প্রফেশনালদের পরামর্শ ও সহায়তা নিন।
(929) 665 2500
Tired of Driving? Get office Job

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন,নাগরিক অথবা মানবধিকার লজ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন ।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি ।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $20.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
সরকারী অনুদানে $8000-$10000 ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave,Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
RAJIB AHMED
PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
Senior Whole Health
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

সাপ্তাহিক আজকাল
Friday, 30 October 2026, Issue 946, www.ajkalusa.com

প্রবাহ'র ২২তম সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদ , যুক্তরাষ্ট্র আয়োজন করলো কবি জীবনানন্দ দাশ ও কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণে ২২তম সাহিত্য সভা। ২৩ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় সভা অনুষ্ঠিত হলো নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে। পরিষদের আহবায়ক ড: আবুল কাসেম এর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ফজলুল হক। সোহেল হামিদের উপস্থাপনায় কবি আবুল বাশার এর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কবি পঠিত আয়াতের এরপর ৫৫ পৃষ্ঠায়

অবৈধ ভোটদানের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি যুবকের বিরুদ্ধে মামলা

আজকাল রিপোর্ট

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অবৈধভাবে ভোট দেওয়ার অভিযোগে এক বাংলাদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র দাখিল করেছে মেরিল্যান্ড মার্কিন অ্যাটর্নির কার্যালয়। বুধবার মেরিল্যান্ড অ্যাটর্নির কার্যালয় এ তথ্য জানায়। যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালের নভেম্বরের নির্বাচনে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ হাচিবুর রহমান (৩৩)। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাসরত একজন বাংলাদেশি নাগরিক। মার্কিন বিচার বিভাগের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। অভিযোগপত্র দাখিলের বিষয়টি ঘোষণা করেন মেরিল্যান্ড জেলার মার্কিন অ্যাটর্নি কেলি ও. হেইস এবং ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (এফবিআই) বাল্টিমোর ফিল্ড অফিসের স্পেশাল এজেন্ট ইনচার্জ জিমি পল।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, হাচিবুর রহমান এরপর ৫৫ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘের প্রতিবেদন প্রকাশ

বাংলাদেশের নাগরিকদের রাশিয়ার যুদ্ধে পাচার

আজকাল রিপোর্ট

প্রতারণা ও জবরদস্তির মাধ্যমে রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ করা ২৯টি দেশের নাগরিকদের মধ্যে অনেক বাংলাদেশিকে যুক্ত করা হয়েছে। তারা যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষে জড়িত বলে জানা যায়। জাতিসংঘের ইউক্রেন বিষয়ক স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন এক প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। গত ২৬ অক্টোবর প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কমিশন জোরালো প্রমাণ পেয়েছে যে রুশ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দেশের নিয়োগ এজেন্ট ও সংস্থার সঙ্গে মিলে বিদেশি নাগরিকদের পাচার করে রুশ সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ দিয়েছে।

প্রতারণা বা জবরদস্তির মাধ্যমে যেসব দেশের নাগরিকদের নিয়োগ করা হয়েছে, সেই ২৯টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে কমিশন। কমিশন ৪৮টি দেশের নাগরিকদের রুশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগের বিষয়টি তদন্ত করেছে। এর মধ্যে ২৯টি দেশের পুরুষ নাগরিকদের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতারণা বা জবরদস্তির প্রমাণ পেয়েছে তারা।

এসব দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পাশাপাশি প্রতিবেশী ভারত ও নেপাল এবং আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশও রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভুক্তভোগী পুরুষদের বয়স ১৮ থেকে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক

পেনসিলভানিয়ায় কোম্পানীগঞ্জ সোসাইটির নতুন কমিটি

আজকাল রিপোর্ট

পেনসিলভানিয়ায় কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব পেনসিলভানিয়া ইউএসএ ইনকের ২০২৭-২০২৯ মেয়াদের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ইব্রাহিম খলিল চৌধুরী রাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন শরাফত উল্লাহ সোহাগ।

গত ২৭ অক্টোবর সংগঠনটির নিজস্ব কার্যালয় ৬২ রিচফিল্ড রোড, আপার ডারবি, এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

কানাডায় বাংলাদেশিদের ভিসা আবেদনে বড় জালিয়াতির অভিযোগ

আজকাল রিপোর্ট

জাল কাগজপত্র ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে দুই শতাধিক বাংলাদেশিকে কানাডার ভিসা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে পাঁচ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করেছে কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সি (সিবিএসএ)। মোট ২০৯ জন বাংলাদেশি নাগরিকের করা ২৪৩টি সাময়িক ভিসা (টিআরভি) আবেদনে জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়ার পর এই পদক্ষেপ নেয় দেশটির সীমান্ত রক্ষা বাহিনী।

অভিযুক্তদের মধ্যে রাসেল মির্জা, মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, মো. মুদাচ্ছার আলম ভূঁইয়া ও কাজী নাফিজ আলমড়এই চারজন বৃহস্পতিবার কুইবেকের ভ্যালিফিল্ড আদালতে হাজির এরপর ৫৬

'অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রে মানবাধিকারকে রাখতে হবে'

আজকাল রিপোর্ট

অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ ও বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আইরিন জুবাইদা খান। ২৭ অক্টোবর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে 'দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অব হিউম্যান রাইটস' শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের এক সংলাপে তিনি এ আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রদূত আইরিন খান বলেন, অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রকৃত মানদণ্ড কেবল প্রবৃদ্ধি নয়; বরং তা মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, বৈষম্য হ্রাস এবং মানবিক মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে কতটা ভূমিকা রাখছে, সেটিও বিবেচনায় নিতে হবে। এ লক্ষ্যে ন্যায্য করব্যবস্থা, সাশ্রয়ী উন্নয়ন অর্থায়ন, এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশীদের ভোট চাইলেন অ্যাটর্নী জেনারেল লেটিশিয়া জেমস

আজকাল রিপোর্ট

আগামী ৩ নভেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন। এই নির্বাচন ঘিরে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান পার্টি আর বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যে লড়ছে চরম উত্তেজনা। ইউএস সিনেট, কংগ্রেস আর ষ্টেট গভর্নর পদ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন হচ্ছে। এই নির্বাচনে নিউইয়র্কে আগাম ভোট শুরু হচ্ছে ২৪ অক্টোবর শনিবার থেকে, চলবে ১ নভেম্বর রোববার পর্যন্ত। বর্ধিষ্ণু কমিউনিটি হিসেবে সঙ্গত কারণেই নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেটে বাংলাদেশী-আমেরিকান এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com
JACKSON HEIGHTS OFFICE
ফ্রি কনসালটেশন
74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

• Do you want apply for a green card? • Are you being deported? • Are you having credit card problems?
• Are you unable to pay your debts? • Has your bank account been sealed?
• Are you getting harrassed by creditors?

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

• তুলনামূলকভাবে কম ফি • সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

Asif Mortuza

NY INSURANCE BROKERAGE INC

NY I
NY INSURANCE BROKERAGE

আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২) প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি, তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে NY INSURANCE-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ

Design & Print by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

বিশেষ সম্পাদকীয়

বিরোধিতার নামে মামলাকারীকে সমর্থন নয়

লাখো প্রবাসী বাংলাদেশির ভোট উৎসব নস্যাত করা হলো। এতে বাংলাদেশ সোসাইটি লাখ ডলার ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে। একজন ব্যক্তির কারণে লাখ লাখ মানুষের ঠিকানা বাংলাদেশ সোসাইটি সংকটে নিপতিত হলো। মামলার পক্ষে যুক্তি কেউ দিতেই পারেন। কিন্তু বিরোধিতার নামে মামলাকারীকে সমর্থন গ্রহনযোগ্য নয়। সোসাইটির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়েরের কারনে কোর্টের আদেশে বহুল প্রতীক্ষিত নির্বাচন স্থগিত হয়েছে। অনাকাংখিত ঘটনায় আমরা মর্মাহত। আমাদের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির ৩৫ হাজার সদস্য, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ও নির্বাচন কমিশন উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ২৫ অক্টোবর ভোটের মাত্র ২ দিন আগে কোর্টের আদেশে নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। এরফলে সংগঠন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আগামী ১৭ ডিসেম্বর মামলাটির ওপর হেয়ারিং অনুষ্ঠিত হবে। দ্রুত এ মামলার নিস্পত্তি করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে ট্রাস্টি বোর্ড, কার্যকরি কমিটি ও নির্বাচন কমিশন। কোর্টে ইস্যুটি ফয়সালা হবার সাথে সাথে নির্বাচন কমিশন অনতিবিলম্বে নির্বাচনের আয়োজন করবে।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি, সংগঠনের শুভানুধ্যায়ী, নির্বাচন পরিচালনায় সংশ্লিষ্ঠ সদস্যবৃন্দ ও সন্মানিত সদস্যদের ধৈর্য্য ধরার অনুরোধ রইলো। অনুগ্রহ করে একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদাগার বন্ধ রাখুন। এই সোসাইটি আমাদের সকলের। সংগঠনের মানসন্মান ব্যাহত হয় এমন কিছু করবেন না। সংগঠনকে এগিয়ে নেয়া সকলের নৈতিক দায়িত্ব। আপনারা পাশে থাকুন। মামলা নিস্পত্তি করে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে দায়িত্ব বুঝে দেয়া হবে। অনুরোধ সবার প্রতি, এই সময়কালে আর একে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলবেন না। আসুন সবাই মিলে সৃষ্ট সংকট নিরসনে কাজ করি। সোসাইটির জয় হবেই।

> নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি, সংগঠনের শুভানুধ্যায়ী, নির্বাচন পরিচালনায় সংশ্লিষ্ঠ সদস্যবৃন্দ ও সন্মানিত সদস্যদের ধৈর্য্য ধরার অনুরোধ রইলো। অনুগ্রহ করে একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদাগার বন্ধ রাখুন। এই সোসাইটি আমাদের সকলের। সংগঠনের মানসন্মান ব্যাহত হয় এমন কিছু করবেন না। সংগঠনকে এগিয়ে নেয়া সকলের নৈতিক দায়িত্ব। আপনারা পাশে থাকুন। মামলা নিস্পত্তি করে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে দায়িত্ব বুঝে দেয়া হবে। অনুরোধ সবার প্রতি, এই সময়কালে আর একে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলবেন না। আসুন সবাই মিলে সৃষ্ট সংকট নিরসনে কাজ করি। সোসাইটির জয় হবেই

ঐক্যের জন্য চাই জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধি

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

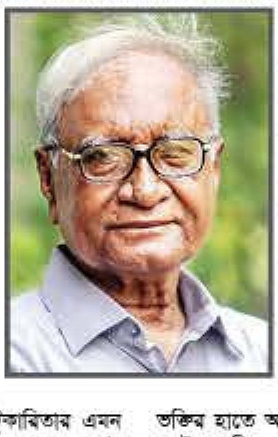

আমাদের জন্য ভক্তি বৃদ্ধির কারণগুলোর মধ্যে আরেকটি হচ্ছে পরাধীনতা। রাজনৈতিক পরাধীনতা জাতিকে অনেকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা যেটা ঘটায় সেটি হলো মনস্তাত্ত্বিক। মনস্তাত্ত্বিকভাবে ঘটে আত্মবিশ্বাসের বিনাশ। আত্মবিশ্বাস একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। পরশ্রমবৃত্তি ও চাটুকারিতা বৃদ্ধি পায়। দেখা যায় তারাই উন্নতি করছে, যারা শাসকদের আশপাশে থাকে। হোঁচটি হলেও পাচ্ছে এবং চাটুকারিতা করছে। আমরা বলে থাকি বাংলা ভাষায় ওই যে একটি শব্দ আছে 'অভিমান', অমনটি তুমি পাবে না আর কোথাও, ও যেন আমাদের পদ্মার ইলিশ; কিন্তু আরও একটি বস্তু অবশ্যই আছে আমাদের উন্নত সমাজে, সেটি হলো চাটুকারিতা। চাটুকারিতার এমন প্রাদুর্ভাব বিরল বলেই মনে করি। এ অবস্থায় খুব কম লোকই আছে, এখানে যারা বিশ্বাস করে যে ব্যবস্থাটার পরিবর্তন আসবে। লক্ষণ নেই। দেশে কোনো সামাজিক বিপ্লব ঘটেনি। আমরা বলেছি ইংরেজরা এসে আমাদের জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানের নানাবিধ উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল। দিয়েছিল বৈকি। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের যে উপকার করেছে, সেটা মিথ্যা নয়। কিন্তু সত্য আবার এটাও যে ওই শিক্ষা যতটা মঙ্গল করেছে মনে হয় আসলে ততটা করেনি। কিছুটা অবশ্যই করেছে, কিন্তু অতটা নয়। তার কারণ ওই ভক্তি। ইংরেজির মাধ্যমে ও ইংরেজের সমর্থনে অর্জিত শিক্ষা শাসক ইংরেজের প্রতি ভক্তি বাড়িয়েছে। এমনকি এমনও তো দেখেছি, আমরা যে অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও ছোট ইংরেজ ও বড় ইংরেজের ভিতর ভেদ রেখা টেনে বোঝাতে চেয়েছেন যে কুকীর্তি যা, তা ছোট ইংরেজরাই, বড় ইংরেজ নির্দোষ। বড় ইংরেজ আমাদের ভালো করতে চায়, ছোট ইংরেজ বাধা দেয়। সত্য কিন্তু আসলে এই যে উভয় ইংরেজই ছিল সাম্রাজ্যবাদের দড়িতে বাঁধা, সে সাম্রাজ্যবাদ একটি প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড শৃঙ্খল হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল। ছোট ইংরেজ ও বড় ইংরেজে পার্থক্যে বিশ্বাসীরা যে ইংরেজের ভক্ত ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কেউ কেউ ইংরেজের বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা জাতীয়তাবাদী হয়েছেন। কিন্তু সেই জাতীয়তাবাদে ধর্ম এসে জুটেছে। ফলে সেটিও জ্ঞানের দিকে যায়নি, গিয়েছে ভক্তির দিকে। কেউ ইংরেজভক্ত, কেউ নিজ নিজ ঈশ্বরের ভক্ত। এটা একটা তফাৎ বটে; কিন্তু উভয়েই তো ভক্তিবাদী।

সামন্তবাদ এদেশে পুরোনো সত্য। ইংরেজ এসে সেই সামন্তবাদকে নানাভাবে উৎসাহিত করল। সাংস্কৃতিকভাবে তো বটেই, অর্থনৈতিকভাবেও। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিষ্ঠা ওই উৎসাহদানেরই অভিব্যক্তি।

সব মিলিয়ে এ ক্ষেত্রে সত্য একটাই; সেটা হলো কর্ম এখানে অন্ধ হয়ে রয়েছে জ্ঞানের অভাবে এবং জ্ঞান বিকশিত হতে পারছে না ভক্তির হাতে অবরুদ্ধ হয়ে। জ্ঞানের পথে অর্থনৈতিক অন্তরায় খুবই বাস্তবিক ব্যাপার। আমরা সেটা জানি এবং তাকে চিনি। বাঙালি মুসলমান যে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়নি তার পেছনে প্রথম নিয়ামক শক্তি ছিল তার অর্থনৈতিক দুর্দশা। কিন্তু হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে যে শিক্ষা আমরা এখানে লাভ করেছি সে শিক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের জ্ঞানী করেনি। শক্তি জোগায়নি বন্ধনমুক্তির। বরং উৎসাহিত করেছে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাটাকে মেনে নিয়ে ব্যক্তিগত মতলব হাসিল করার কাজে। কানে কানে বলেছে সর্বক্ষণ যে ব্যবস্থা যা আছে তাই থাকবে, এ নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না, সময় নষ্ট হবে; তুমি তোমার কাজ উদ্ধার করে নাও, যেমন ভাবে পার। এই যে আনুগত্যের শিক্ষা, এ বড় গভীর ব্যাপার। অত্যন্ত গভীরেই আমরা ভক্তিবাদী, জ্ঞানবাদী নই।

কৃষক কেন, উচ্চশিক্ষিত মহলেও দেখতে পাব গভীর অবিশ্বাস রয়েছে পরিবর্তনের ব্যাপারে। এমনিই তো ছিল, এমনি থাকবে। চেষ্টা হয়েছে, বদলায়নি। যারা বদলাবে বলেছিল, হয় তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, নয় তো আপস করে অনুগতদের চেয়েও অনুগত হয়ে যেটুকু পিছিয়ে পড়েছিল সেটুকু পুষিয়ে নেওয়ার জন্য খ্যাপার মতো ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। ঠিক এ কথাগুলো কদিন আগে আমার

এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

> ভক্তি রয়েছে আমাদের হৃদয়ে, রয়েছে আমাদের বুদ্ধিতে। উভয়কেই মুক্ত করা আবশ্যক। বস্তুত ভক্তির বন্ধন ছিন্ন না করলে আমরা জ্ঞানের অনুশীলনকে কার্যকর করতে পারব না, যেমন এখন পারছি না। এখন আমাদের অবিচল আস্থা নব্য-ঈশ্বর পুঁজিবাদে এবং তার তীর্থস্থানসমূহে। এ ভক্তি আগের ভক্তির তুলনায় সর্বগ্রাসী ও স্বাধীনতাবিনাশক, কেননা এ ঈশ্বর আধুনিক উজ্জ্বল এবং কর্মদক্ষ ও কর্মমুখর। মনে হতে পারে যে ভক্তি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। না, তা করে না। একত্র করে হয়তো, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ করে না। ঐক্যের জন্য জ্ঞান চাই, চাই মুক্তবুদ্ধি এবং শিক্ষিত হৃদয়। যে মুক্তি ও শিক্ষার পথে ভক্তি কখনো দৈত্য, কখনো পাথর

মাদকের ছোবল ও বেহাল হাসপাতাল

ফাইজুস সালেহীন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৭ অক্টোবর রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি কোয়ার্টার ও ফুটপাতসহ মোট ১৩টি স্পট আকস্মিক পরিদর্শন করেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, নাগরিক সেবার মানোন্নয়ন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তিনি এই ঝটিকা সফর করেন।

প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের আকস্মিক পরিদর্শন নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। আমাদের দেশে আনাচেকানাচে সমস্যার অন্ত নেই। অপরিচ্ছন্নতা একটি বড় সমস্যা। ডেঙ্গু ভয়াবহরূপ পরিগ্রহ করেছে। সরকারি হিসাবে গত কয়েক সপ্তাহে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে শতাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ডেঙ্গু সংক্রমণের প্রধান কারণ অপরিচ্ছন্নতা। হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি আবাসিক এলাকা, রাস্তাঘাট সর্বত্রই পরিচ্ছন্নতার অভাব। এই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ-প্রতিবেশের জন্য দায়ী কে? এজন্য এককভাবে কাউকে বা কোনো একটি শ্রেণিকে দোষারোপ করা যায় না। এজন্য দায়ী আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রধানমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে যে বার্তাটি পাওয়া যায়, সেটি হলো সরকার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট। বিষয়টি নাগরিক সচেতনতা তৈরি করবে আশা করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী যখন বিভিন্ন স্পট পরিদর্শন করেন তখন মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে বিতর্কের জন্ম দেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন। তিনি গত শনিবার গেন্ডারিয়া রেলস্টেশনের কাছে ঘুন্টিঘর এলাকায় পিস্তল উঁচিয়ে মাদকবিরোধী অভিযানে যান। ধাওয়া করে কয়েকজনকে পাকড়াও করেন। মাদকবিরোধী অভিযানে কারও কোনো আপত্তি না থাকলেও সংসদ সদস্য এবং সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রীর প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শনের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ হলে দেখা দেয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া। সরকারের জন্য বিষয়টি ছিল বিব্রতকর। এমন পরিস্থিতিতে গত সোমবার ইশরাক হোসেন পদত্যাগ করেন। বাস্তবতা হলো, মাদক ইতোমধ্যে ভয়াবহ সামাজিক সংকট তৈরি করেছে। শহর, গ্রাম সর্বত্র মাদক তার ধ্বংসাত্মক ছোবল হেনে চলেছে। মাদকের চালান অবাধে পৌঁছে যাচ্ছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। বিভিন্ন সময়ে পুলিশ মাদকসেবীদের ধরে কোর্টে চালান দিলেও মাদক কারবারিরা বেশির ভাগ সময় থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। বাংলাদেশে মাদকের ছোবল আজ আর কেবল আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়, এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এই সংকটের গভীরতার যে চিত্রটি পাওয়া যায়, তা ভয়াবহ। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ১৩ জেলা ও ২৬ উপজেলায় ৫ হাজার ২৮০ জনের ওপর করা এক জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৮২ লাখ মানুষ কোনো না কোনো মাদক ব্যবহার করছে, যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ। অন্য এক প্রতিবেদনে এই সংখ্যা ৮৩ লাখ বলা হয়েছে। মাদকাসক্তদের প্রায় ৩৩ শতাংশ ৮ থেকে ১৭ বছর বয়সি। অর্থাৎ কিশোর বয়সেই অনেকে মাদকের সংস্পর্শে আসছে। মাদকাসক্তদের মাত্র ১৩ শতাংশ চিকিৎসা বা পুনর্বাসন সেবা পাচ্ছে, বাকি ৮৭ শতাংশই থেকে যাচ্ছে সেবার বাইরে। মাদকাসক্তদের মধ্যে যেমন রয়েছে তরুণ, তেমনই অনেক চাকরিজীবী, পেশাজীবী, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবারকর্তা পর্যন্ত মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। কোনো পরিবারের একজন সদস্যও যদি মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সেই পরিবারে শান্তি বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সেই পরিবার শিকার হয় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের। মাদকদ্রব্যের সরবরাহ ও প্রাপ্যতা বন্ধ না করে শুধু মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। যারা ইতোমধ্যে আসক্ত হয়ে পড়েছে তাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু এটা একমাত্র সমাধান নয়।

মাদকের ছোবল ও বেহাল হাসপাতালমাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০২৫ সালে ৪ কোটি ৩৬ লাখ ইয়াবা ও অন্যান্য অ্যামফিটামিন-জাতীয় ট্যাবলেট জব্দ করেছে, যা আগের বছরের চেয়ে ৯১ শতাংশ বেশি। ধারণা করা হয়, দেশে যত মাদক ঢোকে তার মাত্র ১০ শতাংশ ধরা পড়ে। বাকি ৯০ শতাংশ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা দেশে। বিভিন্ন সময়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে মাদকসেবীদের আটক করে। কিন্তু যারা মাদক বিক্রি করে তারা নিরাপদে থেকে যায়। আর রাঘববোয়ালদের টিকিটিও স্পর্শ করা হয় না। এর ফলে দেশে নতুন নতুন মাদকের বিস্তার ঘটে চলেছে বিনা বাধায়। ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইন, গাঁজার পাশাপাশি ক্রিস্টাল মেথ (আইস), এলএসডি, ডিওবি-এর মতো সিনথেটিক ও সেমি-সিনথেটিক মাদকের আবির্ভাব সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করে চলেছে বলে লেখালেখি হচ্ছে।

বাংলাদেশে মাদক উৎপাদন হয় না। তা না হলেও ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জানা যায়, মিয়ানমারের শান প্রদেশ বিশ্বের বৃহৎ ইয়াবা উৎপাদনকারী অঞ্চল। সেখান থেকে নাফ নদ ও দুর্গম সীমান্ত পেরিয়ে টেকনাফ-কক্সবাজার হয়ে ইয়াবা ঢুকছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

> এটা মোট মাসিক বাজেটের ১১ শতাংশ। চিকিৎসা খাতে এই ব্যয়ের সিংহ ভাগই যায় ওষুধ ও পরীক্ষানিরীক্ষা খাতে। সীমিত আয়ের সাধারণ মানুষের চিকিৎসা খাতে এই ব্যয় যে কতটা দুর্বহ তা অনুমান করা কঠিন নয়। সরকারি হাসপাতালগুলো যদি ঠিকঠাক সেবা দিত তাহলে মাথাপিছু চিকিৎসা ব্যয় বহুলাংশে কমে আসতে পারত। এমতাবস্থায় সরকারি হাসপাতালগুলোর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন জরুরি। প্রতিটি ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যকীয়

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751
web: www.ajkalusa.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

অর্থনীতির অসুখ সারানো জরুরি

এম এম মুসা

রায়হান ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে গেলেন। ব্যবসা বড় করার পরিকল্পনা আছে, ক্রেতাও আছে। কিন্তু ঋণের সুদ বেশি, ঋণপত্র খুলতে অনিশ্চয়তা, গ্যাসের চাপ কম, বিদ্যুতের সরবরাহ ঠিক নেই। কয়েক মাস অপেক্ষার পর তিনি নতুন কারখানা না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই একটি সিদ্ধান্ত হয়তো জাতীয় পরিসংখ্যানে বড় কোনো ঘটনা হিসেবে ধরা পড়বে না। কিন্তু এমন হাজারো রায়হানের সিদ্ধান্তের যোগফলই শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগ কমায়, কর্মসংস্থান হয় না এবং প্রবৃদ্ধির হার কমিয়ে দেয়।

৬ অক্টোবর প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট দেশের অর্থনীতির বর্তমান সংকটকে এই বাস্তবতার আলোকে দেখতে বাধ্য করে। প্রতিবেদনে ২০২৬ ও ২০২৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৪ শতাংশ হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বিনিয়োগের গতি দুর্বল, রপ্তানির প্রবৃদ্ধি শ্লথ, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং ব্যাংকিং খাতের ভঙ্গুরতা আরও গভীর হয়েছে। একই সঙ্গে রাজস্ব আহরণ এত কম যে সরকারের উন্নয়ন ব্যয় বাড়ানোর সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে।

এটি কেবল একটি অর্থবছরের ফল নয়। বরং অর্থনীতির ভেতরে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা সমস্যার সতর্কসংকেত। প্রশ্ন হলো, সরকার কি এই সংকেতকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি সূচকের অবনতি হিসেবে দেখবে, নাকি নীতির মৌলিক দুর্বলতা স্বীকার করে সংস্কারের পথে হাঁটবে?

সবচেয়ে উদ্বেগজনক তথ্যগুলোর একটি হলো, ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের হার ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের ৩০ দশমিক ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৬ সালের জুনে ৩৩ দশমিক ২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই হার শুধু ব্যাংকের ব্যালান্সশিটের সমস্যা নয়; এটি অর্থনীতির উৎপাদনক্ষমতা, আমানতকারীর আস্থা এবং নতুন উদ্যোক্তার ঋণপ্রাপ্তির ওপর সরাসরি চাপ তৈরি করছে। কিছু ব্যাংক থেকে মানুষ জমানো অর্থই তুলতে পারছে না।

যখন ব্যাংকের বড় অংশের ঋণ অনাদায়ি থাকে, তখন ভালো উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ আরও ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। ব্যাংক নতুন বিনিয়োগে সতর্ক হয়, ঋণ দেওয়ার শর্ত কঠিন করে এবং অনেক সময় ঝুঁকি সামলানোর ব্যয় গ্রাহকের ওপর চাপায়। ফলে যাঁরা উৎপাদন বাড়াতে চান, নতুন প্রযুক্তি আনতে চান বা কর্মী নিয়োগ করতে চান, তাঁরাই সংকটে পড়েন। অন্যদিকে প্রভাবশালী ঋণখেলাপি যদি বারবার সুবিধা পান, তাহলে বাজারে একটি বিপজ্জনক বার্তা যায়, ঋণ ফেরত না দেওয়ারও রাজনৈতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক মূল্য কম।

সরকারের প্রথম কাজ হওয়া উচিত সমস্যাটির প্রকৃত মাত্রা স্বীকার করা। ব্যাংকভেদে খেলাপি ঋণ, পুনঃ তফসিল, অবলোপন, মূলধন ঘাটতি এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের ঋণের তথ্য নিয়মিত ও স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করতে হবে। কোন ব্যাংক কতটা ঝুঁকিতে, কত মূলধন প্রয়োজন, কে দায়ী এবং পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা কী-এসব তথ্য গোপন রেখে আস্থা ফিরবে না।

তবে শুধু খেলাপি ঋণের তালিকা প্রকাশ করলেই হবে না। কার্যকর তদারকি, ঋণ অনুমোদনে পেশাগত মানদণ্ড এবং পরিচালনা পর্ষদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি, জালিয়াতি ও সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বেআইনি সুবিধা দেওয়ার ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে; একই সঙ্গে ব্যবসায়িক ব্যর্থতা ও অপরাধমূলক আচরণের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণ জিডিপির মাত্র ৮ দশমিক ৩ শতাংশ। এর অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা, অবকাঠামো ও জলবায়ু অভিযোজনের মতো প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় বাড়ানোর জন্য সরকারের হাতে পর্যাপ্ত নিজস্ব সম্পদ নেই। একই সঙ্গে রাজস্ব ঘাটতি বাড়লে সরকারকে ঋণের ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়, যা ভবিষ্যতের বাজেটের ওপর চাপ তৈরি করে।

এখানে সরকারের নীতিগত ব্যর্থতা শুধু কম কর আদায়ে নয়; করব্যবস্থার কাঠামোতেও। করের আওতা বাড়ানোর পরিবর্তে বারবার পরিচিত ও সহজে কর আদায়যোগ্য গোষ্ঠীর ওপর চাপ দিলে ন্যায্যতা নষ্ট হয়। বড় করদাতা, উচ্চ আয়ের ব্যক্তি, সম্পদশালী গোষ্ঠী এবং কর ফাঁকির ঝুঁকিপূর্ণ খাতে কার্যকর নজরদারি না থাকলে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির ওপর করের চাপ বাড়ে, অথচ সম্ভাব্য রাজস্ব অধরাই থেকে যায়।

এ অবস্থায় করহার বাড়ানোই সমাধান নয়। প্রথমে কর প্রশাসন আধুনিক করতে হবে। আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, কাস্টমস ও কোম্পানির তথ্যের মধ্যে আইনসম্মত সমন্বয় বাড়ানো, ই-রিটার্ন ও ডিজিটাল অডিট সম্প্রসারণ, কর অব্যাহতির হিসাব প্রকাশ এবং অযৌক্তিক ছাড়ের নিয়মিত পর্যালোচনা জরুরি। কর কর্মকর্তার বিবেচনাধীন ক্ষমতা কমিয়ে নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থা গড়তে হবে, যাতে ব্যবসায়ীকে কর দিতে গিয়ে অনিশ্চয়তা ও হয়রানির মুখে পড়তে না হয়।

বিশ্বব্যাংক জ্বালানি খাতের দুর্বলতাকেও বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর চাপের এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

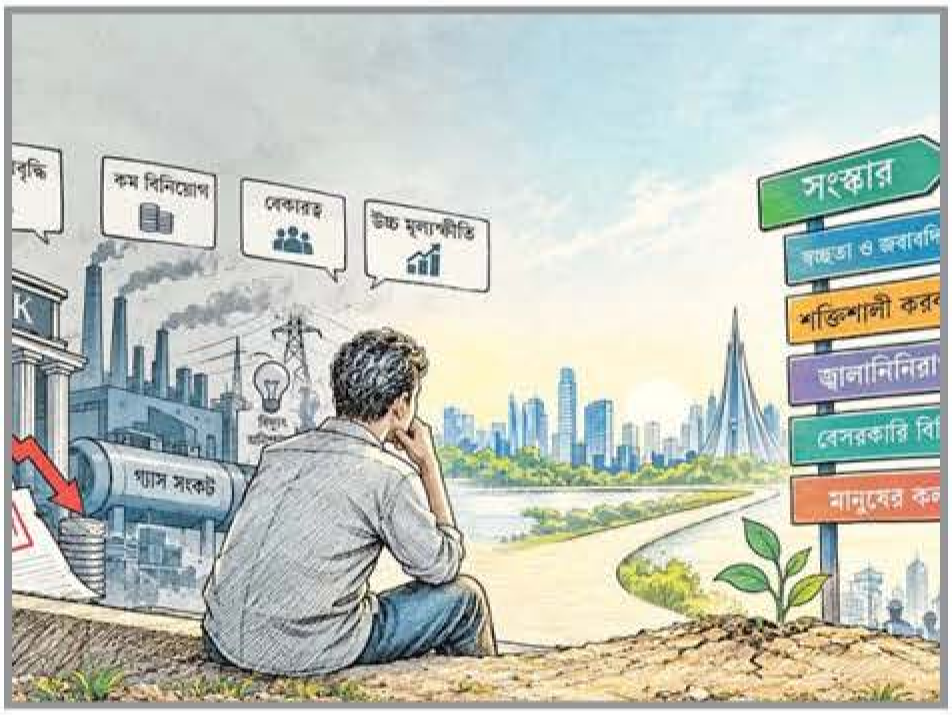

> বেসরকারি বিনিয়োগের বাধা দূর করার পরিকল্পনা-সবকিছুর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকতে হবে। প্রতি তিন মাসে অগ্রগতি প্রকাশ করে সংসদ, গণমাধ্যম, ব্যবসায়ী সমাজ ও নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করা উচিত। একই সঙ্গে সংস্কারের ব্যয় কারা বহন করবে, তা আগেই বিবেচনায় নিতে হবে। ব্যাংক পুনর্গঠন, জ্বালানির মূল্য সমন্বয় বা কর প্রশাসনের পরিবর্তন-কোনোটিই সামাজিক প্রভাবের হিসাব ছাড়া করা উচিত নয়। দরিদ্র পরিবার, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও নিম্ন আয়ের শ্রমিককে সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন কোনো সরকারের জন্য চূড়ান্ত রায় নয়; এটি অর্থনীতির ঝুঁকি ও সম্ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন। সরকার যদি এসবকে কেবল সাময়িক চাপ বলে পাশ কাটায়, তবে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের দুর্বলতা আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে

কলেজ সরকারীকরণের দুঃসহ পরিণাম

বিমল সরকার

> শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় একজনকে, প্রায় পাঁচ বছর ধরে পুরো ডিপার্টমেন্ট একা তাঁকেই (খণ্ডকালীন শিক্ষক) সামলাতে হচ্ছে (উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি পাস স্তর)। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজকর্ম ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনার্স চলমান থাকলেও প্রতিটি বিভাগে নিয়মিত শিক্ষক রয়েছেন একজন করে। একে একে দুইজন অবসরে গেলে ইতিহাস বিভাগও চলছে নিয়মিত একজন শিক্ষক দিয়ে। এমন কিংবা এর চাইতেও ভয়াবহ উদাহরণ ডজন ডজন নয়, বোধ করি শ ছাড়িয়ে যাবে। শিক্ষকেরা ত্যক্ত-বিরক্ত, হতাশ; একই সঙ্গে রয়েছে তাঁদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকস্বল্পতায় শিক্ষা লাটে ওঠার উপক্রম হয়েছে। শিক্ষার মান ও নতুন সরকারি হওয়া কলেজগুলোর পারফরমেন্স বছর বছর পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলটা আসনের দিকে দৃষ্টি দিলেই আন্দাজ করা যায়। এমন দুঃসহ পরিণাম কারও কাম্য ছিল না। তবে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সময় একেবারে শেষ হয়ে যায়নি

কলেজ কিংবা মাধ্যমিক স্কুল সরকারীকরণের খবরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কেবল শিক্ষক-কর্মচারী নন; তাঁদের সঙ্গে শিক্ষার্থী, অভিভাবক তথা এলাকাবাসীরও মনে খুব আনন্দ। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীর পরিবারের অন্য সদস্যদের মনেও বড় স্বস্তি ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কিন্তু বাস্তবে? ঘোষণার ১০ বছর পরও গ্যাঁড়াকলে পড়ে সরকারীকরণের 'মহৎ' উদ্দেশ্যটিই বিফল হতে চলেছে। না শিক্ষার অগ্রগতি কিংবা সংশ্লিষ্টদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ, এমনকি মহান পেশার মর্যাদাটি ধরে রাখা-সবকিছুই যেন এলোমেলো; কোনোক্রমেই হিসাব মেলানো যাচ্ছে না।

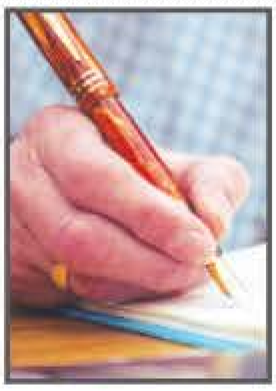

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও হতাশা এসে ভর করেছে সবার মাঝে। সবার মনে একই প্রশ্ন, তাহলে এ কী ধরনের সরকারীকরণ? শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাব্যবস্থা-এবংবিধ কোনো খবর, তা গৌরব-গরিমা আর সমস্যা-সম্ভাবনা কিংবা ইতিহাস-ঐতিহ্য যা-ই হোক, বরাবরই আমার খুব আগ্রহ ও কৌতূহলের বিষয় এবং তা সেই কৈশোরবেলা থেকেই। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (২০১৪-২০১৮) উপজেলা স্তরে ধাপে ধাপে অন্তত সাড়ে ৩০০ কলেজ (সঙ্গে আরও অন্তত ৩০০ মাধ্যমিক স্কুল) সরকারীকরণ হয়। বর্তমানে দেশে সরকারি কলেজবিহীন কোনো উপজেলা নেই। সরকারীকরণের প্রক্রিয়া শুরুর আগে থেকেই কলেজগুলোর নানা দৈন্যদশা ও অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা মারাত্মক আকার ধারণ করে। সরকারীকরণের আগে ও পরে অন্তত ২০০ কলেজে (৩০০ কলেজের মধ্যে) বছরের পর বছর নিয়মিত অধ্যক্ষ না থাকায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হয়। এতে অনিয়ম-বিশৃঙ্খলার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। একই সঙ্গে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ দুটি পদই শূন্য, তাও আবার বছরের পর বছর ধরে: কী এক দুঃসহ বিড়ম্বনাময় পরিস্থিতি!

পত্রপত্রিকায় ঘন ঘন শিরোনাম হতে থাকেন একের পর এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও দায়িত্বে থাকা অধ্যক্ষরা। ডজন ডজন কলেজ টানা আট-দশ বছর কিংবা আরও বেশি বছর পরিচালিত হয়েছে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দিয়ে। কোথাও কোথাও একজনই টানা ১০ বছর, কোথাও আবার বিধিবিধানের তোয়াক্কা না করে একজনের পরিবর্তে অন্যজনকে চেয়ারে বসানো। এদিকে সরকারি হওয়া কলেজগুলোতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকসংকট (অন্তত ১০ বছর ধরে নিয়োগ কিংবা পদায়নের কোনো খবর নেই) দিনে দিনে প্রকট আকার ধারণ করলেও তা নিরসনের কার্যত কোনো উদ্যোগ বা পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

এসব কিছুর ফলে কলেজগুলোর পরীক্ষা, বিশেষ করে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে লাগাতার ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে চলেছে। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া উপজেলা স্তরের সরকারি কলেজগুলো বলতে গেলে ঢালাওভাবে ফলাফল বিপর্যয়ে হিমশিম খাচ্ছে। এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর চারদিকে যখন জিপিএ-৫ পাওয়াদের উল্লাস-ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, তখন সরকারি কলেজগুলোতে পাসের হার হয় ১৫ শতাংশ কিংবা ২৫-৩০ শতাংশ; কিংবা বড়জোর ৪০ শতাংশ। এমন চিত্র ২০-৩০টি নয়, বোধ করি বেশির ভাগ সরকারি কলেজেরই। তার মানে আলোচনা-সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু শত শত কলেজ। এ নিয়ে হাহাকারেরও কোনো শেষ নেই।

দেশে শিক্ষার মান যে নিম্নগামী, তা বেশ কিছুদিন ধরে সর্বস্তরে আলোচিত। এমন নিম্নগামিতার পেছনে নানা কারণ রয়েছে অবশ্যই। তবে ২০২৪ সালে উল্লেখ করা কলেজগুলোতে দু-তিন দফায় বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারভুক্ত ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ হিসেবে পদায়ন করায় অন্তত অভিভাবকহীনতার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে কলেজগুলো। কিন্তু বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ? এর তো কোনো খবরই নেই, তাহলে পরিস্থিতিটি কী দাঁড়াল?

সরকারীকরণের ঘোষণা (২০১৬) ও সরকারি আদেশ বা জিও জারির (৮ আগস্ট ২০১৮) আরও কয়েক বছর পর, এর মাঝে কত রকমের চড়াই-উতরাই, অবশেষে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের পদায়ন শুরু হয় সেই ২০২১ সাল থেকে। অথচ এখন পর্যন্ত তা সম্পন্ন হয়নি। অন্তত আট-দশ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পদায়নের খবরটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কিংবা কর্মচারীর জন্য অবশ্যই এক শুভ ও আশাজাগানিয়া বার্তা। একটি কলেজের একজন শিক্ষক (প্রভাষক) ২০২১ সালে পদায়নের দিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ঠিক এভাবে-'আলহামদুলিল্লাহ! প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার হিসেবে আজ কলেজে যোগদান করলাম। অর্পিত দায়িত্ব পালনে সবার কাছে দোয়া ও সহযোগিতা চাই।' অথচ গত চার-পাঁচ বছরে দফায় দফায় অত্যন্ত ঢিমে তালে পদায়নের কাজ চললেও এখনো অনেক প্রতিষ্ঠানের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন পদায়নের বাইরে। কী নিদারুণ জীবনযাপন তাঁদের!

আরও একটি নজিরবিহীন ঘটনা, অন্তরে বেশ দাগ কাটার মতো। আর কিছু যেমনই হোক, একজন শিক্ষকের জীবনে এমন অপমান ও গ্লানিময় বিষয় আর কিছু হতে পারে না। একই প্রতিষ্ঠানে টানা ৩০ বছর শিক্ষকতা করা আর তার অর্ধেক সময় অর্থাৎ ১৫ বছর শিক্ষকতা করা ব্যক্তি উভয়েরই পদবি এখন 'প্রভাষক' এবং দুজনের বেতন-ভাতার পরিমাণও একই। তাঁদের মধ্যে সিনিয়ররা অন্তত ১৬ বছর ধরে রীতি অনুযায়ী ৭ম গ্রেডে ২৯ হাজার এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

উইল, ট্রাস্ট ও এস্টেট প্ল্যানিংয়ের আদ্যোপান্ত: সম্পদ সুরক্ষা ও উত্তরাধিকারের আইনি নির্দেশিকা

স্তম্ভ হলো হালনাগাদ বেনিফিশিয়ারি ফর্ম, যা ব্যাংক ও বীমার অর্থ সরাসরি ও বিরোধহীনভাবে হস্তান্তর করতে ব্যবহৃত হয় সম্পত্তি পরিকল্পনা বা এস্টেট প্ল্যানিং কেবল মৃত্যুর পরের আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি জীবদ্দশায় নিজের আর্থিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং চরম সংকটের মুহূর্তে নিজের পরিবার ও প্রিয়জনদের আইনি বিপর্যয় ও মানসিক ভোগান্তি থেকে রক্ষা করার একটি সুচিন্তিত সুরক্ষাকবচ। শর্টকাট বা আপাতদৃষ্টিতে সস্তা পথ বেছে নেওয়ার পরিণাম কতটা ধ্বংসাত্মক হতে পারে, তা আধুনিক আইনি বাস্তবতা বারবার প্রমাণ করেছে। সঠিক সময়ে সচেতন হয়ে নিজের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবরসম্পত্তির আইনি কাঠামো সঠিকভাবে সাজানো এবং উইল, ট্রাস্ট ও বীমার মাঝে নিখুঁত সমন্বয় স্থাপন করাই প্রতিটি দূরদর্শী মানুষের প্রধান দায়িত্ব

তুহিন মোহাম্মদ

মৃত্যুর পর নিজের কষ্টার্জিত সম্পত্তি কীভাবে বণ্টিত হবেভ়এই ভাবনা কমবেশি সব সচেতন মানুষকেই ভাবায়। সমাজের সিংহভাগ মানুষের মধ্যে একটি বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে, একটি উইল বা শেষ ইচ্ছাপত্র লিখে রাখলেই যাবতীয় সম্পদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এবং মৃত্যুর পর উইলের নির্দেশ মোতাবেক সবকিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে বণ্টন হয়ে যায়। তবে আধুনিক আইন ও এস্টেট প্ল্যানিং বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধারণাটি কেবল অসম্পূর্ণই নয়, বরং বহু ক্ষেত্রে মারাত্মক বিভ্রান্তিকর।

এস্টেট প্ল্যানিং বা সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার মূল দর্শন মূলত তিনটি মৌলিক বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়েভ়কার হাতে সম্পত্তির আইনি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, কখন বা কোন পরিস্থিতিতে সেই নিয়ন্ত্রণের হস্তান্তর ঘটে এবং কোন আইনি কাঠামোর মধ্য দিয়ে সম্পদ এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে পৌঁছায়। আদালত বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কখনোই ব্যক্তির ব্যক্তিগত আবেগ, অন্তরের সদিচ্ছা বা অপ্রকাশিত ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে সম্পত্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে না; তারা কঠোরভাবে দেখে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির যান্ত্রিক আইনি কাঠামো। এই আইনি কাঠামোর চুলচেরা বিশ্লেষণ ছাড়া নেওয়া যেকোনো সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মারাত্মক অর্থনৈতিক ও আইনি সংকট ডেকে আনতে পারে।

মৃত্যুর পর সম্পদ স্থানান্তরের তিনটি প্রধান আইনি মাধ্যম

আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি মূলত তিনটি ভিন্ন পথ ধরে নতুন মালিকের কাছে পৌঁছায়। এই পথগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে পুরো এস্টেট প্ল্যানিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে পারে।

চুক্তিভিত্তিক স্থানান্তর : জীবন বীমা, অবসরকালীন তহবিল কিংবা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যদি কোনো নমিনি বা বেনিফিশিয়ারি উল্লেখ থাকে, তবে সেটি একটি কার্যকর আইনি চুক্তি হিসেবে গণ্য হয়। মূল হিসাবধারীর মৃত্যুর সাথে সাথেই সেই চুক্তির শর্তাবলী কার্যকর হয়ে যায় এবং অর্থ সরাসরি নির্দিষ্ট ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে চলে যায়। এই প্রক্রিয়ায় আদালতের কোনো অনুমতি কিংবা উইলের নির্দেশনার প্রয়োজন পড়ে না।

এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনি বাস্তবতা মনে রাখা প্রয়োজন। উইলে যদি এক কথা লেখা থাকে এবং ব্যাংকের নমিনি বা বেনিফিশিয়ারি ফর্মে অন্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকে, তবে আইন অনুযায়ী বেনিফিশিয়ারি ফর্মের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ, উইলের নির্দেশনা এখানে সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়বে।

মালিকানার টাইটেল অনুযায়ী স্থানান্তর : সম্পত্তির যৌথ মালিকানার কাঠামো সরাসরি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমনভ়স্বামী ও স্ত্রী যদি সারভাইভারশিপ অধিকারসহ যৌথ মালিকানায় কোনো বসতবাড়ি, জমি বা ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করেন, তবে একজনের মৃত্যু হলে বেঁচে থাকা অন্য অংশীদার কোনো আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই সম্পত্তির একক ও শতভাগ মালিক হয়ে যান। উইলে প্রয়াত ব্যক্তি যদি সেই বাড়ির অংশ তাঁর পূর্বের সংসারের সন্তান বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে দেওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েও যান, টাইটেলের আইনি শক্তির সামনে উইলের সেই ধারাটি সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাবে।

আদালতের প্রোবেট প্রক্রিয়া : যেসব সম্পত্তিতে কোনো নির্দিষ্ট নমিনি বা বেনিফিশিয়ারি নির্ধারণ করা নেই, যৌথ মালিকানার সুবিধা নেই কিংবা কোনো ট্রাস্টের আওতায় নেওয়া হয়নি, সেই সমস্ত সম্পদ সরাসরি আদালতের এখতিয়ারে চলে যায়। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় 'প্রোবেট'। প্রোবেট হলো আদালতের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এমন একটি দীর্ঘমেয়াদি ও আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে প্রয়াত ব্যক্তির সম্পত্তির সত্যতা যাচাই, বকেয়া দেনা-পাওনা ও কর পরিশোধ এবং শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করা হয়।

একটি উইল মূলত কেবল এবং কেবল এই তৃতীয় মাধ্যমভ় অর্থাৎ প্রোবেটভুক্ত সম্পত্তির বণ্টনকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। নমিনিযুক্ত সম্পদ বা যৌথ মালিকানার সম্পত্তিতে উইলের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

উইলের আসল ক্ষমতা ও এর বড় সীমাবদ্ধতা : উইল একটি পরিবর্তনযোগ্য আইনি দলিল। এটি ব্যক্তির জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে এবং এর কোনো আইনি কার্যকারিতা থাকে না। ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় যেকোনো সময় উইল সংশোধন, পরিমার্জন বা বাতিল করতে পারেন। উইল কার্যকর হয় কেবল ব্যক্তির মৃত্যুর পর।

একটি উইলের মূল ক্ষমতা হলো, এর মাধ্যমে একজন দায়িত্বশীল নির্বাহক মনোনীত করা যায়, যিনি আদালতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন, বকেয়া ঋণ ও কর পরিশোধ করবেন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি বণ্টন করবেন। এছাড়া নিজের অবর্তমানে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আইনগত অভিভাবক কে হবেন, তা নির্ধারণ করার একমাত্র বৈধ আইনি মাধ্যম হলো উইল। কোনো ট্রাস্ট, চুক্তি বা বেনিফিশিয়ারি ফর্মের মাধ্যমে অভিভাবক নির্ধারণ করা যায় না। তাই নাবালক সন্তান থ কেলে উইল থাকা বাধ্যতামূলক।

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

SECI
Secure, Fast, Reliable.
Sonali Exchange Co. Inc.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খযবরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহরা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন নাহামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারুন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়াতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের দিক থেকে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রথমে আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক বর্ণনা অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর বর্ণনাও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে মা'উনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের নবীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সহমত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতার যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন দুরভিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহানবী (সা.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নারী একজন আনসারী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বনু নযীরের সকল চক্রান্তের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন রচয়িতা লিখেছেন, বনু নযীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে বরং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে মা'উনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইয়া'ওয়ানুহু নাঁস্ লিয়াত' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং নিরাপত্তার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ সেগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বনু নযীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। প্রায় দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বনু নযীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে শলাপরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ (রা.)'র একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও দ্বিমত রয়েছে। বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই নিজ নিজ সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাসেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বনু নযীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু আওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এখনই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব সলাপরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বনু নযীরের এক নেতা সালাম বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা কোরো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘনও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা কুরবানির বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মন্ডী বাহাউদ্দীন জেলার সাহউল্লাহপুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেযার গুলিতে তারা উভয়ই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুজাফফর খান সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কোনোই বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

Michael Taub, Esq.

Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION
(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

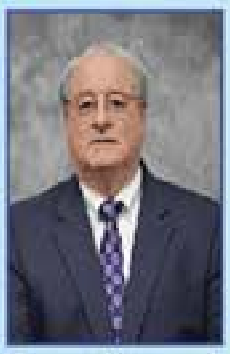

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

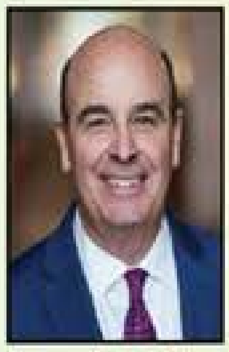

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States.
Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.

বিশ্ববিদ্যালয় কার: শিক্ষার্থীর, না 'বড় ভাইদের'?

ইরফান রহমান

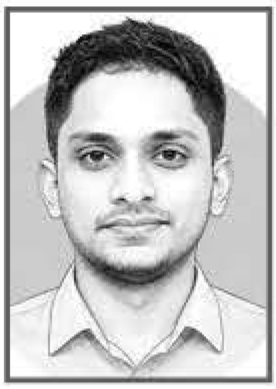

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া একজন তরুণের প্রথম পরিচয়টি কার সঙ্গে হওয়া উচিত? শিক্ষকের সঙ্গে, না হলের তথাকথিত 'বড় ভাই'-এর সঙ্গে? তাঁর প্রথম রাতটি কি নতুন বন্ধু, নতুন বই আর নতুন স্বপ্নে কাটবে, না কোনও 'গেস্টরুমে' দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক আনুগত্যের পরীক্ষা দিতে হবে? তিনি কি নিজের বিবেক অনুযায়ী কথা বলবেন, না আবাসিক আসন হারানোর ভয়ে মুখস্থ করবেন অন্যের দেওয়া স্লোগান?

বাংলাদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের পর বছর এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখা হয়েছে ভয়, অপমান এবং রক্ত দিয়ে। 'গেস্টরুম' শব্দটি শুনতে নিরীহ। বাস্তবে এটি ছিল অনেক আবাসিক হলে সমান্তরাল ক্ষমতার আদালত। সেখানে নবীন শিক্ষার্থীকে গভীর রাত পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, অপমান করা হয়েছে, রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। বৈধ আবাসিক আসনকে অধিকার হিসেবে নয়, রাজনৈতিক আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এগুলো নিছক র‍্যাগিং ছিল না। ছিল মানুষকে ভেঙে দিয়ে বাধ্য অনুগত কর্মীতে পরিণত করার একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা।

সেই ব্যবস্থার নির্মমতম পরিণতিগুলোর একটি বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যা। ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর রাতে শেরেবাংলা হলে একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে তাঁকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। পরদিন ভোরে উদ্ধার হয় তাঁর মরদেহ। ২০২৫ সালের ১৬ মার্চ হাইকোর্ট ২০ আসামির মৃত্যুদণ্ড ও পাঁচজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রাখেন। কিন্তু আপিল বিভাগে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও বাকি।

আবরার হত্যার পর সাত বছর পেরিয়েছে। একটি প্রজন্মের বিশ্ববিদ্যালয়জীবন শেষ হয়ে নতুন প্রজন্ম এসেছে। কিন্তু যে প্রশ্ন আবরারের মৃত্যু আমাদের সামনে রেখেছিল, তার উত্তর কি রাষ্ট্র দিতে পেরেছে? আদালতের দুই স্তরে রায় এসেছে, কিন্তু ভবিষ্যতের আবরারকে রক্ষার নিশ্চয়তা কোথায়? অপরাধের বিচার এবং অপরাধ প্রতিরোধ এক বিষয় নয়। আদালত অতীতের অপরাধের বিচার করেন; রাষ্ট্রের দায়িত্ব এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে একই অপরাধ আর সংঘটিত না হয়।

আবরার প্রথম শিকারও নন। ২০১২ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবায়ের আহমেদ ছাত্রলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধ) অভ্যন্তরীণ বিরোধে হামলার শিকার হয়ে মারা যান। ২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত হন রাজনীতির বাইরে থাকা আবু বকর সিদ্দিক। ২০১৬ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে শীতের মধ্যে বারান্দায় থাকার পর টাইফয়েড ও নিউমোনিয়ায় মারা যান হাফিজুর মোল্লা। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতেও তাঁকে চাপ দেওয়া হতো বলে পরিবারের অভিযোগ।

২০২৩ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষার্থী ফুলপরী খাতুনকে নির্যাতনের অভিযোগ তদন্তে সত্য প্রমাণিত হয়; প্রশাসনিক ব্যর্থতাও সামনে আসে। অভিযুক্ত পাঁচ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ২০২৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চোর সন্দেহে তোফাজ্জল হোসেনকে এবং জাহাঙ্গীরনগরে জুলাই আন্দোলনকারীদের ওপর হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শামীম মোল্লাকে মারধর করা হয়। দুজনই প্রাণ হারান। নির্যাতনের প্রতিশোধ কখনও বিচার হতে পারে না।

২০২৪ সালের অক্টোবরে এসআরও নং ৩৬৯-আইন/২০২৪ জারি করে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু সংগঠন নিষিদ্ধ হলেই দখলদারি শেষ হয় না। ২০২৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি কুয়েটে ছাত্ররাজনীতি ঘিরে সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ তা মনে করিয়ে দেয়। ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ কিংবা অন্য যে কোনও সংগঠন, অপরাধের ক্ষেত্রে পরিচয় নয়, একই আইন প্রযোজ্য হতে হবে।

প্রয়োজন 'ক্যাম্পাস নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও নিপীড়ন প্রতিরোধ আইন'। ২০২৩ সালের বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ নীতিমালা কার্যকরের বিষয়ে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন। ২০২৫ সালে নীতিমালাটিকে আইনের মর্যাদায় বিবেচনার পাশাপাশি ১৭ দফা নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। প্রতিরোধ কমিটি, অভিযোগ বাক্স, সিসিটিভি ও দ্রুত তদন্তের নির্দেশনা থাকলেও প্রতিষ্ঠান নিজের ব্যর্থতা তদন্ত করলে নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। রাজনৈতিক জবরদস্তি ও অভিযোগকারীর সুরক্ষারও কার্যকর কাঠামো প্রয়োজন। শুধু নীতিমালা থাকলেই হবে না। তার বাস্তবায়ন, নজরদারি এবং লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

ভারতের ২০০৯ সালের র‍্যাগিংবিরোধী বিধিমালায় নজরদারি দল, শ্রীলঙ্কার ১৯৯৮ সালের আইনে র‍্যাগিং ও বেআইনি আটকের শাস্তি, ফিলিপাইনের ২০১৮ সালের আইনে হেজিং ও সংশ্লিষ্ট নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাম্পাসের অপরাধ ও নিরাপত্তাতথ্য প্রকাশ এবং ইংল্যান্ডের কন্ডিশন ই৬-এ যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের অভিযোগ মোকাবিলার কাঠামো রয়েছে। বাংলাদেশকে নিজস্ব বাস্তবতায় এগুলো থেকে শিখতে হবে।

আইনে গেস্টরুম নির্যাতন, শারীরিক-মানসিক নিপীড়ন, যৌন হয়রানি, সাইবারবুলিং, বেআইনি আটক, চাঁদাবাজি, মব-জাস্টিস, জোরপূর্বক মিছিল-স্লোগান, আসনের বিনিময়ে আনুগত্য, হলছাড়া, একাডেমিক

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

> রাজনৈতিক জবরদস্তি বন্ধ করবে, ন্যায়সংগত বিচার নিশ্চিত করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণা ও মুক্তবুদ্ধির প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে দেবে। প্রশ্ন হলো, আর কত মৃত্যু হলে আমরা বুঝব, শিক্ষাঙ্গনের নিরাপত্তা কোনও প্রশাসনিক অনুগ্রহ নয়, শিক্ষার্থীর মৌলিক অধিকার? আর কত তদন্ত কমিটি, কত মানববন্ধন, কত শোকবার্তার পর রাষ্ট্র স্বীকার করবে, বিচ্ছিন্ন নির্দেশনা দিয়ে সুসংগঠিত নিপীড়নের সংস্কৃতি বন্ধ করা যায় না? গেস্টরুমের অন্ধকার থেকে গবেষণাগারের আলোয় পৌঁছানোর পথ দীর্ঘ। কিন্তু সেই পথের প্রথম পদক্ষেপ আর অনির্দিষ্ট রাখা চলে না। বাংলাদেশের সংসদে অবিলম্বে 'ক্যাম্পাস নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও নিপীড়ন প্রতিরোধ আইন' উত্থাপন করতে হবে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীর মাথার ওপর সবচেয়ে শক্তিশালী হাতটি কোনও 'বড় ভাই'-এর হতে পারে না। সেটি হতে হবে আইনের

মাদ্রাসা শিক্ষা : অনাচার ও আত্মশুদ্ধির দায়

রাজু আহমেদ

সমস্যাটি এখন ভিন্ন দিকে গড়াচ্ছে। স্যোশাল মিডিয়ায় গোটা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই দোষারোপ করা আরম্ভ হয়েছে। এতে যেমন রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপার আছে, তেমনি আছে বিদেশী এজেন্ডাও। বাংলাদেশে যিনি নিজেকে পিওর নাস্তিক বলে দাবি করছে, তার মধ্যেও আছে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বিদ্বেষ। ধর্ম শিক্ষা, হুজুর-এসবের ওপর কারো কারো এলার্জি আজন্মকালের। মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার মৌলভি কিংবা বাড়িতে বাড়িতে আমপারা এবং মৌলুদশরীফ পড়ানো মুনশির মর্যাদা এখানে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের! হুজুরদের প্রয়োজন হয় বিকাহে এবং জানাযায়! বাকি সময় তারা উপেক্ষিত থাকে।

মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে বড় বড় গোষ্ঠীর বিরোধিতা আছে। প্রণীত সর্বশেষ শিক্ষানীতিতেও একমুখী শিক্ষার কথা বলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে কার্যত কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। তবে এটাও সত্য যে, কিন্ডারগার্টেন, নূরানী মাদ্রাসা এবং কওমি মাদ্রাসা সিলেবাস ও কারিকুলাম কতটা যুগোপযোগী, কতখানি মানসম্মত তা খতিয়ে দেখাও দরকার। সরকারও এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। যারা দানের টাকায়, সদকা ও যাকাতের টাকায়, বিদেশীদের টাকায় পরিচালিত, তারা অন্যকে কৈফিয়ত দিতে কতটা বাধ্য-সেটাও প্রশ্ন। কারো সনদকে কেবল স্বীকৃতি দিলেই সেটা সত্যিকারার্থে এবং বাস্তবিক পক্ষে সমমান হয়ে ওঠে না।

কিছু কিছু মাদ্রাসার কতিপয় শিক্ষক অনৈতিকতার সাথে জড়িয়েছে। তাদের চারিত্রিক অবদমনের দায়ভার বয়ে বেড়াতে হচ্ছে গোটা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সাথে যারা জড়িত তাদের সবাইকে। সমস্যা আসলে বহুমাত্রিক। প্রথমতঃ যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি না করে, শাস্তি না দিয়ে বরং তাদের পক্ষে সাফাই গাওয়ায় প্রকৃত অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ কারো বিরুদ্ধে যখন কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ওঠে তখন সেটা চাপানো হয় গোটা ব্যবস্থার সাথে যারা জড়িত তাদের সবার ওপর। যে কারণে কোনো অভিযোগের বিপরীতে সুষ্ঠু সুরাহা না হয়ে বরং অপরাধ মূলে ও কাণ্ডে বাড়তে থাকে। কথিত আছে, বাঙালিয়ানায় দ্বিচারিতা সেকেলের স্বভাব। যারা অন্যের অন্যায়ে সরব হয়, তারা নিজেদের অন্যায়ে নিরব থাকছে। আলেম সমাজের একাংশও এই দ্বিচারিতায় ভুগছে।

অতীতের একটা সময় মাদ্রাসায় কেবল পিছিয়ে থাকা শ্রেণির ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতো। কেননা সেখানে থাকা-খাওয়া প্রায় ফ্রি ছিল। ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষার বিনিময়ে যদি কিছু পরিশোধ করতে হতো তাও খুবই সামান্য অঙ্কের ছিল। যা বহনের সামর্থ্য সমাজের সেই শ্রেণির জন্যও অসম্ভব ছিল না। তবে এখন সময় বদলেছে। কিছু কিছু মাদ্রাসায় শিক্ষার খরচ অনেক জেনারেল প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের চেয়েও বেশি। মানসম্মত এবং যুগোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত হওয়ার কারণে সমাজের ধনাঢ্য, শিক্ষিত এবং অভিজাত শ্রেণির অনেক ছেলেমেয়ে এখন মাদ্রাসায় পড়ে। সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণের পরে একথাও স্বীকৃত হয়েছে যে, মোরাল ডিগনিতে মাদ্রাসায় পড়ুয়ারা অন্যদের চেয়ে এখনও আংশিক হলেও এগিয়ে আছে। যদিও এ বিষয়ে এখন গবেষণা হওয়ার দাবি রাখে।

শহর-নগরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে চ্যালেঞ্জ করে এগিয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় পদ্ধতির শিশু শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। বাহারি বিজ্ঞাপন এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। যদি সেক্কেলে চিন্তা করা হতো তাহলে এই পদ্ধতির শিক্ষার সম্প্রসারণ পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে বেশি হওয়া আবশ্যক ছিল। অথচ গ্রামের চেয়ে শহরে মাদ্রাসা, নূরানী মাদ্রাসা এখন সংখ্যাধিক্য। মানুষের মানসিকতা যেমন বদলেছে তেমনি সরকারি প্রাথমিকের বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন সময়সূচি এবং ছুটির বর্ষপঞ্জি-ও এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দায়িত্ব এবং আন্তরিকতার প্রশ্নটিও সামনে আনছে। অথচ বেতনের পার্থক্য আকাশ-ছায়াপথের দূরত্বের।

মাদ্রাসা শিক্ষায় অনাচার হচ্ছে না- এটা অস্বীকারের সাধ্য এখন আর নাই। তবে এটা সমাজের সামগ্রিক চরিত্রহীনতা ও নৈতিক সংকটের আংশিক রূপ। জাতীয়ভাবেই আমাদের চারিত্রিক এবং নৈতিক সংকট তীব্রতর হয়ে চলছে। শিশু নির্যাতন, নিপীড়ন এবং ধর্ষণ যদি শক্ত হাতে দমন করা না যায় তবে মাদ্রাসা তো দূরের কথা ভবিষ্যতে মসজিদ-মন্দিরের পবিত্রতাও রক্ষা পাবে কি-না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান আছি। নেশার বেড়াজালে গোটা সমাজব্যবস্থা ডুবে আছে। জুয়ার জাল সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে। এসব থেকে সন্তানকে মুক্ত রাখতে এখনও মাদ্রাসা শিক্ষাই উল্লেখযোগ্য বিকল্প। সেখানেও যে সংক্রমণ ঘটেনি তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না, তবে তুলনামূলক বিবেচনায় এখনও আশঙ্কাজনক পর্যায়ে যায়নি। অভিভাবকগণ ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা খুঁজে পেতে সন্তানকে ধর্ম শিক্ষা দিতে ঝুঁকছে। ইসলামিকস্কলার ও ভাবাদর্শের ব্যক্তিবর্গকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার দুর্নামে যাদের অংশগ্রহণ আছে তাদেরকে শক্তহাতে দমন করতে হবে। শিক্ষকের শিক্ষার্থীদের বাবার মতো, ভাইয়ের মতো হওয়ার দরকার নাই। শিক্ষককে তার সীমা জানতে ও মানতে হবে। শিক্ষার্থীকে শাস্তি দেওয়া, শরীরে আদর করার আব্দার করা-এসব মানসিক সুস্থতার লক্ষণ নয়। আবাসিক মাদ্রাসাগুলোতে লিঙ্গভেদে শিক্ষকদেরও লিঙ্গভেদ

এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

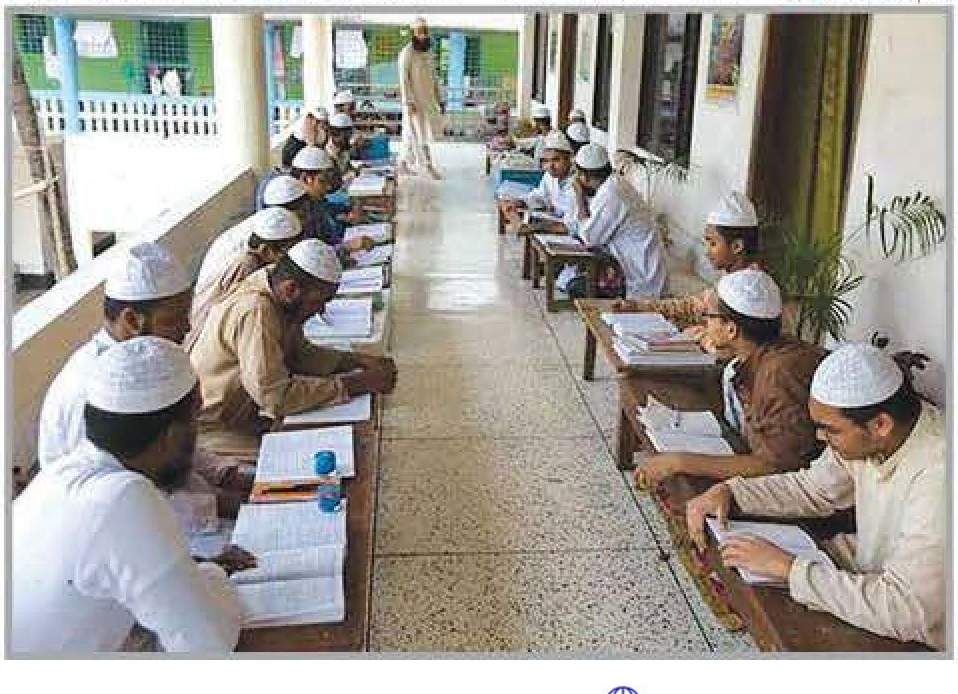

> আলেমদের আত্মসমালোচনা করা খুব জরুরি। এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল মহলকে আরও করিৎকর্মা হতে হবে। ধর্মীয় আবেগে, আলেমদের মর্যাদা অন্যসকল মানুষের থেকে বেশি। যাদের মর্যাদা শানিত, তাদের দোষের ধকলও বেশি। কাজেই সিরাতের ও সুরতের মর্যাদা রক্ষায় অন্তর্নিহিত তাকওয়া অর্জনের কোনো বিকল্প নাই। এরপরেও যাদের চিত্তকে শয়তান দখল করে নেয়, বিবেকের বিশুদ্ধতা যাদেরকে মানুষ বানাতে পারে না- তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মুখোমুখি করতে হবে। সেই শাস্তি অবশ্যই ধর্ম না জানা মানুষের চেয়ে বেশি এবং জোড়ালো হওয়া আবশ্যক। যাদের কাছে প্রত্যাশা বেশি, তারা তা রক্ষায় ব্যর্থ হলে তাদের প্রতি ঘৃণার আধিক্যও বেশি। ধার্মিকদের চলার পথ মসৃণ নয়। প্রতি পদে পদে তাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। কারো পদচ্যুতিঘটলে তাকে শোধরাতে সর্বোচ্চ কঠোর পন্থা বেছে নিতে হবে

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন
স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০
• ওমরাহ প্যাকেজ
• ওমরাহ ভিসা
• মোয়াল্লেম
• হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়
সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি
৭৪৯
JFK-Dhaka-JFK Return
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত
DELTA AIR LINES
Biman BANGLADESH AIRLINES
AmericanAirlines
ETIHAD AIRWAYS
QATAR AIRWAYS
Emirates
Emirates
KUWAIT AIRWAYS
Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO
বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার
বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।
জামান রঞ্জু ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কাঞ্চন ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কে.এম. শহিদ ট্রাভেল কনসালটেন্ট
মাহির ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জাহাঙ্গীর ট্রাভেল কনসালটেন্ট
নিলয় ট্রাভেল কনসালটেন্ট
নাহিয়ান আজাদ ট্রাভেল কনসালটেন্ট
NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road, Jackson Heights NY 11372
ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B, Tucker, GA 30084 Tel: 404-704-7753
DHAKA OFFICE
C-752, Ridge Dale Shopping Center Uttar Badda, Dhaka-1212 01349328919
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

নিউইয়র্কে বিনিয়োগের ডাক, টোকিওতে বড় প্রত্যাশা

নিয়াজ মাহমুদ

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে। একদিকে বিদেশি ঋণের অর্থছাড় কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে পুরোনো ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের চাপ। উন্নয়ন অর্থায়নের এই বাস্তবতায় শুধু ঋণের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ সীমিত। প্রয়োজন উৎপাদনশীল বিনিয়োগ, নতুন শিল্পায়ন, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের বিস্তার। ঠিক এমন সময়েই আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলাদেশের সম্ভাবনা তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। নিউইয়র্কে ওয়াল স্ট্রিটের বিনিয়োগকারীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আহ্বান এবং জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব সম্প্রসারণের প্রত্যাশা সেই উদ্যোগেরই অংশ।

প্রধানমন্ত্রীর ২৬ থেকে ২৯ অক্টোবরের জাপান সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পর্ব ২৭ অক্টোবরের বাংলাদেশ-জাপান শীর্ষ বৈঠক। এই বৈঠক ঘিরে বাংলাদেশের প্রত্যাশা কেবল দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং বিনিয়োগ, বাণিজ্য, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও শিল্পায়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করা। বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত আসবে, তা আগাম বলার সুযোগ নেই। তবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতায় জাপানের মতো প্রযুক্তি ও উৎপাদনশিল্পে অগ্রসর দেশের সঙ্গে সম্পর্ককে আরও গভীর করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন হলো, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সম্ভাবনার যে বার্তা তুলে ধরা হচ্ছে, তা কীভাবে বাস্তব বিনিয়োগ, নতুন কারখানা, রপ্তানি আয় ও কর্মসংস্থানে রূপ পাবে?

গত ২৫ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে জেপিমরগ্যান চেজের সদর দপ্তরে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। বাংলাদেশকে ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত এবং বৃহত্তর আঞ্চলিক বাজারে প্রবেশের সম্ভাবনাময় কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরেন তিনি।

এই উদ্যোগের গুরুত্ব শুধু একটি বৈঠকে সীমাবদ্ধ নয়। এটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। দেশের বৃহৎ অভ্যন্তরীণ বাজার, তরুণ কর্মশক্তি, উৎপাদনশিল্পের অভিজ্ঞতা এবং ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে আরও কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে।

জ্বালানি, অবকাঠামো, যোগাযোগ, প্রযুক্তি, ডিজিটাল সেবা, উৎপাদনশিল্প, কৃষি ও স্বাস্থ্য খাত বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। এসব খাতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ এলে শুধু মূলধন বাড়বে না; উৎপাদন সক্ষমতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও কর্মসংস্থানেও ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

তবে বিনিয়োগকারীদের কাছে সম্ভাবনার কথা তুলে ধরাই যথেষ্ট নয়। তাঁরা দেখতে চান, বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করতে কত সময় লাগে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির নির্ভরযোগ্য সরবরাহ আছে কি না, কর ও শুল্কনীতিতে স্থিতিশীলতা রয়েছে কি না এবং চুক্তির সুরক্ষা কতটা নিশ্চিত। বিনিয়োগের মুনাফা দেশে ফেরত নেওয়ার প্রক্রিয়াও তাঁদের সিদ্ধান্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অর্থনৈতিক কূটনীতির সাফল্য তাই শুধু বিদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সেই আহ্বানের সঙ্গে দেশের ভেতরে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির কার্যকর উদ্যোগ থাকতে হবে। নিউইয়র্কে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব এখন নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর।

বাংলাদেশের অর্থনীতির সামনে বিদেশি ঋণ ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে, অর্থাৎ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উন্নয়ন-সহযোগীদের কাছ থেকে বাংলাদেশ ৬৬২.৩১ মিলিয়ন ডলার বিদেশি সহায়তা পেয়েছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এই অর্থছাড় ছিল ১.১৪৮ বিলিয়ন ডলার।

অন্যদিকে, একই সময়ে বিদেশি ঋণের আসল ও সুদ বাবদ বাংলাদেশকে পরিশোধ করতে হয়েছে ১.৩৫১ বিলিয়ন ডলার। আগের বছরের একই সময়ে এই পরিশোধের পরিমাণ ছিল ১.২৭৯ বিলিয়ন ডলার।

অর্থাৎ নতুন বিদেশি সহায়তার অর্থছাড় কমেছে, অথচ পুরোনো ঋণ পরিশোধের ব্যয় বেড়েছে। এর ফলে সরকারি অর্থব্যবস্থায় চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ঋণ পরিশোধে বেশি অর্থ ব্যয় হলে উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা ও অন্যান্য অগ্রাধিকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হতে পারে।

তবে একই সময়ে উন্নয়ন-সহযোগীদের কাছ থেকে নতুন ঋণ ও অনুদানের প্রতিশ্রুতি এসেছে ১.২৭৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের ৯১০.৬৭ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় বেশি। এই পরিসংখ্যান থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট, বাংলাদেশের সামনে অর্থায়নের চ্যালেঞ্জ রয়েছে, কিন্তু সম্ভাবনার জায়গাও সংকুচিত হয়ে যায়নি। নতুন অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি বেড়েছে। এখন প্রয়োজন এসব প্রতিশ্রুতিকে কার্যকর চুক্তি, সময়মতো অর্থছাড় এবং উৎপাদনশীল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাস্তব অর্থনৈতিক সুফলে রূপ দেওয়া।

একই সঙ্গে ঋণ ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াতে হবে। যেসব প্রকল্প থেকে উৎপাদন, রপ্তানি, রাজস্ব আয় কিংবা দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সুফল আসার সম্ভাবনা বেশি, সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি, বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা ও অপচয় কমাতে না পারলে ঋণের অর্থ উন্নয়নের পরিবর্তে ভবিষ্যতের দায় বাড়িয়ে দিতে পারে।

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

> আন্তর্জাতিক বাজারে আরও শক্ত অবস্থান তৈরি করবে, এমন পরিবেশ গড়ে তোলাই হওয়া উচিত অর্থনৈতিক কূটনীতির মূল উদ্দেশ্য। নিউইয়র্কে বিনিয়োগের আহ্বান এবং টোকিওতে বাংলাদেশের প্রত্যাশা তাই কেবল কূটনৈতিক তৎপরতার বিষয় নয়। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সক্ষমতা, তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নের অর্থায়ন কাঠামোকে আরও টেকসই করার প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সাফল্য নির্ধারিত হবে বিনিয়োগের ঘোষণায় নয়, বাস্তব বিনিয়োগে; ঋণের অঙ্কে নয়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে; আর কূটনৈতিক আশাবাদে নয়, মানুষের জীবনে তার দৃশ্যমান সুফলে। জাপানের সঙ্গে আসন্ন শীর্ষ বৈঠক সেই লক্ষ্য অর্জনের একটি সুযোগ। এখন প্রয়োজন সেই সুযোগ কাজে লাগানোর প্রস্তুতি, সুস্পষ্ট পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের দৃঢ়তা

প্রতিষ্ঠার আট দশক : কার্যকর জাতিসংঘ গড়ার চ্যালেঞ্জ

> ৮১ বছরে পদার্পণ করা জাতিসংঘের প্রয়োজন প্রতিষ্ঠাকালীন আদর্শের প্রতি নতুন অঙ্গীকার, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, নির্ভরযোগ্য অর্থায়ন এবং সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে মানবতাকে স্থান দেওয়ার মানসিকতা। এর সাফল্য নির্ধারিত হবে শুধু গৃহীত প্রস্তাব দিয়ে নয়; বরং যুদ্ধের দুর্ভোগ কমছে কি না, মানবাধিকার সুরক্ষিত হচ্ছে কি না, উন্নয়নশীল দেশগুলো ন্যায্য সুযোগ পাচ্ছে কি না এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পৃথিবী নিশ্চিত হচ্ছে কি না, তার ভিত্তিতে। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার বারহাম সালিহ যথার্থই বলেছেন, 'শান্তির পরিমাপ শুধু স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে নয়, বরং মানুষের জীবনে আসা পরিবর্তনের মাধ্যমেও করতে হবে।' বিশ্বের প্রয়োজন এমন এক জাতিসংঘ, যে শুধু কিছু মুষ্টিমেয়দের পক্ষে কাজ করবে না, বরং সবার জন্য কাজ করবে এবং বাস্তব ফলাফল নিশ্চিত করবে

নিকোলাস বিশ্বাস

২৪ অক্টোবর "জাতিসংঘ দিবস"। ২০২৬ সালে গোটা বিশ্ব এ দিবসটি পালন করবে এমন এক সময়ে, যখন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গভীর সংকটের মুখে। যুদ্ধ বেসামরিক মানুষের জীবন বিপন্ন করছে, ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্মিলিত পদক্ষেপ অচল করে দিচ্ছে, মানবাধিকার সুরক্ষায় দেখা যাচ্ছে দ্বৈতনীতি এবং জলবায়ু সংকটের সবচেয়ে বড় বোঝা বহন করছে বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও আর্থিক চাপও বাধাগ্রস্ত করছে টেকসই উন্নয়ন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করা এবং সংলাপের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হওয়ার ৮১ বছর পরও এই লক্ষ্য অপরিহার্য। তবে প্রতিষ্ঠাকালীন আদর্শ ও মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার ব্যবধান প্রশ্ন তুলছে: জাতিসংঘ কি তার প্রতিশ্রুতি পূরণে সক্ষম?

প্রতিনিধিত্ব ও কার্যকারিতার সংকট

বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র ১৯৩টি। ভ্যাটিকান ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র সদস্য না হলেও পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদায় রয়েছে। ১৯৪৫ সালে ৫১টি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করা সংস্থাটিতে বাংলাদেশ যোগ দেয় ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। সর্বশেষ সদস্যরাষ্ট্র দক্ষিণ সুদান, যার সদস্যপদ লাভের তারিখ ২০১১ সালের ১৪ জুলাই।

সাধারণ পরিষদে প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রের একটি করে ভোট থাকলেও বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সবার প্রভাব সমান নয়। বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামোয় ক্ষমতার অসম বণ্টন স্পষ্ট। তাই প্রশ্নটি জাতিসংঘের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নয়; বরং সংস্থাটি কতটা কার্যকর, প্রতিনিধিত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক হতে পারে, সেটিই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বে যুদ্ধ প্রতিরোধের লক্ষ্যে। অথচ ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের ভেটো ক্ষমতা প্রায়ই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। যখন সম্মিলিত দায়িত্বের চেয়ে জাতীয় কৌশলগত স্বার্থ প্রাধান্য পায়, তখন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মূল্য দিতে হয় সাধারণ মানুষকে—পরিবার হারায় ঘরবাড়ি, শিশুরা হারায় শিক্ষার সুযোগ এবং লাখো মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।

শান্তি মানে শুধু যুদ্ধ বন্ধ হওয়া নয়; এর অর্থ নিরাপদে ঘরে ফেরা, ভয়মুক্ত জীবনযাপন এবং মর্যাদার সঙ্গে নতুন করে জীবন গড়ে তোলা। সংঘাত প্রতিরোধে আগাম সতর্কতা, কূটনৈতিক উদ্যোগ ও মধ্যস্থতা জোরদার করতে হবে। একই সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদে অনু-প্রতিনিধিত্বশীল অঞ্চলগুলোর অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং ব্যাপক নৃশংসতার ক্ষেত্রে ভেটো ব্যবহারে সংযম প্রতিষ্ঠা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

বহুপাক্ষিকতায় আস্থা ফেরানো

জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থার অবক্ষয় বৈশ্বিক সহযোগিতাকে দুর্বল করছে। কিছু সরকার আন্তর্জাতিক চুক্তিকে জাতীয় সার্বভৌমত্বের সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখে; অন্যরা মনে করে, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সব ক্ষেত্রে একই নীতি অনুসরণ করে না। আস্থা পুনরুদ্ধারে প্রয়োজন ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও দৃশ্যমান ফলাফল। অন্যদের কাছে জবাবদিহি দাবি করা ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোকেও নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে এই বিতর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২০২৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মাইলেই জাতিসংঘকে 'অকার্যকর সংস্থা' এবং এর কর্মকর্তাদের 'অহংকারী পরজীবী' বলে আখ্যায়িত করেন বলে দ্য টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, সংস্থাটি সম্মিলিত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিপরীতে, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ নিরাপত্তা পরিষদে সব অঞ্চলের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সংস্কারের আহ্বান জানান এবং ভেটো ক্ষমতা বিলুপ্ত করার পক্ষে মত দেন বলে আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তন ও সাইবার হুমকি প্রমাণ করে, স্বার্থের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা অপরিহার্য। দায়িত্বশীল বহুপাক্ষিকতা জাতীয় স্বার্থকে অস্বীকার করে না; বরং তা সুরক্ষায় সহায়তা করে। এজন্য আন্তর্জাতিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জাতিসংঘের অন্যতম দায়িত্ব হওয়া উচিৎ।

মানবাধিকার হতে হবে সর্বজনীন

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও সমতার অভিন্ন মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন এখনো অসম। কোনো কোনো সরকার সমালোচনা এড়াতে সার্বভৌমত্বের যুক্তি তুলে ধরে। অন্যদিকে নজরদারি, অনলাইন সেন্সরশিপ ও ডিজিটাল দমন-পীড়ন ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য নতুন হুমকি তৈরি করছে। রাজনৈতিক সুবিধা অনুযায়ী নয়, সর্বক্ষেত্রে মানবাধিকার রক্ষা করতে পারলেই জাতিসংঘের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে। বেসামরিক মানুষের সুরক্ষা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও আইনের দৃষ্টিতে সমতা কোনো রাজনৈতিক সমঝোতার হাতিয়ার হতে পারে না। গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিরপেক্ষ তদন্ত, জবাবদিহি এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন।

টেকসই উন্নয়নে বৈশ্বিক সংহতি

জাতিসংঘের ২০৩০ সালের এজেন্ডা ও ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা দারিদ্র্য, বৈষম্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবেশ সুরক্ষায় অভিন্ন কাঠামো তৈরি

এরপর ৫৫ পৃষ্ঠায়

নির্বাচন স্থগিত হওয়ায় কুনু-ফিরোজ প্যানেলের সভায় প্রতিবাদ

৬২ পৃষ্ঠার পর

আয়োজন করা হয়েছিলো। সভায় বক্তারা মামলার প্রেক্ষিতে সোসাইটির ইতিহাসে রেকর্ড ৩৫ হাজারের বেশি ভোটারের নির্বাচন স্থগিত হয়ে যাওয়ার কারণ, এজন্য কারা দায়ী প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি বর্তমান নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করেন। আবার একাধিক বক্তা এই সভায় মামলা পরবর্তী পদক্ষেপ ও করণীয় নিয়েও বক্তব্য রাখেন। বক্তারা মামলার বাদী-বিবাদীর মধ্যকার সমঝোতার মাধ্যমে অবিলম্বে মামলা প্রত্যাহারের দাবী এবং অতি দ্রুত নির্বাচনের দাবী জানান। সভায় 'কুনু-ফিরোজ' প্যানের সভাপতি পদপ্রার্থী আকমাল হোসেন কুনু ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদসহ প্যানেলের নেতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত শত শত প্রবাসীর উপস্থিতিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাসির খান পল, বাংলাদেশ সোসাইটি ও প্রবীণ সোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র সভাপতি ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এমাদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ও বদরুল নাহার খান মিতা, সোসাইটির সাবেকসহ সভাপতি ও কুইন্স নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ফারুক চৌধুরী, সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা নূরুল হক, 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হেলাল মাহমুদ, কো-চেয়ারম্যান এবং বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি ইমরুল সরকার, অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান মইনুল ইসলাম, ব্রুকস নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্ব সোলায়মান ভূঁইয়া, রিয়াদুল জান্নাহ ইসলামিক সেন্টার সাবেক সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক, নারায়নগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা মোহাম্মদ মহসীন, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম, কমিউনিটি নেতা টি মোল্লা, জ্যামাইকা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা জিপি জহির মোল্লা প্রমুখ।

হিউম্যান সাপোর্টের টিকাদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

সাপোর্ট কর্পোরেশনের ক্রমাগত চতুর্দশ বর্ষের ২১তম টিকাদান কর্মসূচি, ফ্লু ফ্লু ভাইরাস বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রতিষেধক টিকা গত ২৫ অক্টোবর ৫টা থেকে রাত সাড়ে পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসে 37-22 73rd street 2nd floor, Suite-2A, এ অনুষ্ঠিত হয়।

ফ্লু (ইনফ্লুয়েঞ্জা) হলো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের (টাইপ এ, বি, সি ও ডি) কারণে হওয়া একটি সংক্রামক শ্বাসযন্ত্রের রোগ। এটি নাক, গলা ও ফুসফুসকে আক্রমণ করে।

প্রধান লক্ষণসমূহ
- হঠাৎ উচ্চ জ্বর (>100° ফারেনহাইট বা তীব্র তাপমাত্রা)
- সর্দি ও গলা ব্যথা
- শরীর ও পেশিতে ব্যথা, মাথাব্যথা
- শুকনো কাশি
- চরম ক্লান্তি ও দুর্বলতা
- শিশুদের ক্ষেত্রে বমি বা ডায়রিয়া হতে পারে

ছড়ানোর উপায়
- আক্রান্ত ব্যক্তির কাশি, হাঁচি বা কথা বলার সময় বায়ুবাহিত ফোঁটার মাধ্যমে।
- ভাইরাসযুক্ত কোনো পৃষ্ঠ (যেমন- টেবিল, দরজা) হাত দিয়ে স্পর্শ করার পর সেই হাত চোখ, নাক বা মুখে দিলে।

মানবাধিকার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশনের উদ্যোগে ওয়ালগ্রীন ফার্মাসির স্পন্সরশিপে এই কর্মসূচি সুসম্পন্ন হয়। ওয়ালগ্রীন ফার্মাসিস্ট মিস মারি লিন নিজে এবার এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে টিকার ইনজেকশন প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বাবু তপন কুমার সেন, সহ সভাপতি জাহানারা আলী, ডিরেক্টর জুবান নাশিদ সানি, সাংগঠনিক সম্পাদক অমর মিয়া, আব্দুল সালাম ও শামসুল নাহার সার্বিক সহযোগিতা করেন। বিশিষ্ট জনের মধ্যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, ওয়াশিংটন দূতাবাসের সাবেক প্রেস মিনিস্টার সাজ্জাদ হোসেন সবুজ, মামুন টিউটোরিয়াল প্রিন্সিপাল ও বাগুন সভাপতি শেখ আল মামুন, এ টি এন বাংলার প্রধান বার্তা সম্পাদক কানু দত্ত, শামীম আহমেদ ভোরের কাগজ সিনিয়র সাংবাদিক, ইউকলি প্রধান সম্পাদক সাঈদ আহমেদ, সাপ্তাহিক প্রজা নিউজ সম্পাদক উত্তম কুমার সাহা, বিশিষ্ট সাংবাদিক আবুল কাশেম, ইউএসএ নিউজ অনলাইন সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন সেলিম ও ইউএসএ বাংলা নিউজ২৪ জহিরুল হক, পাবনা জেলা সমিতির সভাপতি আবু পাশা, মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান, কুইন্স আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীনা রহমান, প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ এই নিষ্ঠুর ফ্লু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যান উত্তর আমেরিকায়। মানুষ মানুষের জন্য স্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশনের এই মহতী উদ্যোগ গত ১৪ বছর যাবৎ ধারাবাহিক ভাবে পালিত হচ্ছে। প্রতি বছর শীতকালীন সময়ে ফ্লু ভাইরাসের ব্যাপক আবির্ভাব ঘটে। যাদের ইন্সুরেন্স আছে তারা নিজ নিজ প্রাইমারি কেয়ার ডাক্তারের ক্লিনিক কিংবা ফার্মেসি থেকে এই টিকা নিতে পারেন। আমাদের এই কর্মসূচি যাদের ইন্সুরেন্স নেই, তাদের জন্য বিশেষ উপকারে আসে।

তাছাড়াও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বার্তা জানাতে প্রতি বছর আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। ভাইরাসের প্রতিষেধক এই টিকা নিজে নিন ও অন্যকে উৎসাহিত করুন। কমিউনিটিতে এই কর্মসূচিকে ফলপ্রসু করতে সম্মানিত সাংবাদিক বৃন্দ, সমাজসেবী, কবি সাহিত্যিক, শিল্পী, পেশাজীবী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সকল জেলা উপজেলা সামাজিক সমিতি ও সংগঠনের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সংগঠনটির সভাপতি মো. সোলায়মান আলী ও সাধারণ সম্পাদক বাবু তপন কুমার সেন। টিকাদান ক্যাম্পেইন বা এর প্রয়োজনীয়তা কমিউনিটিতে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য সকলের সার্বিক সহযোগিতা, সমর্থন ও প্রচার প্রচারণা কামনা করেন আয়োজকবৃন্দ। নিজে সুস্থ থাকুন ও অন্যকে স্বাস্থ্য সচেতন থাকতে প্রভাবিত করুন। সম্মানিত সকল সাংবাদিকবৃন্দ যারা আমাদের কর্মসূচি প্রচার করেছেন বিগত দিনে ও আগামীতে কমিউনিটির কল্যাণে প্রবাসীদের মাঝে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করতে সচেষ্ট বা আন্তরিকতাসহ নিউজ পরিবেশন করবেন তাদের সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ধন্যবাদ, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন আয়োজকবৃন্দ।

সেবামূলক এই সংগঠনের সাথে কাজ করতে আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবীদের সদস্য হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

ZILLUR TAX ACCOUNTING
& INSURANCE SERVICES
• Tax Filing & Payroll
• IRS Audit Assistance
• Insurance &
• Real Estate Services
Zillur Rahim
EA, CAA, MBA
IRS Enrolled Agent
• OUR SERVICES
☐ Personal Tax Filing
☐ Business Tax Filing
☐ New Business Setup
☐ Home & Business Insurance
☐ Immigration Services
☐ ITIN Number Application
☐ Notary Services
zillurincometaxnyc@gmail.com
www.zillurtaxandinsurance.com
Cell: 646-322-3254
Office: 718-374-3110
88-11 169 Street, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432

PEOPLE N TECH
A Global Leader In IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP
347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

Rtv
আজ ও আগামীর

"Quran for a Beautiful Life"

Under this title, Following the remarkable success of Seasons 1, 2 and 3, the holy Quran Telawat competition RTV Alokito Quran USA is returns with Season 4 for people living in North America.

GOLDEN AGE HOME CARE আজকাল

PRESENTS

Rtv
Alokito Quran
USA
SEASON 4

POWERED BY
utshob.com

Get Registration before
20th November, 2026

Registration Process:

Record a 2 to 3 minute video of your recitation from the Holy Quran on your mobile and send it along with your name, mobile number, and address via any of the following media

WhatsApp: +880 1933 000 066, +880 1552 322 040

E-Mail: rtvalokitoquranusa@gmail.com

Call : 917 743 2917

Only On Rtv | Organize By: প্রিয়ন্তী USA INC

FOR SALE

945A Herkimer Street, Brooklyn, NY 11233
Legal 3 Family
Asking: 1,599,000

1715 Saint Peters Avenue, Bronx, NY 10461
Legal 4 Family
Asking: 1,599,000

Valley Stream

2114 Lacombe Ave, Bronx, NY 10473

Please call for buying, selling or rental

BUY SELL RENT ক্রয় বিক্রয় ভাড়া

KAMRUZ ZAMAN BACCU
Licensed RE Salesperson
347-465-3220
Email: kamruzbaccu1@gmail.com
WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
81-15 Queens Blvd, Elmhurst
New York 11373

এই সপ্তাহের কবিতা

বিড়াল ছানা
মো. সৈয়দুল ইসলাম

খুকির প্রিয় বিড়াল ছানা
নাম তার নিউটন,
মুখে মুখে দুধে ভাতে
রাখে তারে সারাক্ষণ।
পাখির ডাকে সূয্যি মামা
মারে যখন উঁকি,
বিড়াল নিয়ে বেড়িয়ে পরে
নয়নতারা খুকি।
ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়ায়
পাঠে নেই মন,
বিড়াল ছানা নিয়ে খুকি
কাটায় সুখের ক্ষণ।

ভালোবাসার পোকা
উৎপলকান্তি বড়ুয়া

একটি গোলাপ টুকটুকে লাল
একটি গোলাপ সাদা,
কেনোই বলো তোমার খোঁপায়
নীল গোলাপে বাঁধা?

একটি গোলাপ হলুদ হলুদ
একটি গোলাপ কালো,
কোন গোলাপে বলো প্রিয়
মনটা তোমার ভালো?

কোকিল কালো কণ্ঠে মধুর
বসন্ত স্রোত-নদী,
ঠোঁটে হাসির দুষ্টুমি ঢেউ
বইছে নিরবধি।

গোলাপ গোলাপ বসন্ত আজ
দিচ্ছে দোরে টোকা,
বুক জুড়ে হও প্রিয়া তুমি
ভালোবাসার পোকা!

আলস্যের দুপুর
তুহীন বিশ্বাস

কবি'র বাজার আজকাল বড্ড বেসামাল
তেলবাজ আর চাটুকারে সয়লাব আড়ৎ,
মহাজন বিক্রি হয়ে যায় খুচরো পয়সায়
চূড়ান্ত ভোক্তা প্রতারিত শিক্ষা সংস্কৃতিতে।

এখন আর কবিতা মানুষের কথা বলে না
মাকালের চরিত্রের প্রতিচ্ছবি গ্রন্থমেলায়,
রঙের দুনিয়ায় ভণ্ডের সঙ দেখে অতিষ্ঠ সাধু
দূরে দাঁড়িয়ে থাকে মেকি হাসে জ্ঞানভাণ্ডার।

আলস্যের দুপুরে একাডেমির চেয়ার ফাঁকা
অভিধান দখল করে বসে আছে ছারপোকা,
গল্প কিংবা প্রবন্ধ সব হারিয়ে ফেলেছে সতীত্ব
সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে, বিধানের নেই অস্তিত্ব।

মা আমার জয়গান!
রকিবুল ইসলাম

আজ ধরায় বারির আবাহন,
উদাস করে ব্যাকুল মন।
মাগো আমার গগন নীড়ে,
কাঁদছে বুঝি আমায় ভেবে।
ওমা তুমি কেঁদো নাকো,
তোমার খোকন আছে ভালো।
কাঁদলে তুমি আকাশ কাঁদে,
পাহাড় কাঁদে ঝর্ণার বেশে।
প্রভুর দরবারে করি মিনতি,
মা যেন হয় চিরসুখী।
মায়ের মুখের শুভ আশিসে,
খোকার প্রাণে শান্তি আসে।
তোমার ছায়া হৃদয় জুড়ে,
রবে মাগো ঝড় বাদলে।
যতই যাই দূর দেশে,
তোমার স্মৃতি পড়ে মনে।
তোমার তরে নিবেদিত প্রাণ,
মাগো তুমি আমার জয়গান।

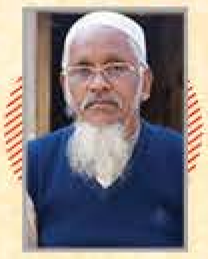

বহুদিন পর দেখা
মো. রজব আলী

বহুদিন পর দেখা হল
বাল্যবন্ধুর সাথে,
লুকিয়ে যে ফুলটি এনে
দিত আমার হাতে।

পড়ার জন্য গ্রাম ছেড়ে সে
গেল অনেক দূরে,
তারই কথা প্রায়ই সময়
ভাসত হৃদয় জুড়ে।

ভাবিনি তাই হঠাৎ করে
আবার হবে দেখা,
ভাগ্যের লিখন হয় না খণ্ডন
থাকলে ভালে লেখা।

কথা বার্তায় বুঝতে পারি
রুজি করছে ভালো,
গায়ের রঙটা আগের চেয়ে
একটুখানি কালো।

তোকে অনেক ফর্সা লাগে
আমায় দেখে বলে,
সব চিন্তা ছাড়, আর যাব না
তোকে ছেড়ে চলে।

স্বাধীন অর্থে যা বুঝি
ডাক্তার এইচ এম ফখরুল ইসলাম

স্বাধীন মানে পৃথিবীকে শান্তি সুখে থাকা,
কথায় কাজে সঠিক থাকে ভদ্রভাবে চলা,
স্বাধীন মানে জনগণকে শ্রদ্ধা করা,
দেশের মানুষকে সর্বদা ভালোবাসায়।

স্বাধীন মানে
আদর যত্নে সুস্থ সবল রাখা,
দেশের জন্য যাহারা জীবন দিয়েছে বিসর্জন,
ঐসব শহীদের রক্তের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা।

স্বাধীন মানে
নিজ দেশের মান সম্মান বাড়ানোর জন্য,
দেশ বিদেশে গৌরব অর্জন করা,
স্বাধীন মানে শোক দুঃখ ভুলে গিয়ে,
মনের আনন্দে পরিশ্রম করে।

স্বাধীন মানে
আপদ বিপদের বিপর্যয় থেকে,
দেশ ও দশের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করা,
দেশের পিছনে থেকে সঠিক রাজনীতিতে সৎ মঙ্গল।

স্বাধীন মানে
ভালো নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে অগ্রগামীর জন্য,
সঠিক পদ্ধতিতে উন্নয়ন প্রতিযোগিতায়,
দেশকে জয়ী আর বিজয়ী রাখা।

মাছ শিকার
মুকুল হোসেন

আত্রাই নদী মাছের খনি
সেথায় আমার বাড়ি,
কোদালকাঠি দহে কতো
নৌকা বাঁধা সারি।

ভাদ্র-আশ্বিন নদীর পানি
একটু কমে গেলে,
গাঁয়ের জেলে নৌকায় করে
বাদাইয়ের জাল ফেলে।

দুই তীরে দুই নৌকায় করে
জাল টেনে নেয় ঘিরে,
জোরসে টানো, হেঁইয়ো বলো
টান দিও না ধীরে।

ঝাঁকে ঝাঁকে হরেক রকম
মাছ পড়ে যায় ধরা,
চিতল, বোয়াল, রুই, কাতলা
জেলেদের মন ভরা।

স্রোতের ভাটি নৌকা গেলে
গুন ধরে টান দিয়ে,
জালে ধরা মাছগুলো সব
তীরে যাচ্ছে নিয়ে।

জীবন্ত মাছ জিওল করতে
জালের টোনায় ফেলে,
টোনার ভেতর জীবন্ত মাছ
কলকলিয়ে খেলে।

রাত পোহালে জেলেরা মাছ
বাজারে যায় নিয়ে,
খুব সকালে বিক্রি করে
নিলামে হাঁক দিয়ে।

হেমন্ত
মাসুদ রানা

হেমন্ত আসে শীতের ঘ্রাণে
শিশির ভেজা ঘাসে,
হেমন্ত আসে নতুন ধানের
পিঠা, ক্ষির,পায়সে।

হেমন্ত আসে শিউলি ফুলে
কামিনী,মল্লিকায়,
হেমন্ত আসে ছাতিম ফুলে
চারদিকে কুয়াশায়।

হেমন্ত আসে সোনালী রোদ
মাঠে পাকা ধানে,
হেমন্ত আসে বাংলার গ্রামে
কৃষক উৎসব গানে।

হেমন্ত আসে চালতা, ডালিম
জলপাই, আমড়া অরপুর,
হেমন্ত আসে ওই কুয়াশার
উঠান জুড়ে রোদ্দুর।

হেমন্ত আসে শিশির পরে
টিনের চালে মধুর।
হেমন্ত আসে নদীর বুকে
রোদে স্নিগ্ধ দুপুর।

সবকিছুর দাম বাড়ছে
আবদুন নূর

এখন মিতব্যয়ী হবার গল্প শুনিয়ে যাচ্ছে
অথচ জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে,
অর্থ সংকটের কথা বলে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে
অথচ জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে।

সারা বিশ্ব আজ মন্দার দিকে ধাবিত হচ্ছে
অথচ জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে,
পরিসেবার ভয়ে লোকজন চাকরি হারাচ্ছে
অথচ জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে।

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় অজস্র নিরীহ মানুষ মরছে
অথচ জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে,
মানুষেরা আজ ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে
অথচ জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে।

দুনিয়া জুড়ে উল্লম্ফনের লক্ষন শুনা যাচ্ছে
অথচ জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে ,
মর্তগেজের অভাবে মাথা গোঁজার ঠাঁই হারাচ্ছে
অথচ জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে।

সমুদ্রের লোনা জলে তেলের গন্ধ মিশে যাচ্ছে
অথচ জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে,
আত্মহুংকার আর তর্জন-গর্জনে ভয় সরে যাচ্ছে
অথচ জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে।

প্রকৃতি , আলো-ছায়া ,রোদ-বৃষ্টি সব ঠিক আছে
অথচ জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে,
প্রেম প্রীতি ভালোবাসা, নিন্দা-হিংসায় ভাসছে
অথচ জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে।

মানুষেরা মানুষেরই তৈরি করা ফাঁদে পড়ছে
অথচ জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে,
ফাঁদের পাতানো লীলায় নিজেকেই মারছে
অথচ জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে।

সারা পৃথিবীর চিত্রশালা উল্টোপাল্টো হয়েছে
শুধু বুঝতে চায় না আমার মালিক,
দিনরাত অজস্র খাটুনির পর না দাম বাড়ছে
কাজের মূল্যের, এ কথা একদম সঠিক।

অপেক্ষার অনন্তকাল
শাহিন আলম

আমি ভেবেছিলাম তুমি আসবে,
বৃষ্টির পরে যেমন রোদ আসে।
তুমি আসোনি ফিরে।

তোমার চেহারাটা এখনো ভাসে,
উপরে কিছুটা ধুলো পড়ে গেছে,
তাই একটু ঝাপসা লাগে।

আমাকে বলেছিলে অপেক্ষা করতে,
আমি এখনো বসে।
এই অপেক্ষা অনন্তকালের মতো লাগে,
তাও আশা জাগে,
যদি তুমি আসো ফিরে।

রাতে ঘুম আসে না তোমার কথা ভেবে,
মনে হয়, এই তো তুমি এলে।
আমার দেওয়া ওই গোলাপি রঙের শাড়ি পরে।
কিন্তু তুমি আসলে না,
হয়তো আসবেও না ফিরে।

অন্য এক শৈশব
নাসির খলিল

তোমরা তো ভাই ধনীর দুলাল
শৈশব গেছে সুখে,
আমার গেছে এমনও দিন
ভাত জোটেনি মুখে।

মা যে আমায় জন্ম দিতে
স্বর্গে দিলো লুকি,
লোকে ভাবে ভাঙা কোলা
হলাম চির দুখী।

তোমরা যখন হৈ-হুল্লোড়ে
খেলতে নানা খেলা,
আমি তখন মাঠের কাজে
ব্যস্ত সারা বেলা।

পরের ফেলে দেওয়া জামা
পেলে দিতাম গায়ে,
জুতা ছাড়াই প্রখর রোদে
হাটতাম খালি পায়ে।

আমার একটা শৈশব ছিল
অন্য দশের মতো,
হোক না সেটা দুঃখে ভরা
জরাজীর্ণ যতো।

Coffee, tea, and caffeine: How they affect glucose

Ajkal Desk

For many of us, mornings (and sometimes afternoons) start with coffee, tea, or another caffeine fix. And while caffeine can certainly perk you up, it can also affect your glucose levels. This may mean a short-term spike, but it could also have longer-term impacts. It all depends on what you stir into the cup.

Here are the main things to know about how caffeine interacts with glucose, and how to make sure it works with your health goals.

Caffeine 101: Why your glucose levels might rise after a cup

Caffeine gives you energy in part by making your body a little less sensitive to insulin and by prompting your liver to release stored glucose. That's why some people see a spike in glucose even when drinking black coffee or unsweetened tea. The response is highly individual. Some see no change while others notice a spike, especially if caffeine is paired with a carb-heavy meal. Side effects like poor sleep, jitters, or digestive issues can also indirectly impact glucose.

And so how much is too much? For most adults, up to about 400 mg of caffeine per day (roughly 2–3 small cups of brewed coffee) is considered safe, though sensitivity varies widely.

Coffee and glucose: The short vs. long view

In the short term, caffeine may spike your glucose levels because it can make your body less sensitive to insulin. But here's the bigger picture: research from American Diabetes Association suggests that people who drink coffee daily—about two to five cups (regular or decaf)—actually have a lower risk of developing certain health conditions like type 2 diabetes. This may be because your body gets used to caffeine's effects, so those early glucose spikes fade as you build tolerance. Plus, coffee is packed with antioxidants and helpful compounds that may protect your health in ways that go beyond just the caffeine.

Teatime: Green, black, and beyond

Tea generally delivers less caffeine than coffee (about 40 mg in a cup of green, 70 mg in black, vs. 110–250 mg in coffee). For some people, that lower dose alone makes tea gentler on glucose. Green tea in particular has been linked to small reductions in fasting glucose and A1C, while black tea polyphenols may help blunt post-meal spikes. The effects are modest but meaningful if tea helps replace sugary drinks. Continued on page 26

Michigan Senate Race Drives Anxiety Among Jewish and Muslim Voters

More than elsewhere in the country, U.S. policy toward Israel is at the forefront of the race between Mike Rogers and Abdul El-Sayed.

Ajkal Desk

Just north of the highway that runs through Southfield, Mich., is Congregation Shaarey Zedek, a soaring modern synagogue that has been an anchor for Jewish life in suburban Detroit since the 1960s. On the other side of the road stands Umma, a Muslim congregation that opened this year and regularly attracts hundreds to Friday afternoon prayers.

The two congregations, both worried about the hate that has permeated the national political atmosphere, share a quiet but persistent fear that they could be victims of hate crimes at any time.

This year's high-stakes Senate race in Michigan has inflamed those tensions and heightened their anxiety.

The Democratic nominee, Dr. Abdul El-Sayed, would be the country's first Muslim senator if elected, and his candidacy has drawn ugly Islamophobic rhetoric from agitators at campaign events and from high-profile supporters of his Republican opponent, Mike Rogers, including President Trump. At the same time, Dr. El-Sayed has been accused of stoking antisemitism with his relentless criticism of Israel. Some who have spent a lifetime voting for Democrats are considering casting a ballot for Mr. Rogers — or not voting at all.

"Somehow we're suddenly arguing about which candidate we are most afraid of," said Andy Bocknek, a financial planner and a former president of Temple Israel in nearby West Bloomfield, the site of a violent antisemitic attack in March. "It's a sad statement when we're hoping for a candidate who will do the least amount of damage," Mr. Bocknek, 46, said. "There's a lot of pain in this current moment for us."

Urgent and personal

In Southfield and across Oakland County, where Yemeni coffee shops sit next to kosher butcher shops, Muslim and Jewish voters make up a significant slice of the electorate. The sprawling front lawns of many homes blend into each other, much like the suburban communities themselves. Many move to the area for top-tier public schools, including the one Dr. El-Sayed attended in Bloomfield Hills.

For decades, the area has been the heart of Jewish Detroit, home to dozens of large synagogues. When Dr. El-Sayed was growing up in the 1990s, Muslims had begun to plant roots too, and the community has grown exponentially since. The same neighborhoods are also home to the country's largest community of Chaldeans, Iraqi Catholics who emigrated to the United States over the past two generations.

The area can feel like a microcosm of the country and yet entirely singular. Like everywhere, voters are frustrated with the cost of gas and groceries. But more than in most American communities, foreign policy and local politics here are intertwined — urgent, personal and visceral.

Just north of Northwestern Highway in Southfield, Mich., is Congregation Shaarey Zedek, a soaring modern synagogue that has been an anchor for Jewish life in suburban Detroit since the 1970s. To the south stands Umma, a Muslim congregation that opened this year inside a towering office building.Credit...Rosem Morton for The New York Times

Many Jewish voters worry about a repeat of the attack on Temple Israel, in which a man drove his truck through the synagogue, narrowly missing the preschool classrooms where 140 children were playing. Muslim voters, worry about Islamophobic attacks, fearing that either they or Dr. El-Sayed could be targeted.

Michigan has been politically divided for decades, especially in the Detroit suburbs. But the current fault lines are defined by a raw mix of fear, anger and resentment over U.S. foreign policy in the Middle East.

In 2024, feeling forsaken by the Democratic Party, which they had traditionally supported, some Arab and Muslim voters organized the "Uncommitted" campaign during the presidential primary, withholding their support from President Joseph R. Biden Jr. to signal their dissatisfaction with his backing of the Israeli government.

This year, some Jewish voters — also a mainstay of the Democratic coalition — have expressed their own feelings of abandonment as sentiment within the party has shifted sharply against Israel.

Women distributing voter registration literature at the Umma mosque this month. Credit:Rosem Morton for The New York Times

The Senate campaign has played out against this fraught backdrop. Dr. El-Sayed has linked U.S. aid to Israel to domestic problems, arguing that the money sent there could instead fund schools and health care here. And he has argued that Israel's military operations in Gaza after the Hamas-led attack on Israel have amounted to genocide. The American Israel Public Affairs Committee, the country's leading pro-Israel lobby, has spent millions of dollars to try to defeat him.

Both Muslims and Jews feel deeply vulnerable. They worry that their children will see political advertisements that portray Dr. El-Sayed as un-American or blame U.S. support for Israel for Americans' struggles to afford the price of eggs. They fear the heightened rhetoric will encourage violence against both communities.

'As if your life depends on it'

Even amid their worry, Muslims in Michigan have a sense that the election of Dr. El-Sayed, the son of Egyptian immigrants, could represent an important shift in American politics. They regard him as the first national politician who shares their fervor for a Palestinian state.

"We were never this close to making this big of a difference," said Asim Khan, a 59-year-old engineer and local leader who has helped establish several mosques in the area. For months, he has helped register voters during Friday prayers, hoping to get as much as 85 percent of the Muslim community to vote. Volunteers at Umma, which means community in Arabic and is also an acronym for the United Michigan Muslim Association, have also handed out voter information.

"I keep saying, work as if your life depends on it," he said. "Because you never know when we will get another chance like this."

Fatima Salman, 48, was a young adult in Oakland County during the "war on terror" that followed the 9/11 attacks. Back then, she said, she could never have imagined that Michigan would be on the verge of electing a candidate like Dr. El-Sayed. She could have hardly imagined the possibility even two years ago. Ms. Salman is the daughter of Indian immigrants, and her father often helped new arrivals settle into the area through his work at a local mosque.

Mr. Trump's first election in 2016, and especially his anti-immigrant rhetoric, had frightened many Muslim Americans, but in some ways the aftermath gave Ms. Salman hope. Many non-Muslim acquaintances were eager to protest the new administration's "Muslim ban" barring people from several majority-Muslim countries from entering the United States. She worked with interfaith groups for several years. But those relationships began to fray in early 2024, amid the Israeli bombardment of Gaza.

"I was seeing everyone so behind Israel and whatever it did," she said. "I thought, we can't continue this relationship. We broke bread and now you can't Continued on page 26

Trump and Obama Clash Over Saddam's 'Cheesecake Factory' in U.S. Election Battle

Monowarul Islam

A war of words has intensified between President Trump and former President Barack Obama in the lead-up to the U.S. midterm elections. Both are actively campaigning in battleground states to support candidates from their respective parties, frequently responding to each other's criticisms during public rallies.
Barack Obama compared the White House to a "cheesecake factory"—reminiscent of something former Iraqi President Saddam Hussein might have opened. Donald Trump reacted sharply to this remark. Despite his busy campaign schedule, Trump took time to defend his efforts to renovate the White House. "The fact that you (Obama) would call it a 'cheesecake factory' just goes to show why you were a terrible president," Trump retorted, further labeling Obama a "foolish person."
On Monday, while en route to a campaign event in Mississippi, Trump spent several minutes addressing Obama's comment. Upon arrival, he spoke in detail about various renovation projects, including the White House ballroom and the installation of a helipad. Mississippi—a traditionally Republican-leaning state—has recently shown signs of shifting toward the Democrats. Trump's visit was part of a broader tour of "red states" (Republican-leaning regions) aimed at shoring up support for his party's candidates ahead of the midterm elections. Trump's popularity is currently at its lowest point. He claims to have spent "very little time" on redecorating the White House, even though he had parts of the building demolished to construct a new ballroom. Nevertheless, he defends his focus on these renovations, eventually admitting, "I actually enjoy doing it."
Obama made the 'Cheesecake Factory' remark during a rally in Ohio on Saturday. Through this, he portrayed Trump as someone disconnected from the lives of ordinary people, while also taking a jab at his taste for luxury. Saddam Hussein, the autocratic leader of Iraq—who was ousted following the 2003 U.S. invasion—was well-known for his own obsession with gold.
The former president's comment drew reactions from both Trump's staunch critics and his supporters. Officials from the Trump administration and other Republicans responded with indignation, firing back at Obama. They labeled the former president himself as 'elitist' for mocking the 'Cheesecake Factory.' On Monday, while having lunch at a 'Cheesecake Factory' in Washington, Treasury Secretary Scott Bessent quipped, "I would tell the elite crowd in Martha's Vineyard—try eating here at least once." *(Source: The New York Times).*

Indian company secures metro rail work worth thousands of crores taka

Ajkal Report

India's infrastructure construction company Larsen & Toubro (L&T) has secured contracts for the design and construction of two important construction packages of Dhaka's Metro Rail Line-1 project. In a joint venture with Japan's Sumitomo Corporation, the company will carry out track construction, power supply, signaling, telecommunications, and platform screen door installation. According to L&T's announcement, the two contracts are being considered among their large-scale projects. By the company's estimate, the work is valued at over 5,000 crore Indian rupees, which is more than 6,500 crore taka in Bangladeshi currency. In a report published on October 27 by Indian media outlet Business Standard, it was said that the company's transportation business division secured these two contracts under Line-1 of the Dhaka Mass Rapid Transit Development Project, Bangladesh's first underground metro rail project. Under the contracts, L&T and Sumitomo Corporation will design, procure equipment for, install, test, and *Continued on page 26*

Why are US elections held on 1st Tuesday in November?

Shah Nawaz

General elections are held in the United States every four years. And midterm elections are held two years after the general election. However, both general and midterm elections are held on the Tuesday after the first Monday in November. Why are elections held on a specific day in the general election? When did this rule come into effect? Many people ask this question.
The president, vice president, 435 members of the House of Representatives, and about one-third of the Senate are elected in the general election. However, the president and vice president are not voted on in the midterm elections.
The rule of holding elections on Tuesdays in the United States has deep roots. This day was determined taking into account the agricultural lifestyle of the 19th century, the custom of attending church services on Sundays, and other social and cultural factors of the society at that time.
In the early 19th century, the United States was largely an agricultural society. The population was relatively small, and most Americans were farmers. Many of them lived far from *Continued on page 26*

Amar Ekushey book fair to begin on January 7

Ajkal Desk

Anik Raj
The Amar Ekushey Book Fair 2027 will begin on January 7 and continue until February 6. The Bangla Academy said the decision was made unanimously by publishers' representatives at a meeting held at Bangla Academy on Sunday.
Bangla Academy Director General Professor Mohammad Azam confirmed the information today, Sunday.
He said a views-exchange meeting with a good number of publishers' representatives on organizing the Amar Ekushey Book Fair 2027 was held on Tuesday, October 13, in the Shaheed Muneer Chowdhury Conference Room of Bangla Academy.
The meeting was presided over by Minister of Cultural Affairs Nitai Roy Chowdhury. Dr. Zahed Ur Rahman, Advisor to the Ministry of Cultural Affairs, and Ministry Secretary Yasmin Begum were present. The dates of the book fair were fixed unanimously at the meeting.

حلال HALAL

HELLO! BANGLADESH

30-05 RESTAURANT 718-392-4071

এস্টোরিয়া'র প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে পরিবার পরিজন নিয়ে ফ্রেশ এবং সম্পূর্ণ দেশীয় স্বাদের রকমারি হালাল খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

* গ্রাহকের সন্তুষ্টি ও সেবা প্রদানই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।
* সকল অনুষ্ঠানের ক্যাটারিং অর্ডার নেয়া হয়।
* সুন্দর ও মনোরম পার্টি হলে আজই আপনার বুকিং কনফার্ম করুন।

حلال HALAL

30 -05 36th Ave , Astoria
NY 11106
Tell : 718 -392 -4071

For Catering and Party Hall Booking
Please Call :
Masum : 347 -678 -4774
Tanzil : 646 -938 -8069

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ
- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ
- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of

FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA

POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

TUITION FREE TAX SCHOOL*

লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল

BECOME A TAX PROFESSIONAL

Complete our Income Tax Course

and Join America's Fastest Growing Tax Preparation Company for the Upcoming Tax Season.

The Tuition Fee is Free but the cost of books and materials varies on Schedule & Location

- Day and Evening Classes are available for your convenience.

PLEASE CONTACT : (718) 297-3500

147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435

Email: libertytaxschool101@gmail.com (আল আকসা রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)

(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave Train Station, Close by F & E Train)

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

KARNAFULLY
TRAVEL INC.

বিশেষ সুবিধা:
মহিলাদের জন্য আলাদা
মহিলা গাইডের
সুব্যবস্থা রয়েছে।

এক্সক্লুসিভ ওমরাহ প্যাকেজ
নভেম্বর ২০২৬

ভ্রমণ তারিখ

জেএফকে - জেদ্দা	মদিনা - জেএফকে	মোট দিন
৪ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	৯ দিন (২টি জুম্মা - মক্কা ও মদিনায়)

প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত:
- বিমান টিকিট (যাতায়াত)
- ভিসা
- ৫-তারকা হোটেল হারাম শরীফের কাছে (ক্লক টাওয়ারে) ভিআইপি নাস্তার ব্যবস্থা।
- লাক্সারি বাসে সম্পূর্ণ স্থল পরিবহন (বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর)
- গাইডের সাথে উমরাহ পালন
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ (গাইড সহ)।
- মক্কা তায়েফ এবং মদিনা ওয়াদি-ই-জ্বিন অতিরিক্ত ভ্রমণ।
- মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা আছে।
- রাওদার পারমিট পেতে সহায়তা করা হয়।

প্রতি রুমে ৪ জন

KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite #201 FR, Jackson Heights, NY 11372
facebook Karnafully Hajj & Umrah service
Office : 718-205-6050
Celll & WhatsUp : 917 691 7721
Celll & WhatsUp : 646 724 5933 (MINU)
karnafullytravel@yahoo.com | www.karnafullytravel.com

ঐক্যের জন্য চাই জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধি

৫ পৃষ্ঠার পর

এক পরিচিতজন বলছিলেন। খুবই বিজ্ঞ তিনি এবং অবশ্যই অভিজ্ঞ। বিদেশে লেখাপড়া করেছেন। উঁচু উঁচু পদে কাজ করেছেন, তিনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে কিছুই হবে না, এই রকমই চলবে, শুধু দোয়া করতে হবে অবস্থা যেন আরও খারাপ না হয়। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি। যতটা অবাক হওয়া উচিত, ততটা হতে পারি না। কেননা যদিও দেখি তাঁর মুখাবয়ব থেকে নয় কেবল, ভাবভঙ্গিসমেত সবকিছু থেকেই জ্ঞানের সবটুকু আলো নির্বাপিত এবং তাঁর ভাষা আলাদা বটে, কিন্তু বক্তব্য ও সুর পুরোপুরি অশিক্ষিত কৃষকের, তবু এটা তো জানি আমি যে এ হতাশাটাই স্বাভাবিক। হতাশা কাউকে কাউকে করে উদাসীন, অধিকাংশকেই করে ভক্তিবাদী। ইনি উদাসীন, সাধারণ কৃষকের তুলনায়। ব্যবধান এটুকুই। ওই যে অত তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, অত অত অর্জন ও সাধনা, কোথায় গেল সেসব, সেখানেই তো রইলেন যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন। কথা হচ্ছিল সন্ধ্যাবেলায়, মনে হলো গভীর রাত। গ্রামাঞ্চলের।

ঐতিহাসিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আমাদের ভাষায়ও কর্ম ও জ্ঞানের তুলনায় ভক্তিরই প্রাবল্য। সাহিত্যে রস থাকে; আদি বীর করুণ অদ্ভুত রৌদ্র ভয়ানক হাস্য বীভৎস শান্তি-এসব রসের কথা অলংকারশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। এর মধ্যে আদি রসের দাপটটাই বেশি। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু ভক্তি? রস হিসেবে ভক্তির উল্লেখ নেই, অথচ বাংলা ভাষার রক্তপ্রবাহে ভক্তিরস মিশে আছে অনিবার্যরূপে। আমরা ভক্তিরসে নানাভাবে আপ্লুত। এ ভাষার লেখকরা কেউ কেউ বিদ্রোহ করেছেন, যেমন মধুসূদন, নজরুল, সুকান্ত ভট্টাচার্য, কিন্তু লক্ষ করবার বিষয় লেখক হিসেবে এঁরা কেউই দীর্ঘ জীবন পাননি। সমাজ ও সংস্কৃতি তাঁদের সহ্য করেনি। অচিরেই স্তব্ধ করে দিয়েছে। স্থায়ী হয়েছে ভক্তি। নায়ক ও অবতার খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি আমরা। ধর্মবাদী প্রাচীন ঋষিরা তাঁদের দেবতাদের মানুষ বানিয়েছেন, আমাদের মধ্যে এমনকি যাঁরা ইহজাগতিক তাঁরাও মানুষকে দেবতা বানাতে চেয়েছেন। এখনো চাইছেন। এ দেশে গণতন্ত্রের অনেক শত্রু। একটি শত্রু নেতার মুখাপেক্ষিতা। সারা জীবন যাঁরা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন, ক্ষমতা পাওয়ামাত্র তাঁরাই যে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির ভক্ত হয়ে ওঠেন, কিংবা গণভোটের মুখে যাঁরা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি পরিত্যাগ করে সংসদীয় পদ্ধতির নামে একনায়কত্বই প্রতিষ্ঠিত রাখেন, তাঁদের কারও পক্ষেই গণতন্ত্রী হওয়া সম্ভব নয়।

উপায়টা তাহলে কী? স্থানীয় অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে আলো জ্বালিয়ে কাজ হবে কী? সর্বত্র অন্ধকার, তাই বলে আমি যদি একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি, তাহলে সেই যে আমার চেষ্টা তার ফল যা-ই হোক, সেটি কি মিথ্যা? অবশ্যই নয়। অবশ্যই সত্য। অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু কতটুকু? সেখানে প্রতিনিয়ত ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে অন্ধকার প্রাঙ্গণে ওই প্রদীপশিখা নিভে যেতে বাধ্য এবং যখন নিভে যায় তখন যিনি চেষ্টা করেছিলেন জ্বালিয়ে রাখবার তিনি ভেঙে পড়েন। একটি এলাকার কথা জানি। একজন দেশপ্রেমিক সেখানে তাঁর যা কিছু শক্তি ছিল সমস্তটা প্রয়োগ করে নিরক্ষরতা দূর করেছিলেন। তিনি সফল মনে করতেন নিজেকে; কিন্তু খুব বড় একটা ধাক্কা খেলেন গত নির্বাচনে দাঁড়িয়ে। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। হেরে গেলেন। এর অল্প দিন পরেই তিনি মারা যান। যাঁরা তাঁকে জানেন তাঁরা জানাচ্ছেন যে তাঁর জানাজায় হাজার হাজার মানুষ এসেছেন তাঁর প্রতি তাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, কিন্তু তারা সেই কাজটি করেননি, যেটি করলে তিনি হয়তো দীর্ঘ জীবন লাভ করতেন এবং সংসদে গিয়ে এলাকার জন্য আরও ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারতেন। প্রদীপশিখাটি নিভে গেল, একাধিক অর্থে।

শিক্ষা অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু শুধু শিক্ষা দিলেই যে কাজ হবে তা তো নয়। দেখতে হবে কোন শিক্ষা পাচ্ছে লোকে। অক্ষরজ্ঞান খুবই দরকার, কিন্তু অক্ষরজ্ঞান যে অনেক দূর নিয়ে যাবে, তা নয়। শিক্ষাকে আমরা সাধারণত আলোক রূপে মূল্যায়িত করি, দেশটা বিশেষভাবে অশিক্ষায় নিমজ্জিত বলে। এটাও বলা হয় এবং ভালোও লাগে শুনতে যে একজন অশিক্ষিত লোকের তুলনায় একজন শিক্ষিত লোকের পক্ষে দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা কম। কথাটা কিন্তু ঢালাওভাবে সত্য নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই আজকাল দেখা যায় যে অশিক্ষিত লোকটিই কম দরিদ্র। তার কারণ যে অশিক্ষিত তার মোহ নেই, অহমিকা নেই; সে সব রকমের কাজ করতে পারে এবং কোনো কিছুতেই পিছপা হয় না। কথা আছে নানা রকমের। এমনও তো বলা হয় যে শিক্ষিত লোক মানেই ধান্দাবাজ ও চোর। চোরের চেয়ে ধান্দাবাজ অবশ্য আরও মারাত্মক। সেটা অন্য কথা। কিন্তু শিক্ষিত মানেই চোর কিংবা ধান্দাবাজ এই মত একটি অন্যায় সাধারণীকরণ। শিক্ষিত লোক মানেই বাজে লোক নয়, ঠিক যেমন শিক্ষিত লোক মানেই দারিদ্র্য বিমোচনে সমর্থ মানুষটি নয়।

বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহে কাজ হবে কি? না, তাতে ব্যবস্থা বদলাবে না। আর আছে গোঁয়ার্তুমি কিংবা বেয়াদবি। নিছক গোঁয়ার্তুমি অনেক সময় বেয়াদবির মতোই, অফলপ্রসূ। দড়িতে বাঁধা গাভিটি ক্ষেপে গিয়ে দড়ি ছিঁড়তে চাইলে দড়িটি ছেঁড়ে না, বরং গলায় আরও শক্ত হয়ে বসে যায়। কিংবা দৈবাৎ যদি ছিঁড়েও যায়, তাহলে দেখা যায় অচিরেই সে ধরা পড়েছে, আরও কঠিন বন্ধনে। আর ওই লাফঝাঁপ বলে দেয় একটি কথা, প্রাণীটি ভীষণভাবে বন্দি।

মানুষকে সুশিক্ষিত করা চাই; কেবল বুদ্ধিকে নয়, তার হৃদয়কেও। অশিক্ষিত হৃদয় অশিক্ষিত বুদ্ধির চেয়েও ক্ষতিকর। ভক্তি রয়েছে আমাদের হৃদয়ে, রয়েছে আমাদের বুদ্ধিতে। উভয়কেই মুক্ত করা আবশ্যক। বস্তুত ভক্তির বন্ধন ছিন্ন না করলে আমরা জ্ঞানের অনুশীলনকে কার্যকর করতে পারব না, যেমন এখন পারছি না। এখন আমাদের অধিকাংশ আস্থা নব্য-ঈশ্বর পুঁজিবাদে এবং তার তীর্থস্থানসমূহে। এ ভক্তি আগের ভক্তির তুলনায় সর্বগ্রাসী ও স্বাধীনতাবিনাশক, কেননা এ ঈশ্বর আধুনিক উজ্জ্বল এবং কর্মদক্ষ ও কর্মমুখর।

মনে হতে পারে যে ভক্তি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। না, তা করে না। একত্র করে হয়তো, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ করে না। ঐক্যের জন্য জ্ঞান চাই, চাই মুক্তবুদ্ধি এবং শিক্ষিত হৃদয়। সে মুক্তি ও শিক্ষার পথে ভক্তি কখনো দৈত্য, কখনো পাথর।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মামলা পরিচালনায় সব ধরনের আশ্বাস শাহ নেওয়াজের

১ পৃষ্ঠার পর

আমিন সরকার, আহবাব চৌধুরী ও মিঠু হামিদ।

সভার সভাপতি শাহ নেওয়াজ বলেন, সংগঠনের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে আমি এই যেকোন সংকটে পাশে থাকবো। এটি বাংলাদেশিদের প্রাণের সংগঠন। আমাদের ঠিকানা। মামলা করে এ সংগঠনকে আটকে রাখা যাবে না। এই মামলা পরিচালনায় অর্থনৈতিক সহায়তা সহ সব ধরনের সহযোগিতা চালিয়ে যাব ইনশাল্লাহ।

কিউবান কূটনীতিককে বহিষ্কার যুক্তরাষ্ট্রের

১ পৃষ্ঠার পর

একই সময়ে ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা কিউবায় যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিয়েও আবার জোরালোভাবে কথা বলছেন।

ওয়াল্টজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও 'কিউবার প্রতিনিধিদলের প্রথম সচিবকে বহিষ্কারের কাগজপত্রে সই করেছেন।'

ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওয়াল্টজ বলেন, 'তাকে চলে যেতে হচ্ছে'। ওই কূটনীতিকের বিরুদ্ধে এক মার্কিন কূটনীতিককে ধাক্কা দেওয়া এবং 'হামলা করার চেষ্টা'র অভিযোগ করেন তিনি।

ওয়াল্টজ বলছিলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে কেউ কোনো মার্কিন নাগরিকের গায়ে হাত তুললে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও ও আমি তা মেনে নেব না। এর পরিণতি ভোগ করতে হবে।'

সিএনএনকে বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র বলেছেন, 'কিউবা মিশনকে আমরা স্পষ্ট করে জানিয়েছি, এই ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাগত জানানো হচ্ছে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেশ ছেড়েছেন।'

ওই মুখপাত্র আরও বলেন, 'অযোগ্য কমিউনিস্ট কিউবা সরকারের সদস্যরা ভয় দেখানো ও দমন-পীড়নের কৌশলের মাধ্যমে নিজেদের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করেছেন। এসব কৌশল কাজে আসবে না, আর এগুলো সহ্যও করা হবে না।'

মঙ্গলবারের ভিডিওতে দেখা যায়, জাতিসংঘে ওয়াল্টজ বক্তব্য দেওয়ার সময় কিউবার প্রতিনিধিদলের সদস্যরা টেবিলে আঘাত করছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী রদ্রিগেজ প্যারিয়াকে অধিবেশনে বক্তব্যের নিয়মসংক্রান্ত আপত্তি জানাতে শোনা যায়। পরে তিনি মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান। এরপর দুজন একে অপরের সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলতে থাকেন। মঞ্চ থেকে ওয়াল্টজ চিৎকার করে বলেন, 'এই ব্যক্তিকে মঞ্চ থেকে দূরে সরে যেতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে ভয় দেখাতে পারবেন না, যেমনটা তিনি রাজনৈতিক বন্দিদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেন। আমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি, পিছিয়ে যান!'

এ সময় ওয়াল্টজকে মিথ্যাবাদী বলে চিৎকার শোনা যায়। ওয়াল্টজের এক্স অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, এক কিউবান কূটনীতিক ভিডিও ধারণ করা ফোনটি সরিয়ে দিচ্ছেন। ওই কূটনীতিক বলেছেন, ভিডিওধারণকারী ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত পরিসরে হস্তক্ষেপ করছেন।

মঙ্গলবার পরে জাতিসংঘে কিউবার মিশন মহাসচিবের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে ওই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। চিঠিতে কিউবার মিশন অভিযোগ করে, এক মার্কিন কূটনীতিক ভিডিওধারণের জন্য কিউবার ওই কূটনীতিকের ব্যক্তিগত পরিসরে প্রবেশ করেন। পরে তার সুনাম ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে ভিডিওগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বুধবার কিউবার ওপর দীর্ঘদিনের মার্কিন নিষেধাজ্ঞার নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব বিপুল ভোটে পাস হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে ১৩০টি, বিপক্ষে ১৭টি। ভোটদানে বিরত ছিল ২৫টি দেশ।এ সময় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি ড. খলিলুর রহমান।

কাস্ত্রো সরকারের নীতিতে পরিবর্তন আনতে গত কয়েক মাসে কিউবার ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়িয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। তবে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে হাভানার দীর্ঘদিনের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপ নিয়েও প্রশাসনের কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে আরও জোরালো বক্তব্য দিচ্ছেন।

এক্সে বৃহস্পতিবার রুবিও লেখেন, 'কিউবায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে যারা চান, তাদের জন্য এখনই সময়।'

তিনি আরও লেখেন, 'ব্যর্থ প্রতিশ্রুতির হতাশা, দুর্নীতি এবং মাত্র কয়েকজনের বিশেষ সুবিধাভোগী জীবন-সিআইএর সঙ্গে গোপন অংশীদারত্বের মাধ্যমে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার এই সুযোগ কাজে লাগান।'

বিষয়টি সম্পর্কে অবগত দুটি সূত্র সিএনএনকে জানিয়েছে, দ্বীপটিতে বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্ত অন্তত কয়েকজন মার্কিন নাগরিকের সঙ্গে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর যোগাযোগ হয়েছে। তবে এসব আলোচনা মূলত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং রুবিওর ওই পোস্টের আগেই শুরু হয়েছিল।

রুবিওর এই জোরালো বার্তার পর আরও কিউবান নাগরিক দ্বীপটির কমিউনিস্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টায় সিআইএর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে রুবিওর পোস্টের কয়েক মুহূর্ত পরই সংস্থাটি স্প্যানিশ ভাষায় একটি ভিডিও প্রকাশ করে। এতে নিরাপদে কীভাবে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, সে বিষয়ে ধাপে ধাপে নির্দেশনা দেওয়া হয়। মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচারে অংশ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরান থেকে 'ফিরে আসার পথে' যুক্তরাষ্ট্র কিউবার বিষয়টি সামলাবে।

দক্ষিণ ফ্লোরিডায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের এক সমাবেশে ট্রাম্প বলেন, 'ইরান থেকে ফেরার পথে আমরা কিউবার বিষয়টি সামলাব। পথে একটু থামব।' এ সময় তিনি আগেও কয়েকবার করা একই ধরনের মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন।

ট্রাম্প আরও বলেছেন, 'আসলে কিউবার সঙ্গে আমরা যা করব, তা হলো ইরান থেকে ফেরার পথে সেখানে যাব। ওই সুন্দর জাহাজগুলো নিয়ে আমরা কিউবার পাশ দিয়ে যাব। একটি জাহাজ উপকূল থেকে প্রায় ৫০ গজ দূরে থামাব। তারা হাত তুলে আত্মসমর্পণ করবে। এরপর খেলার শেষটা করতে আমরা মার্কো রুবিওকে পাঠাব।'

রেনোভেশন/রিপিয়ার/কনস্ট্রাকশন

আপনি কি বাসা-বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজছেন?
আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।

আমরা Binghamton
এ কাজ করে থাকি

আমাদের কাজসমূহ:

* গরম পানির ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন/ মেরামত
* যে কোন প্রকার প্লাম্বিলিংয়ের কাজ/বাথরুম/কিচেন/অন্যান্য
* যে কোন প্রকার টাইলসের কাজ/নতুন ইনস্টলেশন/রিপ্লেস/ রেনোভেশন
* নতুন বাথরুম ইনস্টলেশন/রিপিয়ার
* কার্পেটিং/নতুন রুম/এক্সটেনশন
* ড্রাই ওয়াল/পেইন্ট/রি-পেইন্ট
* ব্যাকইয়ার্ড/ডক/বারান্দা/ছাদ
* উড ফ্লোর/পলিশ/নতুন ইনস্টলেশন/ক্লিনিং
* অয়েল হিটিং সিস্টেম পুরনোটি রিপ্লেস এবং নতুন থার্মাল ইনস্টলেশন।

Free
ইস্টিমেট করা
হয়ে থাকে

যোগাযোগ:

WOVENA CONSTRUCTION INC
172-11, 93 Ave, Jamaica, NY 114333
Phone: 347-822-9052, 716-828-6677
wovenatexusa@gmail.com

সামার সেল! সামার সেল!
Mybestfly
New York, United States
Dhaka, Bangladesh
Nov 21
Return Date
Search Flight
DISCOUNT
Plan your next flight
Emirates
Scan Me
এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং
সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়
ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট
www.mybestfly.com
Emirates
QATAR AIRWAYS القطرية
TURKISH AIRLINES
السعودية SAUDIA
Biman BANGLADESH AIRLINES
এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল
এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন
BOOK ONLINE
mybestfly.com
CALL TO BOOK
718-406-9745
Global Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

কলেজ সরকারীকরণের দুঃসহ পরিণাম

৬ পৃষ্ঠার পর

টাকার বেতন স্কেল পেয়ে আসছিলেন। কিন্তু ২০১৮ সালের সরকারীকরণের 'কৃপায়' বর্তমানে সিনিয়র-জুনিয়র সবার গ্রেড এখন নবম করা হয়েছে। তার মানে সিনিয়রদের দুই ধাপ অবনমন হলো! সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মুখেই শুনেছি, তাঁদের পদটিকে 'ব্লক পোস্ট' করা হয়েছে। ব্লক পোস্ট মানে তাঁদের কখনো পদোন্নতি (সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপক) হবে না।

উল্লেখ্য, জনবল প্যাটার্ন অনুযায়ী এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকদের পদোন্নতি হয়। কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রভাষক থেকে আনুপাতিক হারে সহকারী অধ্যাপক হওয়ার বিধানটি যথারীতি চলমান রয়েছে।

নতুন সরকারি হওয়া অন্তত শতাধিক এবং জানা মতে ডজন ডজন কলেজে শিক্ষার পরিবেশ কার্যতই নেই। আনুমানিক তিন হাজার ছাত্রছাত্রী; ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত, বলা যায় পুরোনো একটি কলেজ। উচ্চমাধ্যমিকের (মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা) পাশাপাশি ১৯৭০ সাল থেকে ডিগ্রি স্তরে কলা ও বাণিজ্য শাখা এবং ১৯৯০ সালে বিজ্ঞান শাখা (বিএসসি) খোলা হয়। ২০১২ সাল থেকে চারটি বিষয়ে অনার্স চালু হয়েছে। এমন একটি কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে গত ১০ বছরের বেশি সময় ধরে কোনো রকমে পাঠ দিয়ে চলেছেন একজনমাত্র শিক্ষক! সরকারীকরণের অন্তত চার বছর আগে ২০১৪ সালে অন্য একজন শিক্ষক (দ্বিতীয় শিক্ষক) নিয়োগ পেয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার পর থেকে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। একই পরিস্থিতি দর্শন বিষয়েও। কর্মরত দুইজন শিক্ষকের মধ্যে একজন অবসরে গেলেন ২০১৮ সালে। তখন থেকে উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি স্তরে পাঠদান চালিয়ে যেতে হচ্ছে একজন মাত্র শিক্ষককে। গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের মতো বিষয়েরও একই হাল, অন্তত ১০ বছর ধরে উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি স্তরে পড়ান একজন করে শিক্ষক।

গণিত যেমনই হোক; পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক ২০২১ সালে অবসরে গেলে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় একজনকে, প্রায় পাঁচ বছর ধরে পুরো ডিপার্টমেন্ট একা তাঁকেই (খণ্ডকালীন শিক্ষক) সামলাতে হচ্ছে (উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি পাস স্তর)। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজকর্ম ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনার্স চলমান থাকলেও প্রতিটি বিভাগে নিয়মিত শিক্ষক রয়েছেন একজন করে। একে একে দুইজন অবসরে গেলে ইতিহাস বিভাগও চলছে নিয়মিত একজন শিক্ষক দিয়ে। এমন কিংবা এর চাইতেও ভয়াবহ উদাহরণ ডজন ডজন নয়, বোধ করি শ ছাড়িয়ে যাবে।

শিক্ষকেরা ক্লান্ত-বিরক্ত, হতাশ; একই সঙ্গে রয়েছে তাঁদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকস্বল্পতায় শিক্ষা লাটে ওঠার উপক্রম হয়েছে। শিক্ষার মান ও নতুন সরকারি হওয়া কলেজগুলোর পারফরম্যান্স বছর বছর পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলটা আমলের দিকে দৃষ্টি দিলেই আন্দাজ করা যায়। এমন দুঃসহ পরিণাম কারও কাম্য ছিল না। তবে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সময় একেবারে শেষ হয়ে যায়নি।

মাদ্রাসা শিক্ষা : অনাচার ও আত্মশুদ্ধির দায়

১০ পৃষ্ঠার পর

করতে হবে। মহিলা দিয়েই মহিলা মাদ্রাসাগুলো পরিচালিত করতে হবে। দুনিয়া ও আখেরাতের বিবেচনায় ধর্ম শিক্ষা আবশ্যকীয়। কিন্তু ধর্ম শিক্ষার আয়োজন করে যদি সেখানে অধর্মের কার্যকলাপ হয় তবে তা কঠিন হস্তে দমন করাও ধর্ম নির্ধারিত দায়িত্ব। আইনকে এ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ হতে দিতে হবে। অপরাধীকে অপরাধের বিবেচনায় বিচার করতে হবে। কে মৌলভি, কে সমাজে সম্মানিত সেটা বিবেচনা করে অপরাধ প্রশ্রিত করা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বিচার করতে হবে অপরাধের; অপরাধীর পরিচয় বিবেচনায় নয়।

মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার তা হাওয়ায় বাড়তে দেওয়া যাবে না। ধর্মের বিরুদ্ধে বিশেষ করে ইসলামের বিরুদ্ধে একটা গোষ্ঠী গুজব-অপতথ্য রটাতে সদা তৎপর। সেই কুচক্রীমহলকে কোনো সুযোগ দিতে না চাইলে নিজেদের মধ্যে থাকা দোষ ও ভুলগুলো স্ব-উদ্যোগে শুধরে নেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। আলেমদেরআত্মসমালোচনা করা খুব জরুরি। এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল মহলকে আরও করিৎকর্মা হতে হবে। ধর্মীয় আবেগে, আলেমদের মর্যাদা অন্যান্য মানুষের থেকে বেশি। যাদের মর্যাদা শানিত, তাদের দোষের ওজনও বেশি। কাজেই সিরাতের ও সুন্নতের মর্যাদা রক্ষায় অন্তর্নিহিত তাকওয়া অর্জনের কোনো বিকল্প নাই। এরপরেও যাদের চিত্তকে শয়তান দখল করে নেয়, বিবেকের বিশুদ্ধতা যাদেরকে মানুষ বানাতে পারে না- তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মুখোমুখি করতে হবে। সেই শাস্তি অবশ্যই ধর্ম না জানা মানুষের চেয়ে বেশি এবং জোরালো হওয়া আবশ্যক। যাদের কাছে প্রত্যাশা বেশি, তারা তা রক্ষায় ব্যর্থ হলে তাদের প্রতি ঘৃণার আধিক্যও বেশি। ধার্মিকদের চলার পথ মসৃণ নয়। প্রতি পদে পদে তাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। কারো পদস্খলনেও তাকে শোধরাতে সর্বোচ্চ কঠোর পন্থা বেছে নিতে হবে।

লেখক : প্রাবন্ধিক

Indian company secures metro rail work worth thousands of crores taka

Continued from page 19

commission track construction across the entire rail line, power supply and distribution systems, traction substations, overhead catenary systems, and related electrical infrastructure. Additionally, important systems such as signaling, telecommunications, and platform screen doors are also within the scope of the contracts.

Under the Dhaka Metro Rail Line-1 project, financed by the Japan International Cooperation Agency (JICA), a modern public transport system approximately 31 kilometers long will be developed. The project has two routes. These include the Airport Route extending from Kamalapur to the Airport, and the Purbachal Route extending from New Bazar to Purbachal Terminal. The entire project plans for 19 stations and a depot at Pitlganj.

Previously, L&T had carried out the integrated railway system work for Line-6, Bangladesh's first metro rail corridor. The company completed that work. Line-6 is currently operating commercially. Ramkumar S. Senior Executive Vice President and Head of L&T's Transportation Infrastructure Division, said that the experience of completing the electrical and mechanical systems work of Dhaka Metro Rail Line-6 on schedule and maintaining quality will be applied to the Line-1 project as well. He also mentioned that the company has the capability to coordinate with equipment manufacturers and other stakeholders in integrating and implementing multiple technological systems. He noted that the company recently also secured work on the Jakarta Metro in Indonesia, which is currently under implementation.

He stated that L&T is well-positioned to leverage its experience in achieving seamless integration and implementation of multiple systems through close coordination with various original equipment manufacturers (OEMs) and relevant stakeholders.

It is expected that once the construction and installation of the important systems of Line-1 are completed, it will play an important role in making the capital's public transport system more modern and effective.

Michigan Senate Race Drives Anxiety Among Jewish and Muslim Voters

Continued from page 18

even see the humanity of Palestinians? What was all of that for?"

She began to think that the reported rise of antisemitic incidents was overstated. When she read through some media reports, she said, she was taken aback by complaints that involved people shouting insults on the street. "I just thought, I deal with this happening to me every day as a hijabi," she said.

Ms. Salman began to focus on pushing for change within the Democratic Party, organizing with Uncommitted. While the movement had some success, organizers were enraged by the party's refusal to allow a Palestinian speaker to address the Democratic National Convention from the stage. Ms. Salman is stunned by how much has changed in two years.

"What's happening now is heartening, but I can't believe it — it's shocking to see in my lifetime," she said.

Still, for others, the spotlight on Dr. El-Sayed has reminded them that Muslims are still viewed with suspicion.

Sumaiya Ahmed Sheikh, 35, remembers the heightened security at her Islamic school after 9/11. This year, she cajoled other parents to pay for security guards at the Islamic school her two sons attend. "When you grow up knowing you have a target on your back," she said, "you're kind of used to it."

Snipers on the roof

Rabbi Aaron Starr looks out over stained glass panels in Shaarey Zedek and winces when he thinks about the staggering sums the congregation spends on private security each year.

"We haven't yet dug the moat and built the wall," he said dryly. "But that might be coming next." Security cameras and armed guards are now an inescapable feature of Jewish communal life. For the High Holy Days this year, Temple Israel placed snipers on the roof.

The next day, Dr. El-Sayed released a video on social media in which he condemned the attack but also declared that "hurt people hurt people," referring to the fact that the attacker had lost relatives in an Israeli airstrike on Lebanon. Many Jews were enraged, believing that he was making an excuse for the attack.

Dr. El-Sayed apologized, but the anger has lingered.

"That line felt to us like being kicked after we had already been attacked," Rabbi Starr said. "Some people have forgiven him for that. Most of us have not forgotten."

Some Jewish voters say Dr. El-Sayed's candidacy has left them deeply discouraged about the election and the future of the Democratic Party.

Mr. Bocknek finds himself unable to bring himself to vote for either Dr. El-Sayed or Mr. Rogers. He is leaning toward writing in Representative Haley Stevens, a moderate Democrat who lost in the primary.

"It feels like an opportunity to make a statement that says there are still moderate Democrats here who aren't so far left, but who also can't justify voting for a Republican," Mr. Bocknek said. "The push from the far left has been significant, and there is a definite slice of the community who feel politically homeless right now."

In synagogue halls and on group texts, Jewish voters have engaged in intense arguments over how to navigate the election. Rabbi Starr addressed the situation directly in his Rosh Hashana sermon.

"For us as Jews, for us as Americans, the world feels, quite simply, on fire," he said that day. He added, "I am worried not only about feeling afraid, but about becoming a fearful person."

Marcie Paul, a Democrat activist who attended the event, said she has been so consumed by the election that "it is in my dreams." Every day, she said, she talks with friends who are weighing whether they are more worried about Mr. Trump or Dr. El-Sayed. "I know I will vote for him," she said of the Democrat. "And I will complain about it endlessly."

(Source-New York Times).

Coffee, tea, and caffeine: How they affect glucose

Continued from page 18

Of course, you'll want to stick to unsweetened versions. Sweet tea and bottled "iced teas" can contain as much sugar as soda.

Here are a few things to keep in mind: Time it right: If caffeine tends to raise your glucose, consider pairing your morning cup with a meal rich in protein and healthy fats, and fewer fast-acting carbs like cereal or pastries. Or, try sipping coffee after you eat—timing and balance can make a real difference for your glucose response.

Tweak the dose: Try half-caf, smaller cups, or switch to tea/decaf later in the day.

Mind the mix-ins: Keep drinks unsweetened or low-calorie most of the time. Test your own response with Stelo: Everybody's glucose response is unique, which makes tracking your patterns with Stelo especially valuable. Notice how your glucose shifts after different drinks over time.

Keep brewing healthy habits : Caffeine can raise glucose in the short term, though not for everyone. At the same time, coffee and tea (when unsweetened) are frequently linked with long-term benefits. With a little awareness (and smart choices about what goes in your cup), coffee, tea, and caffeine-free alternatives can fit right into a glucose-friendly lifestyle. *(Nutrition)*

Why are US elections held on 1st Tuesday in November?

Continued from page 19

the polling station. It often took more than a day to travel from remote areas to the nearest polling station and back to cast their votes.

In addition, many religious societies had certain days of the week set aside for worship. Therefore, holding elections on Sundays was inconvenient. If the election were held on Monday, many voters would have to start their journey on Sunday, which could conflict with religious customs. On the other hand, holding elections on Wednesdays was also inconvenient, because many farmers would be going to market to sell their produce.

Tuesday was the most convenient day in all respects. Voters could travel on Monday and vote on Tuesday, and return to their destinations before the market or other necessary work on Wednesday.

General elections every four years

Under the U.S. Constitution, the President and Vice President are elected every four years. Meanwhile, the 435 members of the House of Representatives serve two-year terms; consequently, elections for all seats in the House of Representatives take place every two years.

The U.S. Senate consists of 100 seats, with two senators elected from each state. Senators serve six-year terms. However, not all Senate seats are up for election at the same time; approximately one-third of the Senate seats are contested every two years—typically 33 or 34 seats. Additionally, special elections may be held if a seat becomes vacant.

A specific Tuesday : While many countries hold elections on holidays, the United States has designated the Tuesday following the first Monday in November as election day. In other words, it is not the first Tuesday of November, but rather the day immediately following the first Monday of November. The 2026 midterm elections will be held on Tuesday, November 3. The 2026 general elections will take place on Tuesday, November 7, 2028, and the 2026 general elections will be held on Tuesday, November 2, 2032.

On November 3, 2026, U.S. citizens will vote for members of both chambers of Congress. Elections will be held for all 435 seats in the House of Representatives. Furthermore, voting will take place for the 33 Senate seats scheduled for regular election, as well as potentially for other seats due to special elections. However, there will be no election for President or Vice President, as this is a midterm election.

In contrast, general elections include contests for the President and Vice President, all seats in the House of Representatives, and approximately one-third of the seats in the Senate. A presidential candidate runs alongside a vice-presidential candidate, who serves as their "running mate." For instance, in the 2024 election, Donald Trump was elected President, and his running mate, J.D. Vance, was elected Vice President. Elections for the offices of President and Vice President will be held again in 2028.

Legislation of the 28th Congress

On January 23, 1845, the 28th United States Congress passed an act titled "An Act to Establish a Uniform Time for Holding Elections for Electors of President and Vice President in All States of the Union." This legislation brought uniformity to the scheduling of the selection of electors for the presidential election across U.S. states. It established the Tuesday following the first Monday in November as the designated election day—a provision that remains in effect to this day.

Prior to the passage of this 1845 act, individual states could hold their presidential elections on any day of their choosing within a 34-day period leading up to the first Wednesday in December. At that time, citizens did not vote directly for the president; instead, they voted for electors, who would subsequently elect the president through the Electoral College.

Under this previous system, states that held their elections earlier could announce their results. Consequently, voters in states that held their elections later might have been influenced by the results already reported elsewhere, raising concerns about the impartiality of the electoral process. Establishing a single, uniform election day narrowed the time gap between the states, thereby limiting the extent to which the results from earlier-voting states could influence the outcomes in others. Tuesday was selected as the designated election day after taking into account historical context, agrarian lifestyles, and religious observances.

Why November for Elections? Agriculture and Religion

November was chosen as the month for elections to align with an agrarian way of life. Holding elections in the spring or early summer would have interfered with the planting season, while scheduling them in late summer or early autumn would have conflicted with the harvest period.

In the past, by early November, the harvesting of crops would largely be complete, while the harshness of winter had not yet fully set in. Consequently, it was relatively easier for farmers to cast their votes during this period. This is why November is considered an appropriate month for elections. When the federal law was enacted, the majority of the U.S. population was engaged in agriculture. Therefore, it was important to select a day in November that aligned with the planting and harvesting seasons. Beyond agricultural considerations, the choice of November—and specifically a Tuesday—was also influenced by the transportation systems, religious observances, and social realities of that era.

Direct Election of Senators by the People

Currently, U.S. Senators are elected through a direct vote by the people. This was not the case initially; under the original provisions of the U.S. Constitution, the legislature of each state was responsible for electing its two senators. This system was altered by the 17th Amendment to the Constitution. Following the ratification of this amendment in 1913, a system for the direct election of senators by the public was established. The first regular Senate elections held under this amendment took place in 1914. *(Sources: Overseas, Wikipedia, and Wion)*

জ্যাকসন হাইটসে ডাইভারসিটি প্লাজার পাশেই
BISSHO TRAVELS
বিশ্ব ট্রাভেলস
বিশ্ব ট্রাভেলস
BISSHO TRAVELS
QATAR
VISA
পাসপোর্ট
PASSPORT
People's Republic of Bangladesh
অল্প খরচে
উমরাহ প্যাকেজ
অভিজ্ঞ মোয়াল্লেম দ্বারা পরিচালিত
Masjidul A Robin
Founder and CEO
★ আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেট
উমরাহ প্যাকেজ
ভিসা সার্ভিস
মানি ট্রান্সফার
ট্রাভেল গাইডেন্স
বাংলাদেশ/ইউএসএ পাসপোর্ট রিনিউ
আমাদের ভিসা সার্ভিস
সৌদি উমরাহ/টুরিস্ট ভিসা
ইন্ডিয়া ভিসা
ইউকে ভিসা
কানাডা ভিসা
ইউরোপ/শেনজেন ভিসা
দুবাই ভিসা
BISSHO TRAVELS
বিশ্ব ট্রাভেলস
Call করুন:
+1 (929) 994-4422
74-03 37th Rd,
Jackson Heights, NY 11372
bisshotravels@gmail.com
আপনার যাত্রা, আমাদের দায়িত্ব

উইল, ট্রাস্ট ও এস্টেট প্ল্যানিংয়ের আদ্যোপান্ত: সম্পদ সুরক্ষা ও উত্তরাধিকারের আইনি নির্দেশিকা

৭ পৃষ্ঠার পর

পাশাপাশি যেসব সম্পত্তিতে কোনো নমিনি বা ট্রাস্ট নেই, সেগুলোর সুনির্দিষ্ট বণ্টন পরিকল্পনা ঠিক করা যায় উইলের মাধ্যমে। অন্যদিকে উইলের কিছু মারাত্মক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অনেকের ধারণা উইল থাকলে আদালতের ঝামেলা এড়ানো যায়, কিন্তু বাস্তবতা হলো উইল আদালতে দাখিল করার মাধ্যমেই দীর্ঘমেয়াদি প্রোবেট প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। চুক্তি বা টাইটেলের সাথে উইলের দ্বন্দ্ব হলে উইল সবসময় পরাজিত হয়। তাছাড়া জীবদ্দশায় ব্যক্তি যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, স্মৃতিভ্রষ্ট কিংবা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন, তবে উইল কোনো কাজে আসে না। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, আদালতে উইল দাখিল করার পর এটি একটি উন্মুক্ত পাবলিক নথিতে পরিণত হয়, যার ফলে পরিবারের মোট সম্পত্তির পরিমাণ, ঋণের বোঝা এবং কে কতটুকু পেলো তা সম্পূর্ণ জনসমক্ষে চলে আসে।

ট্রাস্টের ভূমিকা, কার্যকারিতা ও প্রকারভেদ: ট্রাস্ট কেবল একটি সাধারণ কাগজ বা দলিল নয়; এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুনির্দিষ্ট আইনি ব্যবস্থাপনা। ট্রাস্টের মূল ধারণা হলো সম্পত্তির আইনি মালিকানা এবং সম্পত্তির সুফল ভোগের অধিকারকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলা। এখানে মূল মালিক তাঁর সম্পত্তি একজন 'ট্রাস্টি'র হাতে অর্পণ করেন, যিনি সেই সম্পত্তি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পরিচালনা করেন এবং 'বেনিফিশিয়ারি' বা সুবিধাভোগী তার আর্থিক সুফল লাভ করেন। এটি ব্যক্তির জীবদ্দশায় গঠিত হয় এবং অধিকাংশ পরিবারের জন্য এটি সবচেয়ে উপযোগী।

জীবদ্দশায় ব্যক্তি নিজেই নিজের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। ফলে নিজের বাড়ি বিক্রি করা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা বা ট্রাস্টের নিয়ম পরিবর্তন করায় কোনো বাধা থাকে না। ট্রাস্টে সম্পত্তি সঠিকভাবে যুক্ত বা ফান্ডিং করা থাকলে মৃত্যুর পর কোনো আদালতের মধ্যস্থতা ছাড়াই অতি দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও গোপনীয়ভাবে উত্তরাধিকারীদের কাছে সম্পদ হস্তান্তর করা যায়। এছাড়া ব্যক্তি অসুস্থ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম হয়ে পড়লে কোনো আদালতের অভিভাবকত্ব ছাড়াই মনোনীত উত্তরসূরি ট্রাস্টি সরাসরি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বাড়ির দেখাশোনা ও চিকিৎসা বিল পরিশোধের দায়িত্ব নিতে পারেন।

টেস্টামেন্টারি ট্রাস্ট: এটি উইলের ভেতরে তৈরি করা হয় এবং ব্যক্তির জীবদ্দশায় এর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। মৃত্যুর পর উইলের প্রোবেট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই ট্রাস্টের জন্ম হয়। তাই এটি আদালতের প্রোবেট এড়াতে পারে না। তবে নাবালক বা আর্থিকভাবে অপরিণত সন্তানদের এককালীন বিপুল অর্থ না দিয়ে বয়স অনুপাতে কিস্তিতে বা শিক্ষার প্রয়োজনে সম্পদ বণ্টনের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

ইরিভোকেবল ট্রাস্ট: এটি গঠনের সাথে সাথেই স্থায়ীভাবে লক হয়ে যায় এবং ব্যক্তি চাইলেও নিজের সম্পত্তি ফিরিয়ে নিতে পারেন না। জীবদ্দশায় নিজের সম্পদের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করতে হয় বলে এটি সাধারণ পরিবারের দৈনন্দিন পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হয় না; বরং অতি উচ্চবিত্তদের সম্পদ রক্ষা ও কর হ্রাসের জটিল কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ট্রাস্ট ছাড়া আদালতের প্রোবেট এড়ানোর বিকল্প পদ্ধতি ও তাদের ঝুঁকিআদালতের প্রোবেট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রায় ২০ মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে এবং মোট সম্পত্তির ৩ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত আইনি ফিস বাবদ খরচ হয়ে যায়। ট্রাস্ট গঠনের প্রাথমিক ব্যয় এড়াতে অনেকে কিছু বিকল্প পথ বেছে নেন। তবে আইন বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, এই প্রতিটি বিকল্পের সাথেই জড়িয়ে রয়েছে মারাত্মক কিছু আর্থিক ও আইনি ঝুঁকি। প্রথম বিকল্প হলো সম্পত্তিতে নমিনি বা বেনিফিশিয়ারি নির্ধারণ করা। এর ফলে আদালত ছাড়াই মৃত্যুর পর ব্যাংক ও রিটায়ারমেন্ট ফান্ড দ্রুত মনোনীত ব্যক্তির কাছে চলে যায়। তবে সব সম্পত্তিতে এই সুবিধা দেওয়া যায় না। এছাড়া নাবালক বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সন্তান এককালীন টাকা পেলে তাদের সরকারি ভাতা হারানোর ঝুঁকি তৈরি হয়।

দ্বিতীয় বিকল্প হলো ট্রান্সফার অন ডেথ বা টিওডি দলিল নিবন্ধন করা। এর মাধ্যমে মৃত্যুর পর স্থাবর সম্পত্তি সরাসরি নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামে হস্তান্তরিত হয়। তবে এটি সব অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়। বাড়ির সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ থাকা এবং মাত্র একজন নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারী থাকার ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হয়।

তৃতীয় বিকল্প হলো যৌথ মালিকানা রাখা। এতে এক অংশীদারের মৃত্যুতে অন্য অংশীদার স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণ মালিক হন এবং প্রোবেট এড়ানো যায়। তবে সন্তানের আর্থিক দেনা, দেউলিয়া অবস্থা, মামলা বা বিবাহবিচ্ছেদের কারণে অভিভাবকের মূল বাড়িও আইনি ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

চতুর্থ বিকল্প হলো এলএলসি বা এস-কর্পোরেশন গঠন করা। কোম্পানির চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারদের মাঝে সম্পদ বণ্টন হওয়ায় প্রোবেট লাগে না। কিন্তু এতে বাড়ি বিক্রির ব্যক্তিগত কর ছাড় এবং পাওনাদার থেকে বাড়ি রক্ষার সুবিধা নষ্ট হয়।

পঞ্চম বিকল্প হলো চ্যারিটেবল লাইফ এস্টেট। চ্যারিটিতে বাড়ি দান করে দিয়েও ব্যক্তি আজীবন বসবাস করতে পারেন এবং মৃত্যুর পর প্রোবেট এড়ানো যায়। কিন্তু একবার দান করলে আর সিদ্ধান্ত বদলানো যায় না; ফলে বাড়ি বিক্রি, ভাড়া দেওয়া বা অন্য কাউকে দেওয়ার সুযোগ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

ষষ্ঠ বিকল্প হলো ছোট এস্টেটের বিশেষ ছাড় নেওয়া। খুব সামান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে বড় আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হয়। তবে আইনের চোখে সম্পদের সর্বোচ্চ সীমা অত্যন্ত কম হওয়ায় সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে এটি কোনো কাজে আসে না।

সপ্তম বিকল্প হলো জীবদ্দশায় সম্পত্তি উপহার হিসেবে দিয়ে দেওয়া। মৃত্যুর আগেই সন্তানদের নামে সম্পদ লিখে দিলে তা প্রোবেটের আওতামুক্ত থাকে। তবে এতে ব্যক্তি নিজের সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারান এবং পরবর্তীতে সন্তান সেই বাড়ি বিক্রি করতে গেলে বড় ধরনের ট্যাক্স সুবিধা হাতছাড়া হয়ে যায়। টিওডি ও যৌথ মালিকানার গভীরে লুকানো আইনি ফাঁদ

অনেকেই মনে করেন ব্যাংকে গিয়ে টিওডি লিখে দেওয়া কিংবা সন্তানের সাথে যৌথ অ্যাকাউন্ট করাই সবচেয়ে সহজ সমাধান। কিন্তু বাস্তবে এটি একটি মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে।

মনোনীত নমিনি যদি মূল মালিকের আগেই মারা যান এবং ফর্মটি আপডেট করা না হয়, তবে সেই অ্যাকাউন্টটি সরাসরি প্রোবেট আদালতে আটকে যায়। এছাড়া ১৮ বছর বয়সে একজন অপরিণত তরুণের হাতে হঠাৎ বিপুল অর্থ চলে আসলে তা অপচয় হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আরেকটি বড় সমস্যা হলো প্রশাসনিক দায়িত্বহীনতা। টিওডি নমিনিরা টাকা তুলে নিলেও মৃত ব্যক্তির বকেয়া চিকিৎসা বিল, শেষকৃত্যের খরচ বা ট্যাক্স দেওয়ার কোনো আইনি দায় তাঁদের ওপর থাকে না, ফলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। আবার একটি অ্যাকাউন্টে একাধিক সন্তানকে টিওডি দিলে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে সবার সম্মতি ও স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক হয়, যার কারণে পারিবারিক দ্বন্দ্বে ফান্ড বছরের পর বছর আটকে থাকতে পারে। জীবদ্দশায় ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লেও টিওডি কোনো কাজে আসে না; তখন অ্যাকাউন্ট সচল করতে আদালতের ব্যয়বহুল অভিভাবকত্ব চাইতে হয়।

যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে অবিচার আরও প্রকট রূপ নেয়। পিতা-মাতার দেখাশোনার সুবিধার্থে কোনো এক সন্তানের নাম যৌথ অ্যাকাউন্টে যুক্ত করা হলে, মৃত্যুর পর সেই সন্তানই আইনের চোখে সম্পূর্ণ অর্থের একক মালিক হয়ে যায়। ফলে অন্য ভাই-বোনেরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়, যা ভাই-বোনের সম্পর্ক চিরতরে ধ্বংস করে দেয়। বাস্তব ঘটনা: ভুল পরিকল্পনা বনাম দূরদর্শী ট্রাস্টের পার্থক্য

আইনি কাঠামোর ভুল ও সঠিক প্রয়োগের ফলাফল কতটা মারাত্মক হতে পারে, তা বিশেষজ্ঞদের তুলে ধরা দুটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা যায়। রবার্ট নামের এক ব্যক্তির মোট ৮ লাখ ৫০ হাজার ডলারের সম্পদ ছিল। এর মধ্যে ছিল ৪ লাখ ডলারের একটি বাড়ি, ৩ লাখ ডলারের বিনিয়োগ তহবিল এবং ১ লাখ ৫০ হাজার ডলারের সেভিংস অ্যাকাউন্ট। রবার্ট কোনো ট্রাস্ট না করে প্রাথমিক খরচ বাঁচাতে বাড়িটি বড় ছেলের সাথে যৌথ মালিকানায় রাখেন, সেভিংস অ্যাকাউন্টটি দেখাশোনার সুবিধার্থে মেয়ের সাথে যৌথ করেন এবং বিনিয়োগ তহবিলে তিন সন্তানকে সমান টিওডি দেন। রবার্ট ভেবেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর সবাই সমান অংশ পাবে। কিন্তু রবার্ট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে অক্ষম হয়ে পড়লে পরিবার বড় বিপদে পড়ে। মেয়ে সেভিংস চালাতে পারলেও বাড়ি বা বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট স্পর্শ করতে পারেনি। আদালতের অভিভাবকত্ব পেতে পরিবারকে ৬ মাস সময় ও ১৫ হাজার ডলার আইনি ফিস গুনতে হয়।

রবার্টের মৃত্যুর পর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। যৌথ মালিকানার কারণে বড় ছেলে একাই পুরো ৪ লাখ ডলারের বাড়ি পেয়ে যায়, মেয়ে পায় আড়াই লাখ ডলার, আর ছোট ছেলে পায় মাত্র ১ লাখ ডলার। এর ফলে তিন ভাই-বোনের মধ্যে তিন বছর ধরে তীব্র আইনি লড়াই চলে, যার পেছনে আইনজীবী ফি বাবদ খরচ হয় ৮০ হাজার ডলারেরও বেশি। পারিবারিক চিরতরে ভেঙে যায় এবং পরবর্তীতে মেয়ের জামাইয়ের ব্যবসায়িক দেনার কারণে মেয়ের পাওয়া অর্থও পাওনাদাররা বাজেয়াপ্ত করে নেয়। রবার্টের পুরো সম্পত্তি তছনছ হয়ে যায়। একই পরিমাণ সম্পত্তি নিয়ে মার্গারেট ৫,৫০০ ডলার ব্যয় করে একটি সুপরিকল্পিত 'রিভোকেবল লিভিং ট্রাস্ট' গঠন করেছিলেন। মার্গারেট শারীরিকভাবে অক্ষম হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর মনোনীত উত্তরসূরি ট্রাস্টি আদালতের অনুমতি ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

মার্গারেটের মৃত্যুর মাত্র ৮ সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত কর ও বিল পরিশোধ করে তিন সন্তানের প্রত্যেকের জন্য আলাদা ট্রাস্টে সুনির্দিষ্টভাবে ২ লাখ ৮৩ হাজার ডলার করে হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে এক সন্তানের বিবাহবিচ্ছেদ এবং অন্য সন্তানের ওপর ব্যবসায়িক মামলা হলেও ট্রাস্টের আইনি সুরক্ষার কারণে তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তির এক পয়সাও কেউ বাজেয়াপ্ত করতে পারেনি। মার্গারেটের দূরদর্শিতা পরিবারের ঐক্য ও আর্থিক নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখে। সবচেয়ে বড় ভুল: ট্রাস্ট তৈরি করে তহবিল স্থানান্তর না করা ও বীমা ফাঁদ। একটি চমৎকার ট্রাস্ট দলিল তৈরি করে তা আলমারিতে রেখে দিলে কোনো কাজ হয় না। ট্রাস্টকে কার্যকর করার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য।

সম্পত্তির যথাযথ হস্তান্তর বা ফান্ডিং: ট্রাস্ট একটি সিন্দুকের মতো; এর ভেতরে যা রাখা হবে কেবল তাই সুরক্ষিত থাকবে। তাই বাড়ি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও বিনিয়োগের মালিকানা ব্যক্তির নাম থেকে পরিবর্তন করে আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রাস্টের নামে নিবন্ধন করতে হবে। এটি না করলে ট্রাস্ট থাকা সত্ত্বেও সম্পত্তি প্রোবেটে চলে যাবে।

বাড়ির বীমা পলিসির ফাঁদ: বাড়ি যখন ট্রাস্টের নামে নেওয়া হয়, তখন দলিলের মালিকানা বদলে যায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাঁদের বাড়ির বীমা পলিসিতে এই পরিবর্তন জানাতে ভুলে যান। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানলে বহু বাড়ি পুড়ে যাওয়ার পর বীমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ বাতিল করে দেয়। তাদের যুক্তি ছিল—বাড়িগুলোর মালিক ট্রাস্ট, কিন্তু বীমা করা ছিল ব্যক্তির নামে। দলিলের সাথে বীমা পলিসির নামের অমিলের কারণে বৈধ বীমা থাকা সত্ত্বেও পরিবারগুলো সর্বস্বান্ত হয়েছে। এই বিপর্যয় এড়াতে বাড়ি ট্রাস্টে নেওয়ার সাথে সাথেই বীমা এজেন্টকে বিষয়টি জানাতে হবে। বীমা পলিসিতে ট্রাস্টের নামকে আনুষ্ঠানিকভাবে অতিরিক্ত বীমাকৃত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সংশোধিত পলিসির লিখিত কপি সংগ্রহ করে এস্টেট ফাইলের সাথে রাখতে হবে। এছাড়া প্রতি বছর পলিসি নবায়নের সময় নথিপত্র যাচাই করা জরুরি। সমন্বিত এস্টেট প্ল্যানিংয়ের চারটি মূল ভিত্তি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিরাপদ সম্পত্তি পরিকল্পনায় কোনো একক দলিল যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন চারটি স্তম্ভের নিখুঁত সমন্বয়। প্রথম স্তম্ভ হলো উইল, যা নাবালক সন্তানের অভিভাবক নির্ধারণ ও ট্রাস্টের বাইরে থাকা ছোটখাটো সম্পদ বণ্টনের কাজ করে। দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো রিভোকেবল লিভিং ট্রাস্ট, যা আদালতের দীর্ঘসূত্রতা ও খরচ এড়িয়ে গোপনীয়তার মূল সম্পদ বণ্টন এবং পরবর্তী প্রজন্মের স্থায়ী সম্পদ সুরক্ষা নিশ্চিত করে। তৃতীয় স্তম্ভ হলো আর্থিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, যা জীবদ্দশায় হঠাৎ অক্ষম হয়ে পড়লে আদালতের অনুমতি ছাড়াই ব্যাংক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেয়। এবং চতুর্থ স্তম্ভ হলো সমন্বিত বেনিফিশিয়ারি ফর্ম, যা ব্যাংক ও বীমার অর্থ সরাসরি ও নিরবচ্ছিন্নভাবে হস্তান্তর করতে ব্যবহৃত হয়। সম্পত্তি পরিকল্পনা বা এস্টেট প্ল্যানিং কেবল মৃত্যুর পরের আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি জীবদ্দশায় নিজের আর্থিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং চরম সংকটের মুহূর্তে নিজের পরিবার ও প্রিয়জনদের আইনি বিপর্যয় ও মানসিক ভোগান্তি থেকে রক্ষা করার একটি সুচিন্তিত সুরক্ষাকবচ।

শর্টকাট বা আপাতদৃষ্টিতে সস্তা পথ বেছে নেওয়ার পরিণাম কতটা ধ্বংসাত্মক হতে পারে, তা আধুনিক আইনি বাস্তবতা বারবার প্রমাণ করেছে। সঠিক সময়ে সচেতন হয়ে নিজের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির আইনি কাঠামো সঠিকভাবে সাজানো এবং উইল, ট্রাস্ট ও বীমার মাঝে নিখুঁত সমন্বয় স্থাপন করাই প্রতিটি দূরদর্শী মানুষের প্রধান দায়িত্ব।

ঢাকার খোলা বাজারে হঠাৎ ডলার দাম ১২৮ টাকা ছাড়িয়েছে

৬২ পৃষ্ঠার পর

মার্কিন ডলারের দাম বাড়ার কথা বলছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান। বুধবার তিনি বলেন, আমদানি ব্যয়ের চাপ আছে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের ব্যারেল ১১৭ ডলারে উঠেছে। এলপিজির দামও বেশি। রোজাকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির এলসি (ঋণপত্র) খুলছেন ব্যবসায়ীরা। সব কিছু মিলিয়ে ডলারের চাহিদা বাড়ায় দর ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে।

আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারে ডলারের সর্বোচ্চ দর ছিল ১২৩ টাকা ৯৮ পয়সা; সর্বনিম্ন দর ছিল ১২৩ টাকা ৯৮ পয়সা। সে হিসাবে গড় দাম ছিল ১২৩ টাকা ৯৮ পয়সা। এক সপ্তাহ আগে গত ১৯ অক্টোবর আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারে ডলারের গড় দাম ছিল ১২৩ টাকা ৬৫ পয়সা। ১ অক্টোবর ছিল ১২৩ টাকা ৩ পয়সা।

এ হিসাবে সপ্তাহের ব্যবধানে টাকার বিপরীতে ডলারের দর মাসের ব্যবধানে বেড়েছে শূন্য দশমিক ২৭ শতাংশ। আড়াই মাস আগে ১৯ আগস্ট আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারে ডলারের গড় দাম ছিল ১২২ টাকা। এর আগে ৬ আগস্ট আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারে ডলারের দর বেড়ে সর্বোচ্চ ১২৩ টাকা ৮২ পয়সায় উঠেছিল; সর্বনিম্ন ছিল ১২৩ টাকা ৮০ পয়সা। গড় দাম ছিল ১২৩ টাকা ৮১ পয়সা।

এদিন রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক স্পট মার্কেটে ১২৪ টাকা ১০ পয়সা দরে ডলার বিক্রি করেছে; কিনেছে ১২৩ টাকা ১০ পয়সায়। বেসরকারি ইস্টার্ন ব্যাংক স্পট মার্কেটে ১২৪ টাকা ২৮ পয়সা দরে ডলার বিক্রি করেছে; কিনেছে ১২৩ টাকা ২৮ পয়সায়। মানি এক্সচেঞ্জগুলোর সংগঠন মানি চেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এমসিএবি) কিছুদিন ধরে ডলারের দর নির্ধারণ করে দিচ্ছে। প্রতিদিন সকালে দর বেঁধে দেওয়া হয় এবং সংগঠনের সদস্য এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো সেই দরে ডলার কেনাবেচা করে। এমসিএবির নির্ধারিত দর অনুসরণ করে বুধবার ১২৮ টাকা দরে ডলার বিক্রি করেছে এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো; কিনেছে ১২৭ টাকায়। আগের দিন মঙ্গলবার বিক্রয় মূল্য ছিল ১২৭ টাকা ৮০ পয়সা; কেনা হয় ১২৬ টাকা ৮০ পয়সায়। সোমবার কেনা হয় ১২৬ টাকা ৬০ পয়সায়; বিক্রি করা হয় ১২৭ টাকা ৬০ পয়সায়। মাস খানেক আগে ১ অক্টোবর বিক্রয় মূল্য ছিল ১২৬ টাকা ৬০ পয়সা। কেনা হয় ১২৫ টাকা ৬০ পয়সায়।

এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোর বাইরে রাজধানীর মতিঝিল ও গুলশানে ১২৮ টাকা ২০ পয়সায় ডলার বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডলার ব্যবসায়ীরা। ডলারের দর নিয়ন্ত্রণ ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গত ২৪ আগস্ট থেকে মানি এক্সচেঞ্জগুলোর জন্য ডলারের দর বেঁধে দিচ্ছে দেশের এক্সচেঞ্জগুলোর সংগঠন এমসিএবি।

নিউইয়র্কে বিনিয়োগের ডাক, টোকিওতে বড় প্রত্যাশা

১২ পৃষ্ঠার পর

ঋণ সব সময় অর্থনীতির জন্য নেতিবাচক নয়। যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় ঋণ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কিন্তু ঋণ ব্যবহারের সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিশোধের সক্ষমতার সামঞ্জস্য না থাকলে তা অর্থনীতির ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করে।

টোকিওতে বাংলাদেশের প্রত্যাশা: জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। অবকাঠামো, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে জাপানের সহযোগিতা রয়েছে। দুই দেশের সম্পর্কের এই ভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে এখন বেসরকারি বিনিয়োগ, প্রযুক্তি স্থানান্তর, উৎপাদনশিল্প এবং দক্ষতা উন্নয়নে আরও বিস্তৃত অংশীদারত্ব গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের জাপান সফর সেই সম্ভাবনাকে এগিয়ে নেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। শীর্ষ বৈঠকে বাংলাদেশের প্রত্যাশা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে এমন একটি পর্যায়ে নেওয়া, যেখানে উন্নয়ন সহযোগিতার পাশাপাশি বাণিজ্য ও বেসরকারি বিনিয়োগ আরও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাবে।

জাপানের সংবাদমাধ্যম নিক্কেইয়ের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ইয়েন বা ৬.৩৬ বিলিয়ন ডলারের বেসরকারি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। সম্ভাব্য বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে গাড়ি ও অন্যান্য উৎপাদনশিল্প, জ্বালানি অবকাঠামো এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের কথা উঠে এসেছে। তবে রয়টার্স জানিয়েছে, তারা ওই প্রতিবেদন স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি। তাই এই অঙ্ককে নিশ্চিত বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই।

তারপরও এ ধরনের সম্ভাবনা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জাপানি বিনিয়োগ বাড়লে নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা, স্থানীয় সরবরাহব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি আধুনিক উৎপাদনপ্রযুক্তি, মান নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও শিল্পদক্ষতা অর্জনের পথও প্রসারিত হতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে, সম্ভাব্য বিনিয়োগের আলোচনা যেন শুধু বড় অঙ্কের প্রতিশ্রুতিতে সীমাবদ্ধ না থাকে। বিনিয়োগের বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প, নির্দিষ্ট সময়সীমা, অর্থায়নের কাঠামো এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব নিয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন।

শীর্ষ বৈঠক দুই দেশের মধ্যে এসব বিষয়ে আলোচনা ও সহযোগিতা সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি করতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগ কতটা আসবে, কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে এবং কী পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, তা নির্ভর করবে পরবর্তী উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের ওপর।

বিদেশি বিনিয়োগের ঘোষণা অর্থনীতিতে আশাবাদ তৈরি করে। কিন্তু বিনিয়োগের প্রকৃত সুফল পাওয়া যায় তখনই, যখন অর্থ বাস্তবে বিনিয়োগ হয়, কারখানা গড়ে ওঠে, উৎপাদন শুরু হয় এবং মানুষ কাজের সুযোগ পায়।

বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সম্ভাব্য বিনিয়োগের প্রতিটি পর্যায়ে অগ্রগতি পর্যালোচনার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সমঝোতা স্মারক, বিনিয়োগ প্রস্তাব, চূড়ান্ত চুক্তি এবং বাস্তব অর্থপ্রবাহ-এসবের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। একই সঙ্গে কোন প্রকল্প কত দূর এগোল, কী বাধা রয়েছে এবং কখন উৎপাদন শুরু হতে পারে, তা নিয়মিত পর্যালোচনা করা জরুরি।

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য সমন্বিত সহায়তা কাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে, যাতে অনুমোদন, জমি, ইউটিলিটি সংযোগ, কর ও শুল্কসংক্রান্ত প্রক্রিয়া সহজ হয়। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে বিনিয়োগকারীদের সময় ও অর্থের অপচয় কমাতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেশীয় বেসরকারি খাতকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বিদেশি বিনিয়োগের সঙ্গে স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংযোগ তৈরি হলে দেশের ভেতরে নতুন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। স্থানীয় উদ্যোক্তারা আন্তর্জাতিক মান ও উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। এর ফলে বিনিয়োগের সুফল শুধু বড় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

শিল্পায়নের সঙ্গে দক্ষতা উন্নয়নের সম্পর্কও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী না থাকলে প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া কঠিন হবে। তাই কারিগরি শিক্ষা, শিল্পভিত্তিক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়াতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগের সঙ্গে প্রযুক্তি ও জ্ঞান স্থানান্তরের ব্যবস্থা থাকলে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের নিজস্ব উৎপাদন সক্ষমতাও শক্তিশালী হবে।

আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণের প্রতিযোগিতা এখন তীব্র। শুধু কম শ্রমব্যয় কিংবা বড় বাজারের ওপর নির্ভর করে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ নিশ্চিত করা যায় না। বিনিয়োগকারীরা চান স্থিতিশীল নীতিমালা, নির্ভরযোগ্য অবকাঠামো, দক্ষ জনশক্তি এবং ব্যবসা পরিচালনার পূর্বানুমানযোগ্য পরিবেশ।

বাংলাদেশকে তাই ব্যবসা শুরুর জটিলতা, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা, জ্বালানি সরবরাহের অনিশ্চয়তা এবং পরিবহন ও লজিস্টিকসের ব্যয় কমানোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। বিনিয়োগের জন্য জমি ও অবকাঠামো প্রস্তুত রাখা, অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও জরুরি।

নীতির ধারাবাহিকতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন। ঘন ঘন নীতিগত পরিবর্তন, অস্পষ্ট বিধিবিধান কিংবা বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা তাঁদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই বিনিয়োগবান্ধব নীতির ঘোষণা যেমন প্রয়োজন, তেমনি তার ধারাবাহিক প্রয়োগও নিশ্চিত করতে হবে।

দুর্নীতি ও অপচয় কমানো, সরকারি প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি বাড়ানো এবং চুক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়গুলোও বিনিয়োগকারীদের আস্থা তৈরির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে বিদেশে যে বার্তা দেওয়া হবে, দেশের ভেতরের বাস্তবতা যেন তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

একই সঙ্গে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন-সহযোগীর সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তাদের অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতা অবকাঠামো, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য অংশীদারের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিস্তার বাংলাদেশের অর্থায়নের উৎস বাড়াতে পারে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা শক্তিশালী করতে পারে। তবে এসব সম্পর্কের সুফল পেতে হলে দেশের নিজস্ব উৎপাদন, রপ্তানি ও বিনিয়োগ পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির সামনে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিদেশি সহায়তার অর্থছাড় কমেছে, ঋণ পরিশোধের ব্যয় বেড়েছে এবং উন্নয়ন অর্থায়নের ক্ষেত্রে সতর্ক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। একই সঙ্গে নতুন অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের কাছে দেশের সম্ভাবনা তুলে ধরার উদ্যোগ নতুন সুযোগের কথাও বলছে।

এই দুই বাস্তবতাকে একসঙ্গে বিবেচনা করা জরুরি। শুধু ঋণের চাপ নিয়ে আলোচনা করলে অর্থনীতির সম্ভাবনার দিকটি আড়াল হয়ে যাবে। আবার বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে অতিরিক্ত আশাবাদ দেখালেও বাস্তব সমস্যার সমাধান হবে না। নিউইয়র্কে ওয়াল স্ট্রিটের বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান এবং টোকিওতে জাপানের সঙ্গে আসন্ন শীর্ষ বৈঠক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। প্রথমটি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের সামনে বাংলাদেশের সম্ভাবনা তুলে ধরার সুযোগ তৈরি করেছে। দ্বিতীয়টি দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক অংশীদারত্বকে আরও গভীর করার সম্ভাবনা সামনে আনছে।

এখন প্রয়োজন এই উদ্যোগগুলোকে একটি সুসংহত অর্থনৈতিক কৌশলের অংশ করা। কোন খাতে বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, কোন শিল্প রপ্তানি বাড়াতে পারবে, কোথায় প্রযুক্তি স্থানান্তরের সুযোগ রয়েছে এবং কীভাবে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আন্তর্জাতিক উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা যায়-এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।

বাংলাদেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটি অর্থনীতি গড়ে তোলা, যা শুধু বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভরশীল থাকবে না; বরং উৎপাদন, রপ্তানি, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ এবং দক্ষ জনশক্তির শক্তিতে এগিয়ে যাবে। বিদেশি পুঁজি আসবে, নতুন শিল্প গড়ে উঠবে, কর্মসংস্থান বাড়বে এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে আরও শক্ত অবস্থান তৈরি করবে, এমন পরিবেশ গড়ে তোলাই হওয়া উচিত অর্থনৈতিক কূটনীতির মূল উদ্দেশ্য।

নিউইয়র্কে বিনিয়োগের আহ্বান এবং টোকিওতে বাংলাদেশের প্রত্যাশা তাই কেবল কূটনৈতিক তৎপরতার বিষয় নয়। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সক্ষমতা, তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নের অর্থায়ন কাঠামোকে আরও টেকসই করার প্রশ্ন।

শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সাফল্য নির্ধারিত হবে বিনিয়োগের ঘোষণায় নয়, বাস্তব বিনিয়োগে; ঋণের অঙ্কে নয়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে; আর কূটনৈতিক আশাবাদে নয়, মানুষের জীবনে তার দৃশ্যমান সুফলে। জাপানের সঙ্গে আসন্ন শীর্ষ বৈঠক সেই লক্ষ্য অর্জনের একটি সুযোগ। এখন প্রয়োজন সেই সুযোগ কাজে লাগানোর প্রস্তুতি, সুস্পষ্ট পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের দৃঢ়তা।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW

ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার

MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com

37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ৪৭ বিলিয়ন ডলার

৬২ পৃষ্ঠার পর

লুলা দা সিলভার কাছে পরাজিত হন। তার দল পরাজয় মেনে নিলেও ব্যক্তি ফ্লাভিও পরাজয় স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। সোমবার জনপ্রিয় এই সিনেটর বলেন, সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি তাকে পাসপোর্ট জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। দুর্নীতি ও অর্থপাচারের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। নির্বাচনে পরাজয়ের ফলে তিনি সংসদীয় দায়মুক্তিও হারাতে যাচ্ছেন।

সিএনএন ও ওয়াশিংটন পোস্ট মঙ্গলবার জানিয়েছে, একটি সূত্রের বরাতে তারা নিশ্চিত হয়েছে যে, ৪৫ বছর বয়সী ফ্লাভিও যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছেন। তবে তিনি কোথায় অবতরণ করেছেন, তা জানা যায়নি। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ফ্লাভিও ও তার পরিবারের সদস্যদের ভিসা দেয়া হবে। তবে তার ভ্রমণ পরিকল্পনা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানায়নি মন্ত্রণালয়।

ব্রাজিলের এক পুলিশ কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছেন, ফ্লাভিওর ব্রাজিলীয় ও কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে। তিনি বলেন, ফ্লাভিও বলসোনারোর দেশত্যাগের কোনো আনুষ্ঠানিক নথি নেই। তবে ২০২৩ সাল থেকে তার ইতালীয় নাগরিকত্ব রয়েছে বলে এএফপির হাতে আসা ইতালির সংসদীয় একটি নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

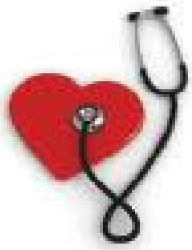

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)

Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

কনস্ট্রাকশন / রেনোভেশন

Free Estimate

নতুন কিচেন / রিনোভেশন • বাথরুম ইনস্টলেশন/ রিপেয়ার কার্পেটিং / ফ্লোরিং / ওয়াল • টাইলস, প্লাম্বিং ও ইলেক্ট্রিক সহ যে কোন কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।

বাংলা কনস্ট্রাকশন ইনক
73-05 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email:bmz01x@gmail.com
Phone: 646-996-7171

HOPE & CHERISH
HOME CARE
HOME CARE
PCA, HHA, OPWDD & PEDIATRIC SERVICE
COUNTIES SERVED
BRONX • BROOKLYN • MANHATTAN
STATEN ISLAND • QUEENS • NASSAU
WE ARE PROVIDING PCA/HHA CERTIFICATION, TRAINING, AND RECRUITMENT
Please Contact
718-252-3590
CELL: 646-591-8396 | TEXT: 646-591-8396
EMAIL: SHAH@HOPENCHERISH.COM
WWW.HOPENCHERISH.COM
3345 NEPTUNE AVE, BROOKLYN, NY 11224

BISMILLAH

Halal Live Poultry, Meat, Fish & Groceries

* আমাদের অসংখ্য ক্রেতা ও শুভাকাঙ্খীদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে "বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি" তে এখন পাওয়া যাচ্ছে লাইভ , ফ্রেশ ও স্বাস্থ্য-সম্মত গোট (খাসি) এবং ভেড়া ।
* সরবরাহকৃত অসংখ্য তাজা গোট/ভেড়া আমাদের স্টোর থেকেই আপনার পছন্দেরটি বেছে নিন।
* আরও রয়েছে Rooster Chicken (রাতা মোরগ), রেড চিকেন, বেবী চিকেন, কবুতর, কোয়েল পাখী, বালী হাসঁ ।

NOW AVAILABLE LIVE GOAT

Red Hard Chicken
3 for $ 18.00 Only.

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS
MasterCard VISA AMERICAN EXPRESS DISCOVER

HALAL MONITORING SERVICES HMS CERTIFIED HAND ZABIHA

SBNY Shariah Board New York

Scan Here to Shop & Get Free Delivery

We Accept EBT

+1 646-604-2613 (call/text)
3715 55th St, Woodside, NY 11377
Web: bismillahhalalnyc.com

GOLDEN A
HOME CA

GOLDEN AGE HOME CARE

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনি

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillsid
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-

Email: info@goldenagehomecare.c

AGE
RE

HHA/PCA SERVICE

SKILLED NURSING

নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন

প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো

7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com

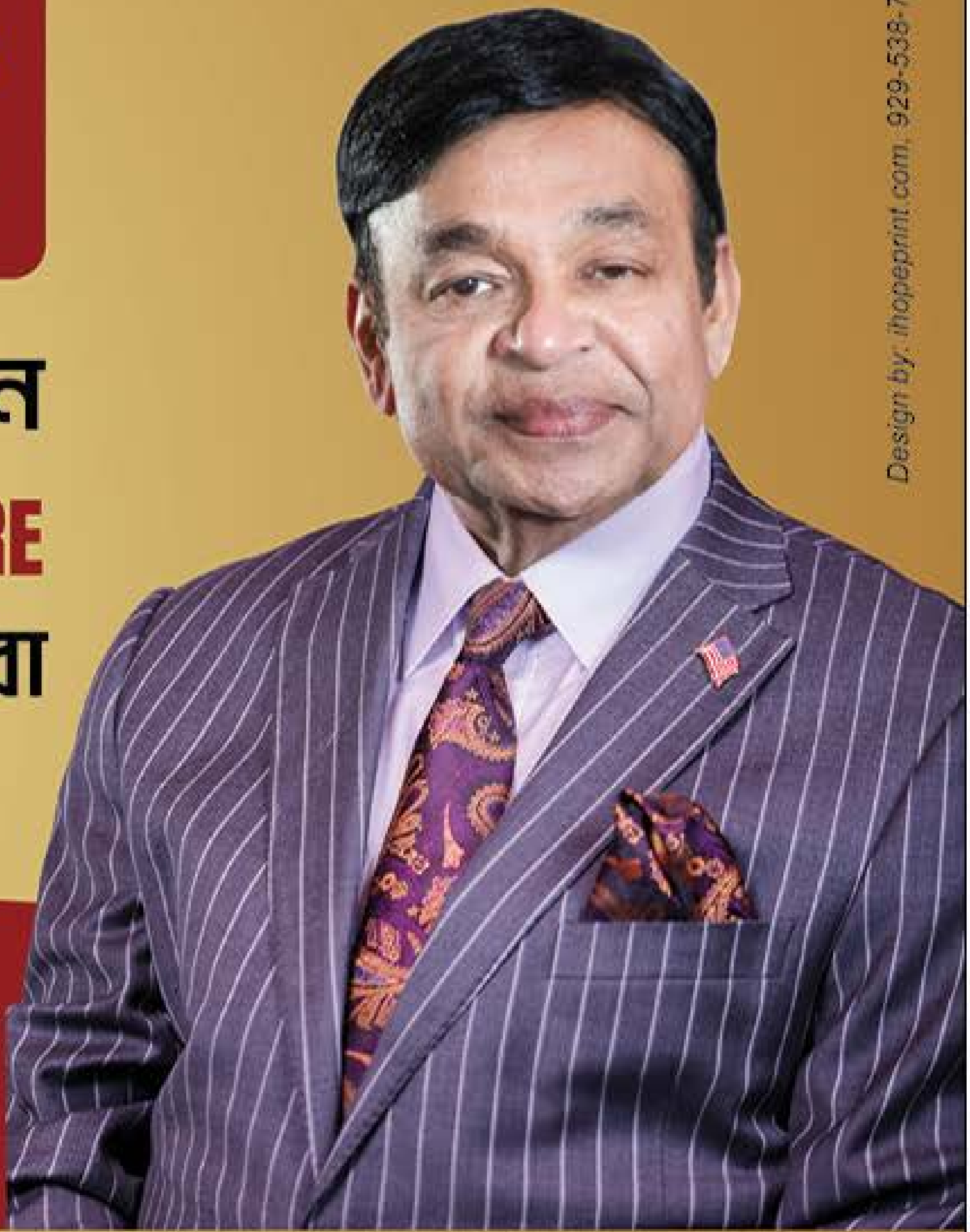

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

ং স্কুল আছে

FFICE
e Ave
432
320
115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115

We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

om | www.goldenagehomecare.com

Platinum Sponsor
GOLDEN AGE
Presented By:
ALL COUNTY HEALTH CARE
Referral Services of New York
হোম কেয়ার
Powered By:
MOHAMMAD ZAHID ALAM
WORLD HUMAN RIGHTS USA INC.
WHR
NEW YORK
CHIEF GUEST
Gias Ahmed
5th Convention 2026
INAUGURATOR
M M Shahin
Live Concert
FREE ENTRY WITH FULL COURSE DINNER
NYC BANGLA BAND
CHAIRMAN TRUSTY, BOARD
KAZI ZAMAN UDDIN
CHIEF ADVISER
MOHAMMED MASUD RANA
1ST NOVEMBER 2026 AT 6 PM
QUEENS PALACE
37-11 57th St, Woodside, NY 11377
PRESENTER
ISHA
Saghir Khan
Deepak Das
MEDIA PARTNER
ATN BANGLA
ঠিকানা
USA Bangla 24
FASHION SHOW
Dr. Rafiqul Islam
President
646 667-9020
Toriqul H Badol
CONVENOR
347-612-6951
ATIQUR RAHMAN
JOINT CONVENER
917-924-6200
MINTU KUMR ROY
MEMBER SECRETARY
914-765-9093
Dr. Kamrul Islam
Secretary General
917-553-4090
Organized by
WORLD HUMAN RIGHTS USA INC
www.whrusa.org

GBA
GLOBAL BANGLADESHI ALLIANCE
One Community. One Voice. One Global Vision.
YOUR VOTE
YOUR VOICE
SHAPE A STRONGER TOMORROW
VOTE
TUESDAY NOV 3
MIDTERM ELECTION
YOUR VOTE MATTERS
IN THE U.S.
EXERCISE YOUR VOTING RIGHTS
YOUR VOICE BUILDS A STRONGER COMMUNITY
A BETTER FUTURE FOR BANGLADESHI AMERICANS
INFORM ENGAGE VOTE
Bangladeshis are Stronger Together
EARLY VOTING HAS ALREADY STARTED
VOTE EARLY,
FIND YOUR ABSENTEE BALLOT
Visit www.vote.org
Let's have your voice heard across the USA!
GBA
GLOBAL BANGLADESHI ALLIANCE
Chairman Azam Choudhury
For his continued support to encourage voting rights!
GBA Contact :
Chairman Azam Choudhury
1-407-257-6638

বাংলাদেশ সোসাইটির কোর্ট হেয়ারিং ১৭ ডিসেম্বর

১ পৃষ্ঠার পর

বাতিল করায় ক্ষুব্ধ ওসমান শুক্রবার ২৩ অক্টোবর কুইন্স কাউন্টি সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। আদালত ২৫ অক্টোবরের নির্বাচনের ওপর স্থগিতাদেশ প্রদান করে। ১৭ ডিসেম্বর কোর্টে এই মামলার ওপর শুনানী অনুষ্ঠিত হবে। তবে কবে নাগাদ এই মামলার নিষ্পত্তি হবে তা বলা মুশকিল। এই স্থগিত আদেশের কারনে বাংলাদেশ সোসাইটির কোটি টাকা ক্ষতির সম্মুখিন হলো। সিকিউরিটি, ভোট কেন্দ্র ভাড়া, ভোটার মেশিন সহ বিভিন্ন খরচ এখন গুণতে হবে।
ওসমান চৌধুরীর আচার আচরন নিয়েও কমিউনিটিতে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। এর আগে বিভিন্ন সময় তিনি সোসাইটির বিরুদ্ধে ৩ বার মামলা করেছিলেন। সোসাইটির নির্বাচন এলেই তিনি একটি অজুহাত তৈরি করে নির্বাচন স্থগিত চেয়ে আদালতে হাজির হন। কমিউনিটিতে তাকে মামলাবাজ ওসমান হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বারবার সোসাইটির বিরুদ্ধে মামলা ও সংগঠনের স্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ডের জন্যই কার্যকরি কমিটি তার সদস্যপদ বাতিল করেছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও মোহাম্মদ আলী। সংগঠন করার মৌলিক অধিকার লংঘনের অভিযোগ এনে শুক্রবার তিনি মামলা দায়ের করেন। স্থগিতাদেশে স্বাক্ষর করেছেন মাননীয় বিচারপতি চেরী এ বাগল। এই মামলা করেছিলেন ওসমান চৌধুরী। ৩৫ হাজার ২৪২ জন ভোটারের এই নির্বাচন নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত কুইন্স, ব্রুকলীন, ব্রঙ্কসে ৫টি কেন্দ্রে হবার কথা ছিল ২৫ অক্টোবর রোববার। সেলিম-আলী এবং রুহু-ফিরোজ প্যানেল সরাসরি লড়ছিল ২১টি আসনের কার্যকরি কমিটির নেতৃত্ব পেতে। প্যানেলের বাইরে সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন রাকিব সৈয়দ। সকল প্রস্তুতি সত্বেও নির্বাচনের মাত্র একদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্বাচন স্থগিতের নির্দেশ জারির ঘটনায় সমগ্র কমিউনিটি হতাশ হয়েছে বলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের জানান। ২৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সোসাইটির ভবনে আহুত সংবাদ সম্মেলনে আবু নাসের আরো জানান, এই স্থগিতাদেশ নিয়ে বিস্তারিত শুনানীর তারিখ ধার্য করা হয়েছে ৫ নভেম্বর। ৫ নভেম্বরের শুনানীর পর মাননীয় আদালতের নির্দেশের ওপর নির্ভর করছে নির্বাচনের পরবর্তী কার্যক্রম।
সংবাদ সম্মেলনে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সকল ভোটারের মধ্যে সৃষ্ট হতাশার জন্যে দু:খ প্রকাশ করে আবু নাসের পরবর্তী পরিক্রমায় পথমাধ্যমসহ সচেতন সকল প্রবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছেন। আবু নাসের উল্লেখ করেছেন যে, ২০১৮ সাল থেকেই ওসমান চৌধুরী মামলা করে আসছেন। কয়েকটি মামলা এখনো আদালতে ঝুলে রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের সদস্য শামসুদ্দিন আযাদ, বদরুল হক খান, রুহুল সরকার, মিঠু হামিদ এবং মো. দুলাল মিয়া ছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য আনোয়ারুল আলম, রুহুল আমিন হাওলাদার ও আজিজুর রহমান সোবহান উপস্থিত ছিলেন। এদিকে সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বলেছেন, ২৫ অক্টোবরের আগে মামলা না করার শর্তে বেশ কয়েক হাজার ডলার চেয়েছিলেন।

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।
আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি
আমাদের প্যাকেজ বিবরণ
ওমরা ভিসা
এয়ার টিকেট
১ দিন মক্কায় ট্যুর
১ দিন মদিনা ট্যুর
মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল
(4 Star Hotel with Breakfast.)
মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ
(একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)
* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।
NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com

NAFS TRAVEL
37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

নৃত্যশিল্পী তাসিনের দাফন সম্পন্ন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

নৃত্যশিল্পীর নিউইয়র্কের ফরেস্ট হিলসের ফরেস্ট পার্ক ফিউনেরাল হোমে তার জানাজা ও শেষ বিদায়ের আয়োজনে সমবেত হন শত শত মানুষ। প্রিয়জনকে হারানোর বেদনায় শোকাতুর হয়ে ওঠে পুরো পরিবেশ। তাসিন ছিলেন নিউইয়র্কের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টসের (বিপা) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও শৈল্পিক পরিচালক অ্যানি ফেরদৌস এবং প্রকৌশলী জাফর আহমেদ দম্পতির একমাত্র কন্যা। গত ১৮ অক্টোবর রোববার ভোরে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর। তিনি স্বামী, শিশুপুত্র সুফিন, বাবা-মাসহ অসংখ্য স্বজন, সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।
তাসিনকে শেষ বিদায় জানাতে উপস্থিত হন নিউইয়র্কের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের শিল্পী ও সংগঠক, বিভিন্ন সামাজিক ও কমিউনিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বন্ধু ও স্বজনেরা। মানুষের ভিড়ে ফিউনেরাল হোমে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। কেউ এসেছিলেন তাসিনকে শেষবারের মতো দেখতে, কেউ শোকাহত বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়াতে। অনেকের হাতে ছিল ফুলের গুচ্ছ। কেউ নীরবে চোখের জল মুছছিলেন, কেউ স্মৃতিচারণ করছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল, প্রাণবন্ত ও প্রতিভাবান তাসিনকে নিয়ে। জানাজা শেষে পরদিন ২৩ অক্টোবর শুক্রবার সকালে ফরেস্ট পার্ক ফিউনেরাল হোমে বাকি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। এরপর সকাল ১১টার দিকে মাসপেথের মাউন্ট অলিভেট সেমিট্রিতে তাসিনের মরদেহ সমাহিত করা হয়।

বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ পেছাল তিন বছর

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক) বিষয়টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সাধারণ পরিষদে প্রেরণ করে।
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের উত্তরণের সময় বাড়ানোর প্রস্তাব উত্থাপন করে উরুগুয়ে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের উপ-স্থায়ি প্রতিনিধি এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান আপলো আজকালকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের পাশাপাশি নেপালের উত্তরণের সময়সীমা বাড়ানোর আবেদনও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত পাঁচ বছরের প্রস্তুতিকাল আরও তিন বছর বাড়ানোর এই সিদ্ধান্ত এসেছে এমন এক সময়ে, যখন বৈশ্বিক বাণিজ্য অনিশ্চয়তা, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক দুর্বলতা দেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতার ওপর চাপ তৈরি করছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ বাজারে বিদ্যমান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যসুবিধা ধরে রাখা এবং বিকল্প সুবিধা নিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ।
এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বিভিন্ন বাজারে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা কমে গেলে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়তে পারে। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য প্রতিযোগিতা দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে উত্তরণের সময় বাড়ানোর অর্থ সব বাজারে সব ধরনের সুবিধা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২০২৯ সাল পর্যন্ত বহাল থাকা নয়।
সংশ্লিষ্ট বাজারের বিধিবিধান ও বাণিজ্য অংশীদারদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুবিধার মেয়াদ নির্ধারিত হবে। তাই বাড়তি সময়ের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা, নতুন বাজার অনুসন্ধান এবং রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তুতি নিতে হবে বাংলাদেশকে।
পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম মাসরুর রিয়াজ গণকণ্ঠকে বলেন, জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতিবিষয়ক কমিটি (সিডিপি) এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) সুপারিশকে বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে দেখেছেন।
তিনি বলেন, সাধারণ পরিষদে প্রয়োজনীয় সমর্থন নিশ্চিত করাই ছিল প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। উত্তরণের সময় বাড়ানোর পক্ষে অর্থনৈতিক যুক্তি থাকায় প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন আদায়ে সরকার প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সরকারের সামনে এখন প্রধান কাজ হবে বাড়তি সময়কে কার্যকর সংস্কারের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করা। রাজস্ব আহরণ বাড়ানো, ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিত করা, বন্দর পরিচালনার ব্যয় কমানো, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করা, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়ানোর মতো বিষয়গুলোতে অগ্রগতি প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন না এলে উত্তরণের সময় বাড়ানোর সুফল সীমিত হয়ে পড়তে পারে।
বাংলাদেশের উত্তরণের প্রস্তুতি মূল্যায়ন করে সিডিপি জানিয়েছে, দেশটি নির্ধারিত সূচকগুলোতে প্রয়োজনীয় মানদণ্ড অতিক্রম করেছে। তবে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন এবং উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতামূলক ও স্থিতিশীল রাখা এক বিষয় নয়। এ কারণে বাংলাদেশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুতিকাল বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনায় আসে। সিডিপির সুপারিশের পর ইকোসক বিষয়টি সাধারণ পরিষদের বিবেচনার জন্য পাঠায়।
বাংলাদেশের পাশাপাশি নেপালও উত্তরণের প্রস্তুতিকাল তিন বছর সময় পেয়েছে। উভয় দেশের আবেদনের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, বাণিজ্য ও সরবরাহব্যবস্থার বিঘ্ন এবং টেকসই উত্তরণের প্রস্তুতির বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে।
১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকাভুক্ত হয়। এলডিসিভুক্ত থাকার কারণে দেশটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাজারে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারসহ বিশেষ বাণিজ্যসুবিধা এবং উন্নয়ন সহযোগিতা পেয়ে আসছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে এসব সুবিধা বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) অধীন সিডিপি তিন বছর পরপর এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর অগ্রগতি মূল্যায়ন করে। মাথাপিছু জাতীয় আয়, মানবসম্পদ এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা—এই তিন সূচকের ভিত্তিতে উত্তরণের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। সাধারণ নিয়মে অন্তত দুটি সূচকে নির্ধারিত মান অর্জন করতে হয়। বিকল্পভাবে মাথাপিছু আয়ের মানদণ্ড নির্ধারিত সীমার দ্বিগুণ অতিক্রম করলেও কোনো দেশ উত্তরণের যোগ্য হতে পারে।
বাংলাদেশ ২০১৮ ও ২০২১ সালের মূল্যায়নে তিনটি সূচকেই উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করে। ২০২১ সালে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে উত্তরণের সুপারিশ করে। সাধারণত উত্তরণের সুপারিশের পর তিন বছরের প্রস্তুতিকাল দেওয়া হলেও কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব বিবেচনায় বাংলাদেশকে পাঁচ বছর সময় দেওয়া হয়েছিল। সে অনুযায়ী উত্তরণের তারিখ নির্ধারিত হয় ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর।
এবার সেই সময়সীমা আরও তিন বছর বাড়ল। ফলে ২০২৯ সালের ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ অর্থনীতির সক্ষমতা বাড়ানো, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং আর্থিক খাতের সংস্কারে অগ্রগতি অর্জনের সুযোগ পাবে। এই সময়ের সঠিক ব্যবহারই নির্ধারণ করবে, বাড়তি প্রস্তুতিকাল উত্তরণ-পরবর্তী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

অর্থনীতির অসুখ সারানো জরুরি

৬ পৃষ্ঠার পর

অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গ্যাস ও বিদ্যুতের অনিশ্চয়তা শিল্প উৎপাদন ব্যাহত করে, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করে এবং নতুন বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ শুধু একটি পরিষেবা নয়; এটি উৎপাদন পরিকল্পনার মৌলিক শর্ত। কারখানা যদি নির্ধারিত সময়ে উৎপাদন করতে না পারে, তাহলে ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহে দেরি হয়, রপ্তানি আদেশ হারানোর ঝুঁকি বাড়ে এবং কর্মীর কাজের সময় কমে যায়। ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তার পক্ষে বিকল্প জ্বালানি বা ব্যয়বহুল জেনারেটরের খরচ বহন করা আরও কঠিন। সরকারকে তাই জ্বালানি খাতে তিনটি বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রথমত, উৎপাদন, আমদানি, সঞ্চালন ও বিতরণের প্রকৃত ব্যয় এবং সরবরাহের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য শক্তি, গ্রিডের সক্ষমতা, জ্বালানি দক্ষতা এবং আমদানির ঝুঁকি একসঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।
তৃতীয়ত, ভর্তুকি ও মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এমন নীতি নিতে হবে, যাতে একদিকে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক স্থিতি বজায় থাকে, অন্যদিকে দরিদ্র পরিবার ও উৎপাদনশীল শিল্প অযৌক্তিক ব্যয়ের মুখে না পড়ে। ব্যয়বহুল বা অকার্যকর প্রকল্পের দায় শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল, সরকারি ভর্তুকি কিংবা করদাতার অর্থের ওপর পড়ে। তাই প্রতিটি বড় চুক্তির আর্থিক ঝুঁকি, সম্ভাব্য দায় এবং বিকল্পের তুলনামূলক মূল্যায়ন প্রকাশ করা উচিত। সরকারের জন্য আরেকটি কঠিন প্রশ্ন হলো, প্রবৃদ্ধি কোথা থেকে আসবে। বিশ্বব্যাংক বলছে, বেসরকারি বিনিয়োগের অবস্থা স্থবির এবং রপ্তানি গতি হারিয়েছে। প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের জন্য শুধু সরকারি ব্যয় বাড়ানো বা বড় প্রকল্প ঘোষণা যথেষ্ট নয়। এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে উদ্যোক্তা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে পারেন। এর জন্য নীতির ধারাবাহিকতা, চুক্তির নিশ্চয়তা, দ্রুত অনুমোদন, প্রতিযোগিতামূলক বাজার, দক্ষ কর্মী এবং নির্ভরযোগ্য অবকাঠামো প্রয়োজন। ব্যবসার অনুমোদন ও সমাধানপ্রক্রিয়া সহজ করতে হবে। একই সঙ্গে প্রতিযোগিতা কমিশন ও সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করতে হবে, যাতে বাজারে প্রভাবশালী গোষ্ঠী নতুন উদ্যোক্তার প্রবেশ আটকে দিতে না পারে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্যও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো স্বচ্ছ ও ন্যায্য প্রতিযোগিতার নিয়ম থাকা দরকার।
বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারকে সংস্কার কর্মসূচি প্রকাশ করতে হবে, যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হবে। ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ ও মূলধন ঘাটতি কমানোর মাইলফলক, রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর লক্ষ্য, জ্বালানি সরবরাহ উন্নয়নের সূচক এবং বেসরকারি বিনিয়োগের বাধা দূর করার পরিকল্পনা-সবকিছুর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকতে হবে। প্রতি তিন মাসে অগ্রগতি প্রকাশ করে সংসদ, গণমাধ্যম, ব্যবসায়ী সমাজ ও নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করা উচিত। একই সঙ্গে সংস্কারের ব্যয় কারা বহন করবে, তা আগেই বিবেচনায় নিতে হবে। ব্যাংক পুনর্গঠন, জ্বালানির মূল্য সমন্বয় বা কর প্রশাসনের পরিবর্তন-কোনোটিই সামাজিক প্রভাবের হিসাব ছাড়া করা উচিত নয়। দরিদ্র পরিবার, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও নিম্ন আয়ের শ্রমিককে সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন কোনো সরকারের জন্য চূড়ান্ত রায় নয়; এটি অর্থনীতির ঝুঁকি ও সম্ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন। সরকার যদি এসবকে কেবল সাময়িক চাপ বলে পাশ কাটায়, তবে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের দুর্বলতা আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে।

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.
- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters
Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435
Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি
ZAM ZAM
TRAVEL US
আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেটিং
হজ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
HOTEL
হোটেল বুকিং
ভিসা প্রোসেসিং
ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?
বিশেষজ্ঞ দল
যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
প্রিমিয়াম সহায়তা
নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা
ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR
এয়ার লাইন সমূহ
السعودية
SAUDIA
QATAR AIRWAYS
Emirates
TURKISH AIRLINES
ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিস্ট, নার্স, ফেডারেল জব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

Email: khanma663@gmail.com

COOL Multiservices LLC

Real Estate, Tax, Insurance & Consultancy
We Offer Mortgage
Wireless Communication Limo Service

শাহ্ হামজার স্মরণে
বিশ্বাসের উত্তরাধিকার, উৎকর্ষতার ভবিষ্যৎ

১৯৯৯ সাল থেকে কুল মাল্টিসার্ভিসেস এলএলসি আমাদের কমিউনিটির একটি নির্ভরযোগ্য ভরসার নাম। দীর্ঘ এই পথচলায় আমরা সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করেছি।
আজ আমরা গর্বের সাথে জানাচ্ছি–আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের সেবার পরিধি ও দক্ষতা আরও বিস্তৃত করেছি।
আপনি যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত সহায়তা চান, কিংবা নিজের স্বপ্নের একটি বাড়ির খোঁজে থাকেন–যে দলকে আপনি বছরের পর বছর বিশ্বাস করেছেন, সেই দল আজও আপনার পাশে আছে।

আমাদের প্রধান সেবাসমূহ

* ট্যাক্স প্রস্তুতি ও পরামর্শ
  দ্রুত, নির্ভুল ও সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞ সহায়তা।
* মর্টগেজ ও ঋণ সমাধান (প্রি এপ্রোভাল)
  সহজ শর্ত, প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার ও ব্যক্তিগত গাইডলাইন।
* রিয়েল এস্টেট সেবা
  বাড়ি কেনা বা বিক্রি–বাজার বিশ্লেষণ করে আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা।

আপনার স্বপ্নের বাড়ির শুরু এখান থেকেই

প্রথমবার বাড়ি কিনছেন?
আপনাকে আন্তরিক স্বাগতম।
এই প্রক্রিয়াকে জটিল মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহীদের জন্য প্রি-অ্যাপ্রুভালসহ প্রতিটি ধাপে পাশে থেকে সহায়তা করি, যাতে আপনার "স্বপ্নের বাড়ি" বাস্তবে রূপ নেয়।

কুল-এর সাথে যুক্ত হয়ে উপভোগ করুন
২৫ বছরেরও বেশি সময়ের সততা, অভিজ্ঞতা ও পেশাদার সেবার নিশ্চয়তা।

: যোগাযোগ :
১৯৭০১ হিলসাইড অ্যাভিনিউ, হলিস, নিউ ইয়র্ক ১১৪২৩

৭১৮-৮০৩-৮২০০

ইমেইল: coolmultiservicesllc@gmail.com

হ্যান্ডস অন
ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া

এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway)
170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন

347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

যুক্তরাষ্ট্রে চরমোনাই পীরের আগমন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের সানাই পার্টি হলে গোবাল টুরস এন্ড ট্রাভেলসের উদ্যোগে

আয়োজিত এ মাহফিলে প্রবাসী আলেম-উলামা, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটির সদস্যরা অংশ নেন। মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ধর্মীয় বয়ান পেশ করেন পীর সাহেব চরমোনাই। অনুষ্ঠানে ইসলামের শিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সমাজজীবনে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণের গুরুত্বনিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন জাতীয় ওলামা মাশায়েখ উম্মা পরিষদের সভাপতি মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য-সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহআলমাদানী এবং দলটির প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক উপকমিটির সদস্য-আলহাজ্ব এমদাদুল ফেরদাউস, গোবাল টু টুরস এন্ড ট্রাভেলসের কর্ণধার মোহাম্মদ শামসুদ্দীন বশিরসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। দোয়া মাহফিল সঞ্চালনা করেন মুফতি মুহাম্মদ ইসমাইল প্রবাসে ধর্মীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধের চর্চা অব্যাহত রাখা এবং নতুন প্রজন্মের সন্তানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংযোগ বজায় রাখার বিষয়টিও এ আয়োজনের মধ্যদিয়ে গুরুত্ব পায়। একই সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সৌহার্দ্য ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেও এ ধরনের আয়োজনের গুরুত্ব রয়েছে। মাহফিলে দেশ ও জাতির কল্যাণ এবং মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি

কামনায় দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিল পীর সাহেব চরমোনাইয়ের মাহফিল বাস্তবায়ন কমিটি, যুক্তরাষ্ট্র।

১৪ দিনের দাওয়াতি সফরে গত ১৩ অক্টোবর বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা হন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান দারুল উলুমনিউইয়র্কের প্রেসিডেন্ট সরদার বরকতুল্লাহ ও প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ফিকহ মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাইতুল আমান জামে মসজিদের প্রধান ইমাম মাওলানা আজির উদ্দিন, স্থানীয় ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিতসহ বিভিন্নধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ। আইটিটি ইউএসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাওলানা মো. শফিকুল্লাহ ক্যালিগ্রাফি উপহার দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। দারুল উলুম নিউইয়র্কের অর্ধশতাধিক শিক্ষক ও চার শতাধিক শিক্ষার্থীওপীর সাহেব চরমোনাইকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এ সময় তিনি প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। যুক্তরাষ্ট্রের সফর সূচিতে নিউইয়র্কের ব্রনক্স, ব্রুকলিন, বাফেলোসহ বিভিন্নএলাকায় ধর্মীয় আলোচনা, ইমাম ও আলেম সম্মেলন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মতবিনিময়ের কর্মসূচি রয়েছে।

ট্রাম্প ও ওবামার নির্বাচনী যুদ্ধ

১ পৃষ্ঠার পর

বিচারক, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, মন্ত্রিসভার সদস্য ও রাষ্ট্রদূতদের অনুমোদন দেয়। ফলে ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পের গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ আটকে দিতে পারবেন। ডেমোক্রেট তথা আমেরিকান রাজনীতিতে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ব্যালটে তার নাম না থাকলেও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থীদের জন্য ঘুরছেন স্টেট থেকে স্টেটে। অন্যদিকে ট্রাম্প মাঠ দাবড়াচ্ছেন রিপাবলিকানদের জন্য। ব্যাটল গ্রাউন্ড হিসেবে চিহ্নিত মিশিগান, ওহাইও, নর্থ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া ও নেব্রাস্কার মতো স্টেটগুলোতে ২ জুলাই আগে পিছে নির্বাচনী সভা করেছেন নিজ নিজ দলের প্রার্থীদের জন্য। ২ জনই একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণও করছেন। ট্রাম্প সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামাকে বাজে প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে ওবামা বলেছেন, ট্রাম্প রাজনীতিকে সার্কাসে পরিণত করেছেন। বুধবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা উভয়ই নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত ছিলেন। সিনেট ও গভর্নর পদের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অঙ্গরাজ্যগুলোতে তারা পাশাপাশি জনসভা করেছেন। জর্জিয়ায় ওবামা মুদ্রাস্ফীতি এবং ইরানের যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট উচ্চ ব্যয়ের সমালোচনা করেন। সেখানে তিনি ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর জন অসফ এবং গভর্নর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী আটলান্টার সাবেক মেয়র কেইশা ল্যান্স বটমসকে সমর্থন জানান। ওহাইওতে ট্রাম্প সমর্থন জোগাচ্ছিলেন সিনেটর জন হাস্টেডকে। তিনি পুনর্বার নির্বাচন করছেন এবং ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছেন। একই সঙ্গে তিনি সমর্থন দিচ্ছিলেন গভর্নরও পদপ্রার্থী বিবেক রামাস্বামীকে।

বৃহস্পতিবার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস জর্জিয়ায় জন অসফের সঙ্গে তিন দিনব্যাপী নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন। ডেমোক্র্যাটরা এই নির্বাচনে তাদের খরচের পরিমাণ কমিয়ে এনেছে, যা জন অসফের বিজয়ের ব্যাপারে তাদের আত্মবিশ্বাসেরই ইঙ্গিত। তবে গভর্নর পদের লড়াইটি এখনো বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। ফলে এমন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে যে, যেসব অঙ্গরাজ্যে অতীতে বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন, সেখানে অনেক ভোটার হয়তো ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রার্থীদের ভোট দিতে পারেন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ট্রাম্প ঘন ঘন রক্ষণশীল দুর্গগুলোতে সফর করছেন। সারা দেশে যেসব অঙ্গরাজ্য ঐতিহ্যগতভাবে রিপাবলিকান-ঘেঁষা ছিল, সেগুলো এখন রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানে পরিণত হয়েছে। এর একটি কারণ হলো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা হ্রাস। যার ফলে সিনেট নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং রিপাবলিকানদের তাদের শক্ত ঘাঁটিগুলোতেও এখন রক্ষণাত্মক অবস্থানে থাকতে হচ্ছে।

এদিকে সাবেক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ও সোশালিস্ট হিসেবে খ্যাত সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স ডোনাল্ড ট্রাম্পকেঅত্যন্ত বিপজ্জনক বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, আসন্ন নির্বাচনটি মূলত অর্থনৈতিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই। তিনি মনে করেন, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ হাড্ডাহাড্ডি হবে এবং জয়-পরাজয় নির্ভর করবে এমন একটি ব্যবস্থার পরিবর্তনের ওপর-যেখানে মাত্র ১ শতাংশ মানুষ বিপুল সম্পদ ও প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে। স্যান্ডার্সের নির্বাচনী পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের আধিপত্যের অবসান ঘটানো এবং ট্রাম্পকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা। তবে তাঁর এই প্রগতিশীল এজেন্ডা কেবল ট্রাম্পকে পরাজিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তিনি সামগ্রিক কাঠামোগত সংস্কারের ওপর জোর দিচ্ছেন, যাতে সরকার কেবল ধনী ব্যক্তিদের নয়, বরং সবার কল্যাণে কাজ করে। স্যান্ডার্স এমন এক অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে কথা বলছেন, যা মুষ্টিমেয় সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের পরিবর্তে সবার জন্য কাজ করবে।

সিনেটে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের দুজন করে সদস্য থাকেন। তাদের মেয়াদ হয় ছয় বছর। প্রতি দুই বছর পর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আসনে ভোট হয়। এবার যে ৩৫টি আসনে নির্বাচন হচ্ছে। এরমধ্যে ২২টি বর্তমানে রিপাবলিকান এবং ১৩টি ডেমোক্র্যাটদের দখলে। সিনেট জিততে ডেমোক্র্যাটদের নিজেদের ১৩টি আসন ধরে রাখার পাশাপাশি অন্তত চারটি রিপাবলিকান আসন ছিনিয়ে নিতে হবে। ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি পরিষদ দখল করতে চাইলে নিজেদের আসনগুলো ধরে রেখে রিপাবলিকানদের ৩টি আসন ছিনিয়ে নিতে হবে।

ইসলামবিদ্বেষী হামলার আশঙ্কায় মিশিগানে মুসলিম ভোটাররা

১ পৃষ্ঠার পর

কমিউনিটির মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে। উল্লেখ্য আব্দুলের বাবা মিশর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী ও নাগরিক হয়েছেন। আব্দুলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানেই। মিশিগানে এবারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিনেট নির্বাচন এই উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে এবং তাদের উদ্বেগকেও তীব্রতর করেছে। ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী ড. আব্দুল আল-সায়েদ নির্বাচিত হলে তিনি হবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম সিনেটর। তাঁর প্রার্থীতাকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী প্রচারণায় উসকানিমূলক ইসলামবিদ্বেষী মন্তব্য করা হয়েছে। এমনকি তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী মাইক রজার্সের প্রভাবশালী সমর্থকরা-যাদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও রয়েছেন-তাঁরাও বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন। অন্যদিকে, ইসরায়েলের কঠোর সমালোচনার কারণে ড. আব্দুল আল-সায়েদের বিরুদ্ধে ইহুদিবিদ্বেষ উসকে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যারা আজীবন ডেমোক্র্যাটিক দলকে ভোট দিয়ে এসেছেন, তাদের কেউ কেউ এখন মাইক রজার্সকে ভোট দেওয়ার কথা ভাবছেন। অথবা ভোটদান থেকে বিরত থাকার কথা বিবেচনা করছেন।

মিশিগানের সাউথফিল্ড শহরের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া মহাসড়কের ঠিক উত্তরেই রয়েছে 'কনগ্রে গেশন শারি জেদেক' একটি সুবিস্তৃত আধুনিক সিনাগগ, যা ১৯৬০-এর দশক থেকে ডেট্রয়েট শহরতলিতে ইহুদি সম্প্রদায়ের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করছে। রাস্তার অপর পাশে রয়েছে 'উম্মা' নামে একটি মুসলিম ধর্মীয় কেন্দ্র। ২০২৬ সালে চালু হওয়া এই কেন্দ্রটিতে প্রতি শুক্রবার বিকেলে হাজারো মানুষ নামাজ আদায় করতে আসেন।

উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই জাতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়া বিদ্বেষ নিয়ে উদ্বিগ্ন। তাদের মধ্যে এক নীরব অথচ গভীর ভয় কাজ করছে। যেকোনো সময় তারা ঘৃণামূলক অপরাধের শিকার হতে পারেন।

আর্থিক পরিকল্পনাবিদ এবং নিকটবর্তী ওয়েস্ট ব্লুমফিল্ডের 'টেম্পল ইসরায়েল'-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট অ্যান্ডি বকসেন বলেন, "এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে, আমাদের এমন একজন প্রার্থীর আশা করতে হচ্ছে যিনি অন্তত সবচেয়ে কম ক্ষতি করবেন। বর্তমান সময়ে আমরা গভীর যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।"

সাউথফিল্ড এবং পুরো ওকল্যান্ড কাউন্টি জুড়ে-যেখানে ইয়েমেনি কফি শপের পাশেই রয়েছে কোশার (ইহুদি রীতি অনুযায়ী অনুমোদিত) কসাইয়ের দোকান-সেখানে মুসলিম ও ইহুদি ভোটাররা মোট ভোটারের একটি বড় অংশ। এখানকার অনেক বাড়ির বিশাল সামনের আঙিনাগুলো একে অপরের সাথে মিশে গেছে, ঠিক যেমনটি মিশে আছে এখানকার শহরতলি এলাকাগুলো। অনেকে এখানে চলে আসেন উন্নত মানের পাবলিক স্কুলের আকর্ষণে। যার মধ্যে একটি হলো ব্লুমফিল্ড হিলসের সেই স্কুল, যেখানে ড. এল-সায়েদ পড়াশোনা করেছিলেন।

কয়েক দশক ধরে এই এলাকাটি ডেট্রয়েটের ইহুদি সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিত, যেখানে রয়েছে অনেকগুলো বড় সিনাগগ (ইহুদি উপাসনালয়)। নব্বইয়ের দশকে যখন ড. এল-সায়েদ বেড়ে উঠছিলেন, তখন থেকেই এখানে মুসলিমরা বসতি গড়তে শুরু করে। আর সেই থেকে এই সম্প্রদায় দ্রুতগতিতে বড় হয়েছে। একই এলাকায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ক্যালডিয়ান (ইরাকি ক্যাথলিক) সম্প্রদায়। যারা গত দুই প্রজন্মের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়েছেন।

এই এলাকাটিকে যেন পুরো যুক্তরাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে হতে পারে। আবার একই সঙ্গে এটি সম্পূর্ণ অনন্য। অন্য সব জায়গার মতোই, এখানকার ভোটাররাও জ্বালানি তেল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উচ্চমূল্য নিয়ে হতাশ। তবে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অনেক এলাকার তুলনায় এখানে পররাষ্ট্রনীতি ও স্থানীয় রাজনীতি একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে-যা অত্যন্ত জরুরি, ব্যক্তিগত এবং তীব্র অনুভূতির বিষয়।

অনেক ইহুদি ভোটার 'টেম্পল ইসরায়েল'-এ ঘটে যাওয়া হামলার পুনরাবৃত্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন। সেই ঘটনায় এক ব্যক্তি তার ট্রাক নিয়ে সিনাগগের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল, যা অল্পের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির কক্ষগুলোকে আঘাত করা থেকে বেঁচে যায়-যেখানে তখন ১৪০টি শিশু খেলছিল। অন্যদিকে, মুসলিম ভোটাররা ইসলামবিদ্বেষী হামলার আশঙ্কায় রয়েছেন; তাদের ভয়, তারা নিজে অথবা ড. এল-সায়েদ হয়তো এমন হামলার লক্ষ্যবস্তু হতে পারেন। মিশিগান কয়েক দশক ধরেই রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত, বিশেষ করে ডেট্রয়েটের শহরতলি এলাকাগুলোতে। তবে বর্তমানে এই বিভাজনের মূলে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ভয়, ক্রোধ ও ক্ষোভের এক তীব্র সংমিশ্রণ।

২০২৪ সালে, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কাছ থেকে অবহেলিত বোধ করায়-যাদের তারা ঐতিহ্যগতভাবে সমর্থন দিয়ে আসছিলেন-কিছু আরব ও মুসলিম ভোটার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাইমারি পর্যায়ে 'আনকমিটেড' (কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থীর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না থাকা) প্রচারণায় অংশ নেন। ইসরায়েলি সরকারের প্রতি প্রেসিডেন্ট জোসেফ আর. বাইডেন জুনিয়রের সমর্থনের বিষয়ে নিজেদের অসন্তোষ জানাতেই তারা তাকে সমর্থন দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এ বছর কিছু ইহুদি ভোটার-যারা ডেমোক্র্যাটিক জোটের অন্যতম প্রধান ভিত্তি-নিজেদেরকে পরিত্যক্ত বলে মনে করছেন। কারণ দলটির ভেতরে ইসরায়েলের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নাটকীয়ভাবে নেতিবাচক হয়ে উঠেছে।

সিনেট নির্বাচনী প্রচারণার পুরো সময়টা জুড়ে এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করেছে। ড. এল-সায়েদ ইসরায়েলকে দেওয়া মার্কিন সহায়তার সাথে অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোর যোগসূত্র টেনেছেন। তাঁর যুক্তি হলো, যে অর্থ সেখানে পাঠানো হচ্ছে, তা দিয়ে বরং দেশের ভেতরে স্কুল ও স্বাস্থ্যসেবার মতো খাতে অর্থায়ন করা যেত। এছাড়া তিনি দাবি করেছেন যে, হামাসের হামলার পর গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান কার্যত একটি গণহত্যার শামিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ইসরায়েল-পন্থী লবি 'আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি' তাঁকে পরাজিত করার লক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করেছে।

মুসলিম ও ইহুদি-উভয় সম্প্রদায়ই নিজেদের অত্যন্ত অরক্ষিত বলে মনে করছে। তাদের আশঙ্কা, তাদের সন্তানরা হয়তো এমন সব রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন দেখবে, যেখানে ড. এল-সায়েদকে 'অ-আমেরিকান' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, অথবা যেখানে ফিলের মতো শিশুশপথের উচ্চমূল্যের জন্য ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থনকে দায়ী করা হয়েছে।

উল্লেখ্য মিশিগান তথা ডেট্রয়েট এলাকাকে ঘিরে গাড়ি তৈরি হাব গড়ে উঠেছে কয়েক যুগ আগেই। গাড়ির কারখানাগুলোতে কাজ পাবার সুবাদে হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি ডেট্রয়েট ও এর পাশেপাশের এলাকায় বসবাস করছেন। গত ৪০ বছরে হাজার হাজার বাংলাদেশি নিউইয়র্ক ছেড়ে মিশিগানে বসতি স্থাপন করেছেন। বেসরকারি হিসেবে মিশিগানে প্রায় ১ লাখ বাংলাদেশি বসবাস করেন। মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে এই ভোট নিয়ে উত্তেজনায় তারা ও বিব্রত অবস্থায় রয়েছেন।

মিশিগানে মুসলিম বসতি সংখ্যা কত? : মিশিগানে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৫ লাখের মতো।এরমধ্যে রেজিস্টার্ড ভোটার সংখ্যা ৩ লাখের কাছাকাছি। মিশিগান যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সেখানে ৪ লাখেরও বেশি মুসলিম বসবাস করেন। এই জনগোষ্ঠী অঙ্গরাজ্যটির মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪ শতাংশ। তারা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভোটার গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে উঠেছে। যা রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের ক্রমবর্ধমান মনোযোগ আকর্ষণ করছে। মিশিগানের মুসলিম জনসংখ্যা কেবল যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম মুসলিম গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেই অন্যতম নয়, বরং এটি একটি বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পটভূমিরও প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের মধ্যে আরব, দক্ষিণ এশীয় এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যক আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলিম অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

মিশিগানে ইহুদি বসতি সংখ্যা কত? : পুরো মিশিগান জুড়ে প্রায় ১ লাখ ২৯ হাজার ইহুদি বসতির কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে ভোটার সংখ্যা কত তা জানা কঠিন। কেননা ধর্মীয় বিবেচনায় ভোটার সংখ্যা গণনা করা হয় না। তবে ধারনা করা হয়, ১ লাখ ২৯ হাজারের মধ্যে ৮০ হাজার রয়েছেন। করে থাকে তবে এই সংখ্যাটি মূলত নির্বাচনী কৌশল ও গণমাধ্যমের বয়ানের প্রয়োজনে ব্যবহৃত একটি আনুমানিক হিসাব। মিশিগানে ঠিক কতজন ইহুদি ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত আছেন তার কোনো আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান নেই। ধর্মভিত্তিক নিবন্ধনের তথ্য কিংবা সাম্প্রতিক সময়ে পুরো অঙ্গরাজ্য জুড়ে ইহুদি ভোটারদের নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য গবেষণার অভাব রয়েছে।

মিশিগানের জনসংখ্যা : মিশিগানের জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ১ লাখ ৬৫ হাজার। এর মধ্যে রেজিস্টার্ড ভোটার সংখ্যা ৭৯ লাখ ৯৬ হাজার ২৫০ জন। ২০২৪ সালের সাধারন নির্বাচনে শতকরা ৭৫ ভাগ ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন। (তথ্যসূত্র-নিউইয়র্ক টাইমস, উইকিপিডিয়া)

বাংলাদেশীদের ভোট চাইলেন অ্যাটর্নী জেনারেল লেটিশিয়া জেমস

৩ পৃষ্ঠার পর

কমিউনিটির কদর বাড়ছে। এদিকে আগামী ৩ নভেম্বর মঙ্গলবারের নির্বাচনে বাংলাদেশী কমিউনিটির ভোট চেয়েছেন নিউইয়র্কের অ্যাটর্নী জেনারেল লেটিশিয়া জেমস। গত ২১ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাংলাদেশী অধ্যুষিত কুইন্সের জ্যামাইকার একটি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি ভোট প্রার্থনা করেন। 'বাংলাদেশী কমিউনিটি মিট এন্ড গ্রীট' শীর্ষক ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে একমাত্র বক্তা ছিলেন লেটিশিয়া জেমস। এসময় কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অ্যাটর্নী জেনারেল লেটিশিয়া জেমস বক্তব্য রাখার পর অনুষ্ঠানের মডারেটর নবীর কয়েকটি প্রশ্নের খোলামেলা উত্তর দেন। এসময় তিনি বলেন, অভিবাসীদের অধিকার রক্ষাই তার প্রশাসনের প্রধান কাজ ও লক্ষ্য। তিনি বলেন, আমরা নিউইয়র্ক সিটি সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে নানা অন্যায়-অবিচার দেখছি। অনেকের স্ন্যাপ, মেডিকেড কেড়ে নেয়া হচ্ছে। সম্মিলিতভাবে এইসব প্রতিরোধ করতে হবে। আর এজন্য ভোট কেন্দ্রে আসতে হবে এবং ভোট দিতে হবে। তিনি বাংলাদেশী-আমেরিকান সকল ভোটার সহ তাদের প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের তাকে সহ ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীদের ভোট দেয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'এক একটি ভোট সকলের ভয়েস এবং পাওয়ার'। তিনি বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটি 'গ্রোয়িংআপ কমিউনিটি'। ভোটের মাধ্যমে সিটি এবং স্টেট পলিসি পরিবর্তনে এই কমিউনিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

লেটিশিয়া জেমস বলেন, আমরা নিউইয়র্ক সিটির স্কুলে ফ্রি ফুড-এর ব্যবস্থা করেছি। আগামীতে স্টেট ওয়াইড স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি ফুড বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সিটিতে ফ্রি ফুড বিতরণ কর্মসূচীও অব্যাহত থাকবে। তিনি হাউজিং সমস্যা এবং আইন-এর হয়রানী সহ যেকোন সমস্যায় তার অফিসে যোগাযোগ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, নির্বাচনের সময় আইস বা কোন ন্যাশনাল গার্ড কোন সমস্যা করবে না। প্রয়োজনে তিনি তার অফিসের প্রটেকশন হটলাইন-এ যোগাযোগ করারও আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সালেহ আহমেদ, শেকিল চৌধুরী, রেজাউল করীম চৌধুরী, খন্দকার তারিকুল ইসলাম, শাহারিয়ার রহমান, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, জে মোল্লা সানী, বিলাল আহমেদ চৌধুরী, ফিরোজ কবীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের নাগরিকদের রাশিয়ার যুদ্ধে পাচার

৩ পৃষ্ঠার পর

৬০ বছরের মধ্যে। তাদের অধিকাংশই অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্য। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাও সীমিত।

প্রতিবেদনে রাশিয়ায় ভ্রমণের জন্য ইস্যু করা ব্যবসায়িক ভিসার প্রসঙ্গে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিয়োগের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কমিশন এমন কিছু ভিসার অনুলিপি পেয়েছে, সেগুলোতে দেখা যায়, রাশিয়ার একটি বেসরকারি কোম্পানি ওই ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিয়োগ এজেন্টরা বিদেশি নাগরিকদের আকর্ষণীয় বেতনের বেসামরিক চাকরির প্রস্তাব দিতেন। পাশাপাশি তাদের ভিসা, ভ্রমণসংক্রান্ত কাগজপত্র ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেয়া হতো। দলবদ্ধভাবে তাদের রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়ার পর অনেককে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে রুশ ভাষায় লেখা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়।

প্রায়ই তাদের পাসপোর্ট ও মুঠোফোন কেড়ে নেয়া হতো। এরপর তারা জানতে পারেন, যে বেসামরিক চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেটি নয়; বরং তাদের রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করতে হবে।

পরবর্তী সময়ে নিয়োগ করা এসব পুরুষকে ইউক্রেনের সম্মুখযুদ্ধের অবস্থানে মোতায়েন এবং তাদের উচ্চঝুঁকিপূর্ণ সামরিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কমিশনের তথ্য, তাদের অনেকেই নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন, বন্দি হয়েছেন অথবা নিখোঁজ বলে প্রতিবেদন করা হয়েছে।

নিখোঁজ স্বজনদের খোঁজ করা কিংবা তাদের মৃত্যুর পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘদিন অনিশ্চয়তা ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কমিশন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বিদেশি নাগরিকদের নিয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনায় রুশ কর্তৃপক্ষ মানবপাচার এবং অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়েছে।

প্রতারণামূলক বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রস্তাব এবং বিদেশি সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের জন্য অভিবাসনের পথ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের শোষণের আশঙ্কার বিষয়টি সামনে এনেছে তালিকায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি।

তবে কতজন বাংলাদেশিকে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কতজন নিহত, আহত বা নিখোঁজ হয়েছেন, সে বিষয়ে প্রতিবেদনে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত প্রত্যেক বিদেশি নাগরিকই যে মানবপাচারের শিকার হয়েছেন, তা নয়।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।
Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com
মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন
নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243
37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
ATTORNEY ADVERTISING

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে
TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES
রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA- ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office:
37-18-74th Street, 2nd Floor,
Jackson Height, NY 11372
Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office:
184-02 Hillside Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস
Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services

Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmangfs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

KARNAFULLY TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc Approved

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

কর্ণফুলি ট্রাভেল
আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC

Best Choice for your trip

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

- 24 Hours Service
- Experienced & Professional Driver
- Affordable Price
- Airport Service
- Long Distance - Short Distance Hourly Service
- Special Occasions Service
- Wheelchair Available
- Corporate Transporation

Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825

2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com

We arrange
Base Letter & Base Affiliate

Amader Service.com

Your Trusted Service Partner

আমাদের সেবাসমূহ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী

হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেক্ট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা

অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিসট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার

এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।

Get all services you need in one place from professional expart, at home!

এ্যাপসটি ডাইনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।

GET IT ON Google Play | GET IN ON App Store

CONTACT

+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410

www.amaderservice.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO

917-476-6628, 718-371-8334

www.neherphotography.weebly.com

MINA BAZAR
মিনা বাজার
71-10 35th Ave
SUPERMARKET & FRESH ZABIHA HALAL MEAT • FISH • FRUITS & VEGETABLES
718-639-6462
HALAL
জ্যাকসন হাইটস'র ৩৫ এভিনিউতে ফ্রেশ মাছ -মাংস এবং তাজা শাক-সবজি ও ফল-মূল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সমাহার নিয়ে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত !
* সুলভ মূল্য ও সততাই আমাদের বৈশিষ্ট
* সর্বদা টাটকা ও ফ্রেশ পণ্য সরবরাহ করা হয়
* ছোট -বড় সব ধরণের দেশীয় মাছ পাওয়া যায়
আমরা কোরবানীর অর্ডার নিচ্ছি
মিনা বাজার সুপার মার্কেট
MINA BAZAR SUPER MARKET
71-10 35TH AVENUE, JACKSON HEIGHTS
718-639-6462

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

আমেরিকা তথা নিউইয়র্ক এ একটি গর্বিত বাড়ির মালিক হতে চান?

আমরা স্বাচ্ছন্দ্য মুল্যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

REALTOR MLS EQUAL HOUSING LENDER

KAZI N JALAL
Licensed Sale Agent

ARA REALTY SERVICES INC

A full Service Real Estate Brokerage of Professional Company

158-10 84th DriveJamaica, NY 11432
Email: realtornykazi@gmail.com
Office: 917-417-6766
Cell: 516-439-0156

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

IRS e-file Provider

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

tax refund

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

OUR SERVICES

- পোষ্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম. টি. এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরী
- কভার লেটার
- সিটিজেনশিপ এপ্লিকেশন প্রসেসিং
- নিউ পাসপোর্ট/রিনিউয়েল
- ডুয়েল সিটিজেনশিপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- সোশ্যাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটারম্যান্ট বেনিফিট

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

Phone/Fax: 917-200-6160

আমাদের প্রতিশ্রুতি – নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও সাশ্রয়ী মূল্যের ইন্স্যুরেন্স সেবা প্রদান করা

EnR Insurance BroKerage

একটি বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

4122 75th Street
Elmhurst, NY 11373
(718) 310-0413

আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেবাসমূহঃ

হোম ইন্স্যুরেন্স
- Home/ Co-op/ Condo/Renters
- High Value Home
- Vacant Property/ Land
- Builders Risk

Home Business
Masjid, Church & Temple
Umbrella Insurance & More

কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স
- Commercial Property
- Commercial Package Policy
- Business Owners Policy
- Disability Insurance
- Workers' Compensation
- Professional Liability
- Construction Insurance
- One Day Event

আমরা মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স সেবাও দিয়ে থাকি
Providers: HealthFirst, VNS, United, WellCare, Aetna, Fidelis Care

Home Insurance Carriers
DB Insurance, Hyundai, Liberty Mutual, Otsego Mutual, Travelers, Associated Mutual, Sterling, Kingstone, Security Mutual & More.

Mohammed Tohin, Broker
info@enrinsurance.com
Fax: (718) 650-2245
www.enrinsurance.com

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

TOUR Packages

১ দিনের ট্যুর (নিউইয়র্ক থেকে)

বস্টন ভ্রমণ	$ ১১৯
আমেরিকান ড্রিম মল	$ ৩০
ওয়াশিংটন ডিসি	$ ১০৯
ফিলাডেলফিয়া (চেরি ব্লসম)	$ ১০৯
লেগোল্যান্ড, নিউইয়র্ক	$ ১৪৮
চুয়াং ইয়েন মনাস্ট্রি ও মহাযান টেম্পল	$ ৭৮
ফল সংগ্রহ ও হ্যাপি ফার্ম	$ ৬৮
জিম থার্প (সুইস টাউন, পেনসিলভেনিয়া)	$ ৮৮
লিউইন ফার্মস, ন্যাভেজারস বাই দ্য বে ও ট্যাঙ্গার আউটলেটস	$ ৬০
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির (রবিনসভিল) ও লংউড গার্ডেন্স	$ ৬৮
লং আইল্যান্ড গেম ফার্ম, শিশুদের চিড়িয়াখানা, ভ্যান্ডারবিল্ট মিউজিয়াম ও প্ল্যানেটেরিয়াম	$ ৬৮

২ দিনের ট্যুর

ফিলাডেলফিয়া+ওয়াশিংটন ডিসি	$ ২৪৮
কেপ মে	$ ৩৪৮
স্টারগেজিং ট্যুর	$ ৩৪৮
নিউ হেভেন+রোড আইল্যান্ড+বস্টন	$ ২৫৮
নায়াগ্রা+ওয়াটকিন্স গ্লেন+ফিঙ্গার লেক	$ ১৮৮
অ্যালিস টাউন ও মার্থাস ভিনইয়ার্ড	$ ৩৩৮
থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস+কর্নেল ইউনিভার্সিটি+ওয়াইনারি	$ ২৮৮
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির+আমিশ ফার্ম+হার্শি চকলেট ওয়ার্ল্ড	$ ৩১৮
ওয়াশিংটন ডিসি (চেরি ব্লসম)+স্মিথসোনিয়ান+ওল্ড টাউন আলেক্সজান্দ্রিয়া	$ ১৯৮

৩ দিনের ট্যুর

নায়াগ্রা ফলস+বস্টন	$ ৩২৮
নায়াগ্রা ফলস+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪২৮
ওয়াশিংটন ডিসি+নায়াগ্রা ফলস	$ ২৮৮
নায়াগ্রা ফলস+টরেন্টো+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪৬৮
বস্টন+পোর্টল্যান্ড+আকাডিয়া ন্যাশনাল পার্ক	$ ৪৯৮

বুকিং ও তথ্যের জন্য আজই যোগাযোগ করুনঃ

ট্যুরস্ এন্ড ফান

136-21 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11418
917-378-4921, 929-928-5001
info@toursandfun.com | www.toursandfun.com

আমরা মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়াতেও ট্যুর প্যাকেজের ব্যবস্থা করি।

আরামদায়ক পরিবহন • অভিজ্ঞ গাইড • পরিবার ও গ্রুপের জন্য বিশেষ ছাড়!

NY INSURANCE

BROKEAGE INC.

NY I
NY INSURANCE BROKERAGE

TLC INSURANCE SPECIALIST

718 476-2025

NY CAR & LIMO

SERVICES INC

NY CAR & LIMO SERVICES INC B02902

BLACK & GREEN CAR BASE

718 727 4444

BEGINNER'S

DRIVING ACADEMY

YOUR DRIVER LICENSE IS OUR RESPONSIBILITY

929 244-7730

DMV EXPRESS

NEW YORK ABC-1234

PLATES
NEW, SURRENDER & TRANSFER

TITLE
NEW & DUPLICATE TITLE REQUEST

REGISTRATION
NEW, REPLACE, RENEWAL & TRANSFER

929-244-7730

EXCELSIOR

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

MAXIMIZE YOUR REFUND

CLAIM EVERY CREDIT & DEDUCTION YOU DESERVE

Tax Prep & Consulting Services for Individuals & Businesses

Our Services

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

- **Individual** Tax Preparation (Form W-2, 1098, 1099 ...)
- **Business** Tax Preparation (Corporation, LLC, Partnership, Not-for-Profit ...)
- **Self-Employed** Tax Preparation (Uber, Lyft, Taxi ...)
- **Amended** Tax Preparation
- **Sales** Tax Preparation
- **Tax Planning & Consulting**
- **Year-Round Support**
  Notary, Immigration, RAPID DIVORCE, Insurance – 7702 Plan, Copy, Scan, Print, E-mail ...
- **BUSINESS SETUP** LLC, INC., Not-for-Profit, Nonprofit...

Notary Public

You Can Trust Us for Accurate, Reliable, and Professional Tax Filing.

30 MINUTES NO OBLIGATION FREE CONSULTATION

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant
347-266-3376, 646-651-0945

Nadira Hossain, MA
Tax Assistant
646-651-2787

ICOR Multi Services Inc.
icormultis@gmail.com
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

PAY LESS TAXES

PROVEN TAX STRATEGIES

The IRS won't tell you which CREDITS & DEDUCTIONS you are missing—but I WILL.

Small Business Owners, Rental Property Owners, Self-Employed Individuals, and Investors...
Discover what you have been overlooking ...

Customize Tax Planning Can Maximize Your Tax Savings

Tax-Advantaged Accounts are Dedicated Savings Vehicles—Specially Designed to Give You and Your Family Extra Tax Benefits in Exchange for Saving Money for Specific Goals- Like: Retirement, Education, Wealth Creation, Financial Security ...

- **Retirement Plans** - 401(k), IRA, Roth IRA ...
- **Education plans** - 529 Plan, Coverdell ESA, UGMA/UTMA ...
- **Health Savings Account** - HSA
- **Flexible Savings Account** - FSA
- **Achieving a Better Life Experience Account** - ABLE
- **Tax-efficient investment** - ETFs, Index Funds ...
- **Tax-advantaged investment** - Municipal Bond, Treasury Bond ...

INSURANCE LIFE HEALTH DISABILITY

Income Continuation Plan – 7702 Plan – Permanent Life Insurance is a Hybrid Financial Tool / Unique Blend of Financial Protection for you & your business, assets and family / Tax Exempt Financial Asset: MULTI-PURPOSE FUND for you to access for any reason without penalty & taxes – Emergencies, Education, Retirement, Opportunities ... while FINANCIAL SECURITY & TAX-FREE INCOME for your family and loved ones.

Estate Planning : can be used to Equalize Inheritances or Provide Funds For Estate Taxes...

I am a Professional Financial Coach, Tax Advisor, and Licensed Insurance Broker

I am happy to assist you with your Financial Planning, Tax Planning, Budgeting, Debt Management, and Insurance Needs

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant

ICOR Multi Services Inc.
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372
347-266-3376, 646-651-0945 icormultis@gmail.com

HP

HAVEN POINT

HOME CARE INC.

A Home Health Care Consultant

PCA HOME CARE SERVICE

আমরা সর্বোচ্চ রেট পেতে সহযোগিতা করছি

আপনি কি PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদানে সহায়তাসহ হোম কেয়ার সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকি।

ডে কেয়ারের সেবা নিলে পাচ্ছেন সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
470 447 8625
917 519 1151

ডে কেয়ার ও হোম কেয়ার সেবা নিতে আজই যোগাযোগ করুন

1088 Liberty Ave. Brooklyn, NY 11208

First Time in NY
COMMUNITY CONNECT
Scan to Register
Tuesday June 17th, 2025
5.00 PM - 7.30 PM
150 State Street 4 FL
Albany 12207 NY
Speakers
The Next Bangladesh:
Powered by its Global Citizens (NRBs)
Quazi M. Ahmed
LLB, MBA (IBA), MA (Japan), IMP (NYU, USA), CISS (Norway)
Global Leadership Trainer & Coach
Founder & President, BOND
CEO, Global Center of Excellence, LLC
Cybersecurity Awarness:
Protecting Ourselves and Our Community
Mahbub Rahman
IT Professional & Career Coach
Founder & CEO at Sustain Secure and The Triple Zero LLC
Refreshments will be served
Hosted by
MAJESTIC TOUCH
Organizing Partners
BOND
SUSTAIN SECURE
QUAZI consultants
GLOBAL
EAGLES BOOST
triplezero
CXO GLOBAL ALLIANCE
America TECH

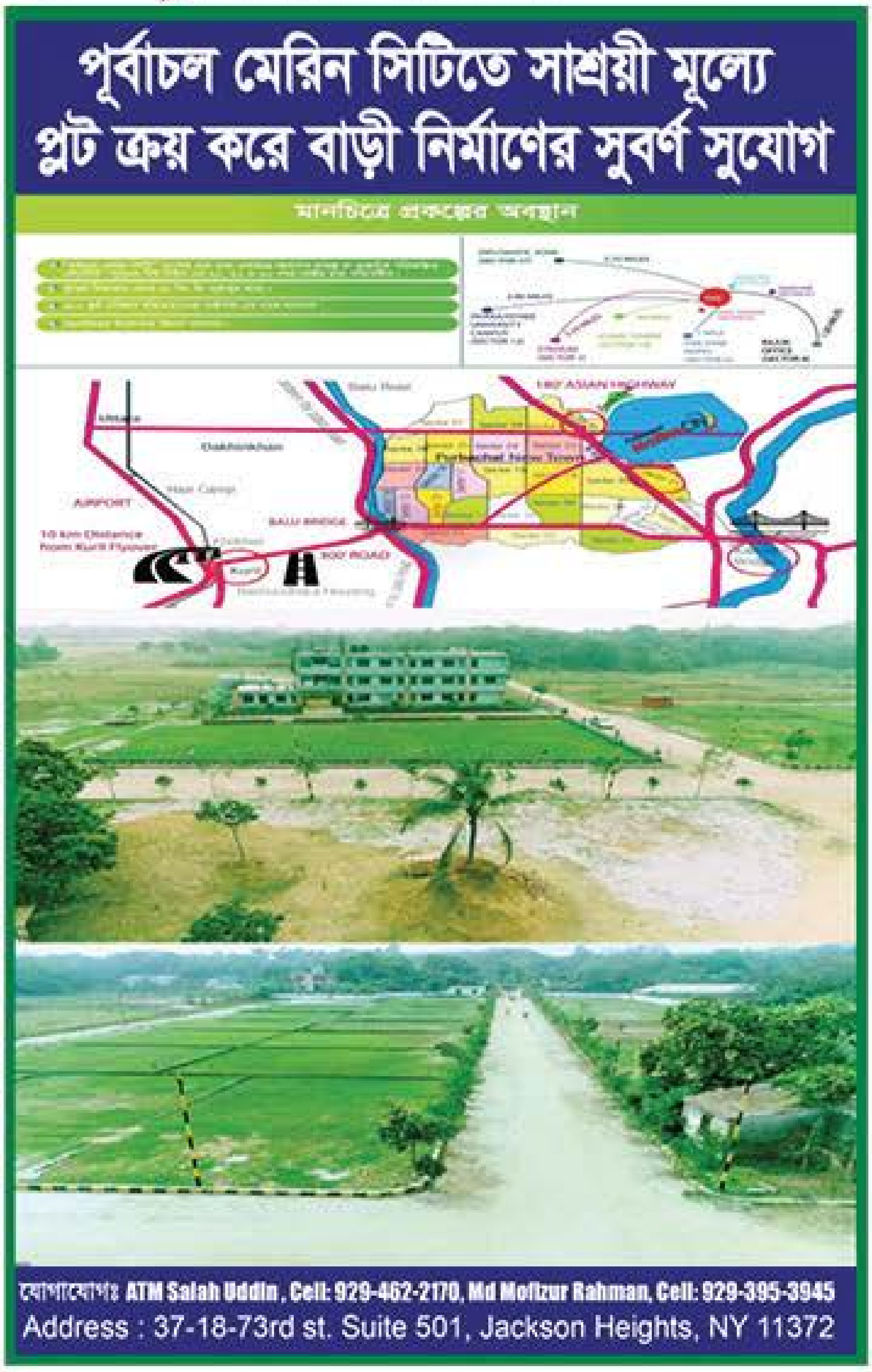
পূর্বাচল মেরিন সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে
প্লট ক্রয় করে বাড়ী নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ
মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান
যোগাযোগঃ ATM Salah Uddin, Cell: 929-462-2170, Md Mofizur Rahman, Cell: 929-395-3945
Address : 37-18-73rd st. Suite 501, Jackson Heights, NY 11372

Video & Photo
PRODUCTION
SERVICES
DFC TV
DREAM FRAME CREATIVE
সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার?
আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!
• Brand Videos
• Event Coverage
• Product Demos
• Corporate Videos
• Video Editing
আমাদের সেবাসমূহ:
ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন)
কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও
সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট
লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube)
ডকুমেন্টারি
ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও
—সবকিছু এক ছাতার নিচে!
Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979
Website
www.dfcreative.org
Location
Jamaica, NY 11432

UB GROUP
US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.
Chandan Gupta
President
347-239-3408
Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250
Authorized e-file Provider
One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com
Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services,
Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড
লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।
শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে
সহযোগীতা প্রদান করা হয়
Fazle Shohag Khan
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

Charles Rutenburg Realty Inc.

255 Executive Drive, Suite 104, Plainview, New York 11803
Office: (516) 575-7500 | Fax: (516) 575-7501
www.crrli.com

আমরা বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় করিতে সহায়তা করে থাকি।

OneKey MLS

Shamsud Doha
Licensed Real Estate Salesperson
(718) 415-0013
doha57@aol.com

• RESIDENTIAL • CO-OP & CONDO • SHORT SALE • FORECLOSURES

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية

ALAM MEDICAL

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician

আমাদের সেবাসমূহ :

- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

WIN ZONE REALTY INC.

Licensed Real Estate Broker

Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.

রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর

Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760

Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK

FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ইন্টারেষ্ট রেট কম
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- ইনভেষ্টমেন্ট
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?

We Pay The Highest Rate

Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES

- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

ঈদ উপলক্ষে 10% DISCOUNT

DUO NEST

REAL ESTATE TUTORING CENTER

নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!

DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি

কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?

দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।

শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।

আমাদের সুযোগ ও সুবিধা

- এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
- আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
- দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
- পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
- সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
- পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
- রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434

duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

10 YEARS

GOLDEN AGE HOME CARE

ANNIVERSARY Celebrations

INVITATION

It is with great pleasure that we cordially invite you to join the 10th anniversary celebration of Golden Age Home Care.
We anticipate the honor of your presence and look forward to commemorating this milestone occasion.
Your attendance would undoubtedly enhance the event's significance and prestige. We eagerly await your response and welcome.

Shah Nawaz, MBA CIP
President & CEO

Sunday, November 08, 2026
Time 6:00 pm

Venue: NY LaGuardia Airport Marriott Hotel
Grand Ballroom
102-05 Ditmars Blvd, East Elmhurst NY 11369

PLEASE RSVP @ 646-591-8396

GOLDEN AGE 10 YEARS ANNIVERSARY 2016 - 2026

ন্যাশনাল ইমিগ্রান্টস ডে উপলক্ষ্যে সাত জনকে সম্মাননা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

এনামুল হক এবং জ্যাকসন হাইটস ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শিব দাস।
ইমিগ্রান্টস ইন্টারন্যাশনালের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মঈন চৌধুরী, এসকিউর নেতৃত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা অংশ নেন। ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি অভিবাসীদের পাশে দাঁড়ানো, কৃতী ব্যক্তিদের স্বীকৃতি এবং নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে কাজ করছে এই সংগঠন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিরেক্টর

তরিকুল ইসলাম মিন্টু। সংগীত পরিবেশন করেন শাহ মাহবুব, কামরুজ্জামান বকুল, প্রেমা রহমান, মিঠুন হক ও নাসির। নৃত্য পরিবেশন করেন লিয়ানা। উপস্থাপনায় ছিলেন রুকি আলিয়ান ও বাবু জামান। কেক কাটা, নৈশভোজ ও পরিচয় বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আয়োজন শেষ হয়।

জেএমসি'র ফান্ড রেইজিংয়ে মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

তিনতলা ভবন চার তলায় বর্ধিত করা হচ্ছে। এজন্য চার মিলিয়ন ডলারের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সম্প্রসারণ প্রকল্পের ৫০ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। প্রকল্পের বাকী কাজ এগিয়ে চলেছে এবং এই প্রকল্প শেষ করতে আরো দুই মিলিয়ন ডলার অর্থের প্রয়োজন। এমন প্রয়োজন মেটাতে আয়োজন করা হয় বিশেষ ফান্ডরেইজিং ডিনারের। এতে নগদ, চেক ও প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে প্রায় এক মিলিয়ন ডলার সংগৃহীত হয়েছে। নিউইয়র্ক লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে গত ২৪ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত বিশেষ ফান্ডরেইজিং ডিনার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন রাওদাহ ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শেখ ড. জাকির আহমেদ ও জেএমসি'র ডিরেক্টর ইমাম শামসী আলী এবং কী নোট স্পীকার ছিলেন ইন্টারফেইথ ডলার, ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের সানফ্রান্সিসকোর মসজিদ আল রিবাত-এর ইমাম শেখ ওসমান বিন ফারুক। অনুষ্ঠানে ফান্ডরেইজিং-এর মূল পর্ব পরিচালনা করেন জেএমসি'র প্রধান ইমাম ও খতিব মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। এসময় ট্রাস্টিবোর্ড ও ইসি কমিটির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেএমসি'র সেক্রেটারী মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কারী নূহ আওফান। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফান্ডরেইজিং কমিটির চেয়ারম্যান আফতাব মান্নান ও জেএমসি'র বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান ডা. মাহবুবুর রহমান তুহিন। পরবর্তীতে জেএমসি'র সম্প্রসারিত প্রকল্পের বিস্তারিত তুলে ধরেন জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. নাজমুল এইচ খান। এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জেএমসি'র বোর্ড অব ট্রাস্টির ভাইস চেয়ারম্যান ও সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক।
ডা. নাজমুল এইচ খান পবিত্র রমজান মাসের আগেই প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, জেএমসি দেখে তখন সবার ভালো লাগবে এবং জেএমসিতে পাঁচ হাজারের বেশী মুসল্লী একত্রে নামাজ আদায় করতে পারবেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি জেএমসি'র প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৫০ হাজার ডলার দান করেন। এরমধ্যে কেউ কেউ তাদের পরিচয় গোপন রাখেন। এছাড়াও অনেকেই ৩০, ২৫, ২০, ১০ হাজার করে এমনকি দুই/এক হাজার ডলারও দান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নতুন প্রজন্মের কেউ কেউ তাদের সঞ্চয় করা অর্থও দান করেন। জেএমসির নতুন সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় আরো ৫ হাজার ৬৫০ বর্গফুট আয়তন বাড়বে। ফলে বর্তমান ৯ হাজার ৮৪০ বর্গফুট মিলে মোট আয়তন দাঁড়াবে ১৫ হাজার ৪৩৪ বর্গফুট।

যৌন নির্যাতনের অভিযোগে চিকিৎসক গ্রেফতার

১ পৃষ্ঠার পর

অক্টোবর সকালে তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ এনওয়াইপিডি। অভিযুক্ত চিকিৎসকের নাম ডা. ফজলুল ইউনুস। পুলিশ জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে তৃতীয় মাত্রার যৌন নির্যাতনের দুটি অভিযোগ, জোরপূর্বক স্পর্শ এবং শিশুর কল্যাণ বিপন্ন করার মতো অভিযোগ আনা হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, অভিযোগের ঘটনাগুলোর মধ্যে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরী এবং ২০ বছর বয়সী এক নারী রয়েছেন বলে জানা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক পোস্টসহ মূলধারার মিডিয়ায় এই সংবাদটি গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হয়েছে। এমন ঘটনায় অন্য কেউ নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকলে তাকে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছে এনওয়াইপিডি। সংস্থাটি অভিযুক্ত চিকিৎসকের একটি ছবিও প্রকাশ করেছে।

রুহুল ও সেলিম ভাই উভয়েই অর্থ দিতে চেয়েছিলেন

১ পৃষ্ঠার পর

সেলিমের কাছে কোন অর্থ চাইনি। এটা ডাহা মিথ্যা কথা। বরং ২০২৪ সালে সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা আব্দুল মান্নানের মধ্যস্থতায় ৫ হাজার ডলার দিয়েছিলেন। গাড়িতে বসে এ অর্থ দেয়ার প্রস্তাব করেন রহুল আমিন। আমি ১০ হাজার ডলারের কথা বলেছিলাম। সাথে মেম্বারশীপ ফিরে দেবার দাবি ছিল। পরবর্তীতে তা কার্যকর হয়নি। বর্তমান কমিটির সময়েও সেলিম ভাই ও আলী ভাইয়ের উপস্থিতিতে তাদের এটর্নির সাথে ২০২৫ সালে বৈঠক হয়। আমার দাবি ছিল, মনোনয়নপত্রের ফি কমাতে হবে। ভোটারদের স্বাক্ষর ভেরিফিকেশন করার বিধান রাখতে হবে। সাংবাদিকদের সামনে সমঝোতা স্বাক্ষরিত হবে। আমার নির্বাচন করার সুযোগ নিশ্চিত করুন। আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় জ্যাকসন হাইটে একজন লাইফ মেম্বারের অফিসে। সেখানে লাইফ মেম্বার করা ও অর্থ প্রদানের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। আমার দাবি ছিল আমার লিগ্যাল ফি'র অর্থ। তা ৫০/৬০ ডলারের ওপরে। পরে তাদের অসহযোগিতায় সমঝোতা সফল হয়নি। এমতাবস্থায় মামলার বিকল্প ছিল না।
এদিকে আতাউর রহমান সেলিম আজকালকে বলেন, লিগ্যাল ফি চাওয়া কি অর্থ চাওয়া নয়? আমি যথার্থই বলেছি। তিনি বলেন, আজ সাবেক প্রধান নির্বাচন এডভোকেট জনি বলছেন ওসমান তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা করেছে। তিনি যখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন তখন ২ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছিলেন কোন ক্ষমতা বলে? তারা মামলা করলে জনি সাহেব এর বিরোধিতা করেছিলেন। তখন তাদের অধিকারের কথা তার মনে ছিল না কেন?

নির্বাচন বানচালের প্রতিবাদে ব্রঙ্কসে সেলিম-আলী প্যানেলের সভা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বদরুজ্জামান রুবেলের সঞ্চালনায় এবং আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান মবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য আব্দুল হাসিম হাসনু। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য মনসুর আহমেদ এবং গীতা পাঠ করেন পল্টন সরকার।
জনৈক উসমান চৌধুরীর মামলার প্রেক্ষিতে ব্রুকলিন সুপ্রিম কোর্ট ২৫ অক্টোবরের নির্বাচনে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন এবং আগামী ১৭ ডিসেম্বর শুনানির দিন ধার্য করেন। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সোসাইটির আর্থিক ক্ষতি হয়েছে এবং ৩৫ হাজার ভোটারের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের অধিকার সাময়িকভাবে হরণ করা হয়েছে।
সভায় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, উসমান চৌধুরী সোসাইটির মঙ্গল চান না। তিনি ২০১৮ সাল থেকে মামলা করে করে সোসাইটির শুধু আর্থিক ক্ষতি করছেন না, বরং সোসাইটির মান মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করছেন এবং সাধারণ সদস্যদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বক্তারা বলেন, একজন উসমান চৌধুরী একা এমন কাজ করছেন

আসলে ভুল হবে, তার পেছনে আরও অনেকের হাত রয়েছে। তিনি চাইলে দুই মাস আগে কোর্টে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি নির্বাচনের দুই দিন আগে কোর্টে গেলেন নির্বাচন বন্ধ করতে, যখন ভোট উৎসবের সব কাজ সম্পন্ন এবং বেশ বড় অংকের টাকা ইতিমধ্যে খরচ করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রার্থী ও তাদের কর্মী সমর্থকরা যখন প্রস্তুত, তখন এই স্থগিতাদেশ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি রোধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে মামলাবাজদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বক্তারা এই হীন কর্মের প্রতি ঘৃণা ও প্রতিবাদ জানান। বক্তারা দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন ব্রঙ্কস ব্যুরো প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা মজুর আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, ব্রঙ্কস ব্যুরো প্রধান সমন্বয়কারী মুমিনুল ইসলাম মুমিন, মূলধারার রাজনীতিবিদ আব্দুল শহীদ, ব্রঙ্কস ব্যুরো যুগ্ম আহ্বায়ক সোহান আহমেদ টুটুল, কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হাজী এনাম মিয়া দুলাল, ব্রঙ্কস ব্যুরো যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, সিনিয়র সিটিজেন ফোরামের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী, ব্রঙ্কস ব্যুরো যুগ্ম সদস্য সচিব ফরহাদ আলম লিটু, কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক নাসের আহমেদ মানিক, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সাবেক সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, হবিগঞ্জ জেলা সমিতির সভাপতি সাব্বির আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের সিনিয়র সহসভাপতি লোকমান হোসেন লুদু, কবি এমরান আলী টিপু, বাংলাদেশ সোসাইটির যুব ও আইটি সম্পাদক পদপ্রার্থী জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী রোমানা আহমেদ, ব্রঙ্কস ব্যুরো যুগ্ম সদস্য সচিব দুলাল রহমান, কবির ফারুক, শেখ ওলি, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালিক, বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতির সাবেক সভাপতি হাজী মনির আহমেদ, সিলেট জেলা সমিতির সভাপতি কপিল আহমদ চৌধুরী এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাহিত্য সম্পাদক আহমেদ ফজলুল।
এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতির সাবেক সভাপতি মখন মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ, সেলিম-আলী পরিষদের কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী নওশাদ হায়দার, মোহাম্মদ বশির মিয়া, হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী জালিম, আশফাকুল হক চৌধুরী, হুমায়ুন কবির নুরুল, আব্দুল ওয়াহিদ নুরুল, কবি মামুন আহমেদ, রিজেন্টির এম এইচ এ আজাদ, গোলাম মুহিত, গোলজার হোসেন, বাবু শ্যামল কান্তি চন্দ, আনাম আহমেদ, এ টি এম শামসুজ্জামান, ইস্কান্দর আলী মিন্টু, শাহজান শাহ, এম জে আহমেদ জাবেদ, রাসেল আহমেদ এবং মোহাম্মদ রনি।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির উপজেলা দিবস পালন

৬২ পৃষ্ঠার পর

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেব উপজেলা পরিষদ গঠন করেছিলেন। আজ উপজেলা দিবসের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আরোও বক্তব্য রাখেন জাপার উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াস মজুমদার, সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ আলী, জাপার উপদেষ্টা জসিম চৌধুরী, জাপার সিনিয়র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, সহ সভাপতি জয় মোহাম্মদ সেলিম, সহ সভাপতি শফিউল আলম , যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল করিম, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা জেসমিন আক্তার চৌধুরী, যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মোতালেব, যুগ্ম প্রচার সম্পাদক ওয়াহিদ ফেরদৌস, সদস্য মোঃ মুসলিম, সদস্য মহসিন আলী, মহিলা সভানেত্রী ডা. নাসরিন আহমেদ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুজিবুর রহমান, সভার শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতেউপস্থিত সবাইদাড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং সকলে উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠাতা পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেবেরআত্মারমাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বক্তব্যে পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মানবতার কথা উল্লেখ করেন। পল্লীবন্ধু উপনিবেশ ও ব্যবস্থা ভেঙে সাধারণ মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা করতেই উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। উপজেলা পর্যায়ে ১৮টি দপ্তরে বিসিএস কর্মকর্তা নিয়োগ করে মানুষের চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষের বৈপ্লবিক উন্নতি সাধন করেছিলেন। শহরের সেবা গ্রামীণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিলেন পল্লীবন্ধু। উপজেলা পর্যায়ে বিভাগীয় পর্যায়ে হাইকোর্ট ব্রাঞ্চ স্থাপন করে আইনি সেবা মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে কাজ করেছেন পল্লী বন্ধু এরশাদ। পল্লীবন্ধু এরশাদ উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে জনগণের কাছে জবাবদিহিতামূলক একটি শাসন সৃষ্টি করেছিলেন।

জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সাবেক সফল রাষ্ট্রপতি মরহুম পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এর প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের অনন্য সৃষ্টি উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন। উপজেলা দিবস আজ বাংলার ১৮ কোটি মানুষের সেই স্বপ্নের উপজেলা। সেই দিনের উপজেলা অনেক স্মৃতি কারণ উপজেলা আদালত ছিল মানুষ ঘর থেকে ভাত খাইয়ে পায়ে হেঁটে উপজেলা আদালতে বিচার চাইতে যাইতেন। এখন শুধু উপজেলা একজন নির্বাহী অফিসার মাত্র দেখাশোনা করেন উপজেলা থেকে মানুষ কোন সুবিধা পাইতেছে না। কেন উপজেলা ছিল ইতিহাস বদলে দেওয়া পদক্ষেপঃ স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় বাংলাদেশ পরিচালিত হয়েছে "কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ" দিয়ে। ঢাকায় সিদ্ধান্ত, ঢাকার বাজেট ঢাকার প্রভাব। কিন্তু এরশাদ প্রথম বুঝলেন-ঢাকা নয়, আসল বাংলাদেশ বাস করে গ্রামে।

দৈনিক তরুণ কণ্ঠ'র যুক্তরাষ্ট্র প্রধান প্রতিনিধি আবুল কাশেম

৬২ পৃষ্ঠার পর

সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের ২ মেয়াদে কোষাধ্যক্ষ এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বরত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী আবুল কাশেম নিউইয়র্কে আসার আগে বাংলাদেশে প্রায় ১০ বছর সরকারী প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক দর্পনে ১৯৯৮ থেকে ২০০৮ সাল, সাপ্তাহিক ঠিকানায় ২০০৮ থেকে ২০১৮ এবং বাংলাদেশ প্রতিদিনে ২০১৮ থেকে সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত ছিলেন আবুল কাশেম। তিনি বর্তমানে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জাগো প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি 'বঙ্গখ্যাত '৭১ মনীষী' নামে সংকলিত একটি বইয়ের সম্পাদনা করেছেন। গত ৩০ বছর যাবৎ নিউইয়র্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত থেকে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কাশেম কমিউনিটিতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করেছেন।

নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর আবুল কাশেম বলেন, 'দেশের অন্যতম শক্তিশালী গণমাধ্যম তরুণ কণ্ঠকে আরও এগিয়ে নিতে, নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নতুন উদ্যমে কাজ করব।'

মাদকের ছোবল ও বেহাল হাসপাতাল

৫ পৃষ্ঠার পর

বার্ষিক ড্রাগ রিপোর্ট বাংলাদেশ ২০২৫ অনুযায়ী, প্রধানত তিনটি করিডোর দিয়ে ফেনসিডিল, ক্রিস্টাল মেথ ও গাঁজা প্রবেশ করছে। ২০২৪ সালে প্রায় ১৫০ কেজি কোকেন জব্দ করা হয়েছে বাংলাদেশে, ২০২৫ সালেও ১৪ দশমিক ৬ কেজি জব্দ হয়েছে, যা প্রমাণ করে আন্তর্জাতিক পাচারকারী চক্র বাংলাদেশকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করছে।

সামাজিক ও পারিবারিক অপরাধের ৫০ শতাংশ মাদকের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং শতকরা ৬৫ ভাগ যৌন নির্যাতনের ঘটনা মাদক অপব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত বলে এক গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে। লাখ লাখ মানুষ বিপথগামী হচ্ছে, কিশোর-কিশোরীরাও আসক্ত হচ্ছে। মাদকের অবৈধ অর্থনীতির আকার এখন বেশ বড়। কর্মক্ষম যুবসমাজ অকেজো হয়ে পড়ছে। চিন্তার জগতে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করছে, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ধ্বংস হচ্ছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজন বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ। দেশে মাদকের প্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ করা গেলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে বাধ্য। কিন্তু নানা কারণে সেটা হয়তো পুরোপুরি সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারীদের সঙ্গে দেশীয় চক্রের যোগসাজশ রয়েছে। কিন্তু তারা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই বাস্তবতায় দেশের অভ্যন্তরে, গ্রাম ও শহরে মাদক কারবারিদের যে নেটওয়ার্ক রয়েছে, সেটা চিহ্নিত করে বিকল করার পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

রাজধানীসহ সারা দেশে গ্রামগঞ্জের যে স্পটগুলোতে অবাধে মাদকদ্রব্য বিক্রি হয়, সেই জায়গাগুলো সম্পর্কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে কোনো তথ্য নেই, এমনটি বিশ্বাস করা কঠিন। সেই স্পটগুলোতে নিয়মিত পুলিশি নজরদারি প্রয়োজন। মাদকের গডফাদারদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন।

দুই. ১৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী যে ১৩টি স্পট আকস্মিক পরিদর্শন করেন তার মধ্যে ছিল দুটি সরকারি হাসপাতাল। হাসপাতাল দুটির অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সময় বেঁধে দেন। সরকারি হাসপাতালের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা হলো অপরিচ্ছন্নতা। এটি অব্যবস্থাপনার সাক্ষ্য বহন করে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কর্মীর অভাব নেই। অভাব জবাবদিহির। ওয়াশরুমের দরজা আছে তো সিটকিনি নেই, কমোডের বেহাল, কলে পানি নেই, ময়লায়ভরা বেসিন। পানির কল আছে তো কলের মাথা নেই। সরকারি হাসপাতালের এসব সমস্যা নিয়ে কেউ কোনো কথাও বলে না। যেন গা সওয়া হয়ে গেছে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতালগুলোতে সার্জারির জন্য সুই, গজ-ব্যান্ডেজ, গ্লাভস, তুলা এবং প্রয়োজনীয় খুচরা উপকরণ সবই রোগীকে কিনে দিতে হয়। প্রয়োজনীয় ওষুধপথ্যের ব্যয় সব রোগীই বহন করে। হাসপাতালে ডায়াবেটিস রোগীদের গ্লুকোজ মাপার যে ম্যাশিনার-এটাও নিজের থাকতে হবে। অথচ এগুলো হাসপাতালেই থাকার কথা। সরকারি হাসপাতালে ওষুধ বিনা মূল্যে দেওয়ার কথা। দেওয়া হয় না। কেন দেওয়া হয় না-এরও জবাবদিহি নেই।

উপজেলা হাসপাতাল ছাড়াও সারা দেশে সাধারণ সরকারি হাসপাতাল রয়েছে ৬২টি। বিশেষায়িত হাসপাতালের সংখ্যা ২১টি। এর মধ্যে বেশির ভাগের অবস্থান ঢাকায়। সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যয় তুলনামূলক কম। কিন্তু সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষা করতে পারা মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আলট্রাসনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান বা এমআরআই করতে গেলে কখনো কখনো এক মাসও অপেক্ষা করতে হয়। তত দিনে রোগীর অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হওয়া বিচিত্র নয়।

বাংলাদেশে গড়ে প্রতিটি পরিবারের চিকিৎসা খাতে মাসিক ব্যয় সাড়ে তিন হাজার টাকা। এটা মোট মাসিক বাজেটের ১১ শতাংশ। চিকিৎসা খাতে এই ব্যয়ের সিংহ ভাগই যায় ওষুধ ও পরীক্ষানিরীক্ষা খাতে। সীমিত আয়ের সাধারণ মানুষের চিকিৎসা খাতে এই ব্যয় যে কতটা দুর্বহ তা অনুমান করা কঠিন নয়।

সরকারি হাসপাতালগুলো যদি ঠিকঠাক সেবা দিত তাহলে মাথাপিছু চিকিৎসা ব্যয় বহুলাংশে কমে আসতে পারত। এমতাবস্থায় সরকারি হাসপাতালগুলোর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন জরুরি। প্রতিটি ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যকীয়।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

বিশ্ববিদ্যালয় কার: শিক্ষার্থীর, না 'বড় ভাইদের'?

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রতিশোধ ও বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। উপাচার্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ওমবাডসম্যান এবং জাতীয় ক্যাম্পাস নিরাপত্তা কমিশন দরকার। তদন্তের সময়সীমা, সাক্ষী-অভিযোগকারীর সুরক্ষা, অভিযুক্তের আত্মপক্ষসমর্থন ও আপিলের অধিকারও নিশ্চিত করতে হবে। অভিযোগের পর উচ্ছেদ, পরীক্ষায় হয়রানি ও হুমকির জন্য পৃথক দায়বদ্ধতা থাকতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিমুক্ত নয়, দখলমুক্ত হওয়া চাই। মতপ্রকাশ ও প্রতিবাদের অধিকার থাকবে; হলের আসন বণ্টন করবে প্রশাসন, ছাত্রসংগঠন নয়। নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন এবং সংগঠনের অর্থ ও নির্বাচনী ব্যয় প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

নিরাপত্তাহীনতা মুক্তচিন্তা ও গবেষণাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। যে শিক্ষার্থী মত প্রকাশেই ভয় পান, তিনি গবেষণায় প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করবেন কীভাবে? কিউএস বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং ২০২৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে ৬০০তম, বুয়েট ৭১১ থেকে ৭২০-এর মধ্যে। আগের বছরের তুলনায় ঢাকার অবস্থান কিছুটা নেমেছে, বুয়েটের উন্নতি হয়েছে। তবে র‍্যাঙ্কিংয়ের সঙ্গে ক্যাম্পাস সহিংসতার সরাসরি কার্যকারণ সম্পর্ক দাবি করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ, স্বাধীন গবেষণা ও পর্যাপ্ত অর্থায়ন সমানভাবে জরুরি। জাতীয় উচ্চশিক্ষা গবেষণা ও স্বাধীনতা সনদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটের অন্তত পাঁচ শতাংশ গবেষণা, ল্যাব, পিএইচডি ফেলোশিপ ও উদ্ভাবনে ব্যয়ের লক্ষ্য প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারের সামনে এ সংস্কারকে দলীয় অর্জনের ঊর্ধ্বে তোলার সুযোগ রয়েছে।

আমরা আবরারের জন্য কেঁদেছি। হাফিজুরকে প্রায় ভুলে গিয়েছি। জোবায়দের মৃত্যুর পর আবার ক্ষুব্ধ হয়েছি। প্রতিটি ঘটনার পর মোমবাতি জ্বলেছে, মানববন্ধন হয়েছে, তদন্ত কমিটি হয়েছে। তারপর সংবাদচক্র বদলেছে; নতুন শিক্ষার্থী এসেছে; পুরনো ভয় অন্য নামে ফিরে এসেছে। এই পুনরাবৃত্তির কারণ শুধু আমাদের স্মৃতির দুর্বলতা নয়; আইনি সুরক্ষার ঘাটতি, প্রতিরোধব্যবস্থার দুর্বলতা এবং প্রতিষ্ঠানের দায়হীনতা।

আবরারকে সত্যিকার অর্থে স্মরণ করা হবে তখনই, যখন আর কোনও শিক্ষার্থীকে ফেসবুক পোস্টের জন্য কক্ষে ডেকে নির্যাতন করা যাবে না। হাফিজুরের প্রতি ন্যায়বিচার হবে তখন, যখন একটি আসনের জন্য কাউকে রাজনৈতিক নেতার দরজায় দাঁড়াতে হবে না। মুলপরীর সায়মের মর্যাদা রক্ষা হবে তখন, যখন অভিযোগ জানাতে কোনও নবীন শিক্ষার্থীকে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ভয় পেতে হবে না। জোবায়েদ ও শামীমের মৃত্যু থেকে শিক্ষা নেওয়া হবে তখন, যখন কোনও দল বা জনতা নিজেকে আদালত ভাবতে সাহস করবে না।

এই মানুষগুলোর মৃত্যু ও নির্যাতনের স্মৃতি কেবল শোকের আয়োজন হয়ে থাকতে পারে না। স্মরণকে পরিণত করতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে। বাংলাদেশ বহুবার নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, পরিপত্র জারি করেছে, ঘটনার পরে ক্ষোভও প্রকাশ করেছে। এবার প্রয়োজন এমন স্থায়ী আইনি কাঠামো, যা শিক্ষার্থীকে রক্ষা করবে, প্রশাসনকে জবাবদিহির মধ্যে আনবে, রাজনৈতিক জবরদস্তি বন্ধ করবে, ন্যায়সংগত বিচার নিশ্চিত করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণা ও মুক্তবুদ্ধির প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে দেবে।

প্রশ্ন হলো, আর কত মৃত্যু হলে আমরা বুঝব, শিক্ষাঙ্গনের নিরাপত্তা কোনও প্রশাসনিক অনুগ্রহ নয়, শিক্ষার্থীর মৌলিক অধিকার? আর কত তদন্ত কমিটি, কত মানববন্ধন, কত শোকবার্তার পর রাষ্ট্র স্বীকার করবে, বিচ্ছিন্ন নির্দেশনা দিয়ে সুসংগঠিত নিপীড়নের সংস্কৃতি বন্ধ করা যায় না?

গেস্টরুমের অন্ধকার থেকে গবেষণাগারের আলোয় পৌঁছানোর পথ দীর্ঘ। কিন্তু সেই পথের প্রথম পদক্ষেপ আর অনির্দিষ্ট রাখা চলে না। বাংলাদেশের সংসদে অবিলম্বে 'ক্যাম্পাস নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও নিপীড়ন প্রতিরোধ আইন' উত্থাপন করতে হবে।

কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীর মাথার ওপর সবচেয়ে শক্তিশালী হাতটি কোনও 'বড় ভাই'-এর হতে পারে না। সেটি হতে হবে আইনের।

লেখক: অভিবাসী বাসিন্দা। নন-পোর্টফোলিও ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অফিসার, ইস্ট অ্যাংলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, যুক্তরাজ্য

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR

ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ

পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।

(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite # 5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

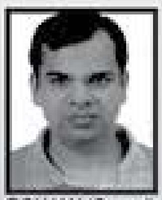

RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

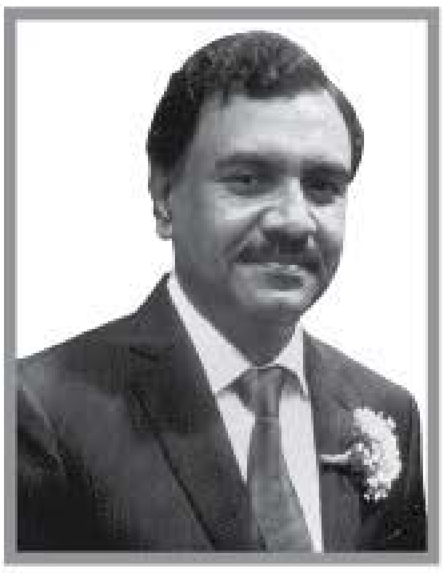

ডাঃ গোবিন্দ পাল

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.

Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.

An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার

NAEEMA BHUIYA, D.D.S

নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মুল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-414-4760

প্রবাহ'র ২২তম সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

কাব্যানুবাদ আবৃত্তি করেন। অনুষ্ঠানে আলোচকগণ শুদ্ধতম কবি জীবনানন্দ দাশ ও কাব্য সুধাকর গোলাম মোস্তফার কাব্য প্রতিভা, বাংলা সাহিত্যে তাঁদের অবদান ও তাঁদের লেখা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের লেখা কবিতা আবৃত্তি , স্বরচিত কবিতা পাঠ - সব মিলিয়ে স্বচ্ছ পরিসরে অনুষ্ঠান প্রানবন্ত হয়ে উঠে। প্রধান অতিথি কে. এম. ফজলুল হক বাংলা সাহিত্যের এই দুই বিশিষ্ট কবির স্মরণে সাহিত্য সভার আয়োজনের জন্য 'প্রবাহ'-কে ধন্যবাদ জানান এবং বাংলা সাহিত্যে এই দুই কবিকে নিয়ে আরও চর্চা করতে সকলকে উৎসাহিত করেন।

বি. এম. জাকির হোসেন (বিজু) তাঁর বক্তব্যে নতুন প্রজন্মকে বাংলা সাহিত্যে উৎসাহিত করার আহবান জানান। তিনি বলেন আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাচ্ছি , কিন্তু কোন আদর্শ অনুসরণ করছি না। সুসাহিত্য চর্চার মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তিনি কবি গোলাম মোস্তফা রচিত "প্রার্থনা ও 'শিশুর পণ' কবিতা দুটি আবৃত্তি করেন। বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী এম. এ. সালেক কবি জীবনানন্দ দাশ এর 'সোকেন বোসের জার্নাল' কবিতা তাঁর সরাজ কণ্ঠে আবৃত্তি করেন। সোহেল হামিদ তাঁর স্বরচিত কবিতা 'ভোরের আহ্বান' পাঠ করেন।

খ্রীষ্টাচ এর সিইও শিহাবুল ইলাহি বলেন, দুই ভিন্ন ধর্মের দুই বিশিষ্ট কবিকে নিয়ে 'প্রবাহ' এর এই সাহিত্য সভার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। সাহিত্যে আমাদের ধর্মীয় সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে চলতে হবে। তিনি একটি গানের কিয়দংশ ও 'বনলতা সেন' কবিতার অংশবিশেষ পাঠ করেন। মোহাম্মদ রফিক কবি গোলাম মোস্তফার 'কিশোর' কবিতা পাঠ করেন।

ড: আবুল কাশেম বলেন, কবি জীবনানন্দ দাশ জীবন সংগ্রামে অনেক কষ্ট করে আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে বেশ অবদান রেখেছেন। মুসলিম ঐতিহ্য ধারণ করা কবিদের মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। উনাদের কবিতাগুলোকে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে গুরুত্ব দিয়ে ঠাঁই দেয়া উচিত। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাকির হোসেন হাওলাদার, মুনতাকিম বিল্লাহ, আশেক আলি প্রমুখ।

অবৈধ ভোটদানের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি যুবকের বিরুদ্ধে মামলা

৩ পৃষ্ঠার পর

জানতেন যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নন। তা সত্ত্বেও তিনি ২০২৪ সালের নভেম্বরের নির্বাচনে ভোট দেন। ওই নির্বাচন আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

তবে অভিযোগপত্র দাখিলের অর্থ এই নয় যে হাবিবুর রহমান দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। পরবর্তী ফৌজদারি বিচারপ্রক্রিয়ায় অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগের মুখোমুখি ব্যক্তিকে নির্দোষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে হাবিবুর রহমানের সর্বোচ্চ এক বছর ফেডারেল কারাগারে সাজা হতে পারে।

তবে ফেডারেল অপরাধের ক্ষেত্রে বাস্তবে দেওয়া সাজা সাধারণত আইনে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সাজার চেয়ে কম হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সাজা নির্দেশিকা এবং আইনে নির্ধারিত অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের একজন বিচারক তার সাজা নির্ধারণ করবেন।

যুক্তরাষ্ট্রে সহিংস অপরাধ কমার দাবী হোয়াইট হাউসের

৬২ পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে প্রাণঘাতিহীন সহিংস অপরাধ কমেছে ২৫ শতাংশ। গুরুতর হামলা কমেছে ৩১ শতাংশ, ছিনতাই ২৭ শতাংশ, বাড়িতে চুরি ও অনধিকার প্রবেশ ২৫ শতাংশ এবং মোটরযান চুরি ৩৩ শতাংশ কমেছে। এ ছাড়া সম্পত্তিসংক্রান্ত অপরাধ কমেছে ১৯ শতাংশ।

হোয়াইট হাউসের দাবি, এসব পরিসংখ্যান ট্রাম্প প্রশাসনের অপরাধ দমনের নীতির প্রভাব তুলে ধরে। একই সঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতে বিরোধী ডেমোক্র্যাটদের জামিননীতি, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও অভিবাসনসংক্রান্ত নীতির সমালোচনা করা হয়েছে। তবে এসব তথ্য হোয়াইট হাউসের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে তুলে ধরা দাবি।

অপরাধ কমার পেছনে বিভিন্ন নীতি ও অন্যান্য কারণের পৃথক প্রভাব সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেওয়া হয়নি।

প্রতিষ্ঠার আট দশক : কার্যকর জাতিসংঘ গড়ার চ্যালেঞ্জ

১২ পৃষ্ঠার পর

করেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক অভিঘাত, ঋণসংকট, অপর্যাপ্ত অর্থায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন অগ্রগতিকে মন্থর করছে। পরিবেশগত সংকটে যাদের অবদান সবচেয়ে কম, অনেক ক্ষেত্রে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য ন্যায্যতাভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ন্যায্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈশ্বিক আর্থিক কাঠামোর সংস্কার, স্বল্পসুদে উন্নয়ন অর্থায়ন এবং অসহনীয় ঋণের বোঝা কমানো জরুরি। উন্নত দেশগুলোকে জলবায়ু প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তব আর্থিক সহায়তার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

তবে শুধু বৈদেশিক সহায়তা যথেষ্ট নয়। জাতীয় নেতৃত্ব, সুশাসন ও জবাবদিহিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের দায়িত্ব হলো অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং উন্নয়নের সুফল যেন ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছেও পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করা।

ঘোষণার চেয়ে বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ : জাতিসংঘের ৮১তম অধিবেশনের প্রতিপাদ্য - 'আস্থা পুনরুদ্ধার, পরিবর্তন মোকাবিলা: সবার জন্য কার্যকর জাতিসংঘ'-বর্তমান চ্যালেঞ্জের সারকথা তুলে ধরে। মানুষের জীবনে দৃশ্যমান অগ্রগতিই আস্থা ফেরানোর প্রধান শর্ত। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়, কর্মফলের জবাবদিহি এবং প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার বাড়াতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জনসেবা উন্নত করতে পারে, তবে এর ব্যবহার মানবাধিকার ও স্বচ্ছতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া জরুরি। সদস্যরাষ্ট্রগুলোর পাশাপাশি নাগরিক সমাজ, তরুণ প্রজন্ম, গবেষক ও সাংবাদিকদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শুধু আন্তর্জাতিক বৈঠকে অংশ নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ন্যায্য বৈশ্বিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ তুলে ধরে তা আদায় করতে হবে।

মানবতার প্রতি নতুন অঙ্গীকার: জাতিসংঘ দিবস কেবল বার্ষিকী উদযাপনের দিন নয়; বরং প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতার ব্যবধান পর্যালোচনার উপলক্ষ। জাতিসংঘ নিখুঁত প্রতিষ্ঠান নয়, কিন্তু রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আলোচনা ও সমঝোতার জন্য একটি অভিন্ন বৈশ্বিক মঞ্চের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বহুপাক্ষিক সহযোগিতা পরিত্যাগ করলে বৈশ্বিক সংকট দূর হবে না; বরং সেগুলো মোকাবিলা আরও কঠিন হবে। ৮১ বছরে পদার্পণ করা জাতিসংঘের প্রয়োজন প্রতিষ্ঠাকালীন আদর্শের প্রতি নতুন অঙ্গীকার, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, নির্ভরযোগ্য অর্থায়ন এবং সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে মানবতাকে স্থান দেওয়ার মানসিকতা। এর সাফল্য নির্ধারিত হবে শুধু গৃহীত প্রস্তাব দিয়ে নয়; বরং যুদ্ধের দুর্ভোগ কমছে কি না, মানবাধিকার সুরক্ষিত হচ্ছে কি না, উন্নয়নশীল দেশগুলো ন্যায্য সুযোগ পাচ্ছে কি না এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পৃথিবী নিশ্চিত হচ্ছে কি না, তার ভিত্তিতে। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার বারহাম সালিহ যথার্থই বলেছেন, 'শান্তির পরিমাপ শুধু স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে নয়, বরং মানুষের জীবনে আনা পরিবর্তনের মাধ্যমেও করতে হবে।' বিশ্বের প্রয়োজন এমন এক জাতিসংঘ, যে শুধু কিছু সুবিধাভোগীদের পক্ষে কাজ করবে না, বরং সবার জন্য কাজ করবে এবং বাস্তব কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

লেখক পরিচিতি: নিকোলাস বিশ্বাস একজন ফ্রীল্যান্স গণমাধ্যমকর্মী এবং জাতিসংঘে জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত।
ই-মেইল: gonomaddzam@gmail.com

USR BROKERAGE CORP.
USR BROKERAGE আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি
★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION
MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker
+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37-21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *এসিডিটি * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *থ্যালিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন *premature Ejaculation *Low Libido * Impotence *পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পেনসিলভানিয়ায় কোম্পানীগঞ্জ সোসাইটির নতুন কমিটি

৩ পৃষ্ঠার পর

পেনসিলভানিয়ায় নির্বাচন কমিশন নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করে। কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি হয়েছেন সাখাওয়াত হোসেন টিপু এবং সহসভাপতি হয়েছেন মো. সাব্বির কামাল সবুজ। কমিটির অন্যান্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন সহসাধারণ সম্পাদক নুর করিম রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক নুর হোসেন এরশাদ, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইউনুছ নবী, সহকারী কোষাধ্যক্ষ শাহাব উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক জহিরুল আলম নয়ন, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আতিকুর রহমান তারেক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাইনুর রহমান জনি এবং ক্রীড়া সম্পাদক কেফাল হোসাইন রতন। এ ছাড়া নির্বাহী সদস্য হয়েছেন ইকবাল চৌধুরী রিপন, ইউনুছ নবী, সালেহ উদ্দিন, আরিফুল হক রনি ও নুরুল আফসার রাজিব। কোম্পানীগঞ্জের মুছাপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাহফুজুল হক চৌধুরীর ছেলে ইব্রাহিম খলিল চৌধুরী রাকিব নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি হয়েছেন। তার নেতৃত্বে প্রবাসে কোম্পানীগঞ্জের মানুষের মধ্যে ঐক্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। পাশাপাশি সংগঠনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং প্রবাসীদের কল্যাণে নতুন কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করছে প্রবাসীরা।

কানাডায় বাংলাদেশিদের ভিসা আবেদনে বড় জালিয়াতির অভিযোগ

৩ পৃষ্ঠার পর

হন। তবে মামলার পঞ্চম আসামি মো. রকিবুল হাসান বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে কানাডার আদালত।

এই জালিয়াতির ঘটনা উন্মোচিত হয় ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে। ওই বছরের ৩ জুলাই কুইবেকের মাগিরার শহরের একটি বাড়িতে স্থানীয় পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সহায়তা নিয়ে অভিযান চালায় সিবিএসএ। সেখানে অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের বেশ কিছু প্রমাণ মেলার পর একই বছরের আগস্ট থেকে পুরো ঘটনার আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু হয়।

তদন্তে দেখা যায়, কানাডায় বসবাসকারী কয়েকজন নাগরিককে ভুয়া আমন্ত্রণকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তাদের মাধ্যমে একটি চক্র বানিয়ে জাল নথি তৈরি করে বাংলাদেশিদের কানাডায় নিয়ে আসার চেষ্টা চলছিল। পরবর্তীতে ২০২৫ সালের জুনে কুইবেক ও অন্টারিওতে একযোগে তল্লাশি চালিয়ে ল্যাপটপ, কম্পিউটারসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাগজপত্র জব্দ করা হয়। এই চক্রের চক্রান্ত প্রমাণ করতে সিবিএসএ সবচেয়ে বড় ও সুস্পষ্ট ৭৬টি ভিসা আবেদন বেছে নিয়ে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কানাডায় অবৈধভাবে লোক আনার চক্রান্ত করা, ভিসা আবেদনে তথ্য লুকাতে সাহায্য করা এবং অভিবাসন আইন ভাঙার অপরাধ আনা হয়েছে।

কানাডার জননিরাপত্তা মন্ত্রী গ্যারি আনন্দসাঙ্গরী জানান, কানাডার অভিবাসন ব্যবস্থা আইনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। দেশের নিয়ম ভেঙে যারা এখানে জালিয়াতি করতে চাইবে, তাদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না। অন্যদিকে সিবিএসএ জানিয়েছে, ভিসা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ধরে রাখতে এই ধরনের প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে তাদের কঠোর অবস্থান ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে।

‘অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রে মানবাধিকারকে রাখতে হবে’

৩ পৃষ্ঠার পর

টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামোর সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বলেন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমেই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। একই সঙ্গে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি, ঋণের ক্রমবর্ধমান বোঝা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য মানবাধিকার সুরক্ষার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, সংঘাত, ঋণ পরিশোধের উচ্চ ব্যয় ও উন্নয়ন সহায়তা হ্রাসের কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষা ও টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব সংকট মোকাবিলা, কাঠামোগত বৈষম্য দূর করা এবং ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক করব্যবস্থা, ঋণ পুনর্গঠনে ন্যায্যতা, আর্থিকব্যবস্থাপনায়স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং নাগরিক সমাজের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর তাঁরাগুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশ, মরক্কো, দক্ষিণ আফ্রিকা ও উরুগুয়ের জাতিসংঘে স্থায়ী মিশনের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ সংলাপে দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং মানবাধিকার ও উন্নয়নবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। আলোচনায় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্থার সংস্কার এবং ২০৩০-পরবর্তী বৈশ্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।

OPEN 24 HOURS
PANSHI NEVER SLEEP
আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস,
কমদামে উপভোগ করুন।
$6.99 Midnight & Driver Special
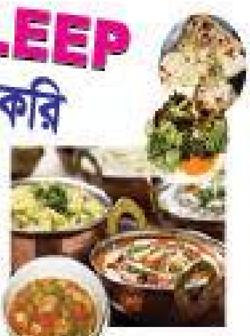
PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন
আমাদের সার্ভিস
নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত
স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি
বিয়ে, জন্মদিন, বিসিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

রুম ভাড়া হবে
অ্যাস্টোরিয়ায় দুটি পৃথক অ্যাপার্টমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
প্রথম অ্যাপার্টমেন্ট: একটি রুম স্বামী-স্ত্রী বা কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
Mobile: 347-898-8383
দ্বিতীয় অ্যাপার্টমেন্ট: একটি পৃথক রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
Mobile: 347-465-0496
আগ্রহীদের বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

apartment for rent
5109 61 woodside apartment for rent for two peapul
contrak 347 615 3284

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile | h2o | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত
অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন
স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ
* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service
মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।
যোগাযোগ
Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

হোসাইন এর আগে ২০১৭-১৮ সেশনে এক বার এবং তার আগে আরও এক বার মোট দুই দুই বার মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সিনিয়র সদস্য ও সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে দুই বছরের জন্য ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও মজলিশে শুরার সদস্য নির্বাচন করেন সদস্যরা। নির্বাচন পরিচালনায় তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির প্রধান ছিলেন আবুলমিয়াহ সিরাজুল ইসলাম। অপর সদস্যরা ছিলেন মো: সিরাজুল আলম ও আব্দুল্লাহ মুকিম। উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সর্ববৃহৎ ইসলামিক সংগঠন মুনা। ইসলামের সুমহান বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াসহ দ্বীনের বিভিন্ন খেদমতে কাজ করে এই সংগঠন।

মার্কিন নির্বাচন কেন নভেম্বরের প্রথম মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়!

৬৪ পৃষ্ঠার পর

থেকে এ নিয়ম চালু হলো। এমন প্রশ্ন অনেকেরই। সাধারন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, এক তৃতীয়াংশ সিনেট সদস্য ও ৪৩৫ জন হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস (হাউজ প্রতিনিধি) নির্বাচিত হন। মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যালটে থাকেন না। যুক্তরাষ্ট্রে মঙ্গলবার নির্বাচন আয়োজনের আইনটির শিকড় অনেক গভীরে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষিভিত্তিক জীবনধারা, রোববারে গির্জায় প্রার্থনায় অংশগ্রহণের রীতি এবং তৎকালীন সমাজের অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে এই দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্র মূলত একটি কৃষিপ্রধান সমাজ ছিল। তখন জনসংখ্যা খুব বেশি ছিল না এবং অধিকাংশ আমেরিকানই ছিলেন কৃষক। যারা ভোটকেন্দ্র থেকে অনেক দূরে বসবাস করতেন। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো থেকে নিকটস্থ ভোটকেন্দ্রে পৌঁছাতে এবং ফিরে আসতে অনেক সময় এক দিনেরও বেশি লাগতো। এছাড়া, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা অনেক সমাজে সপ্তাহের নির্দিষ্ট কিছু দিন উপাসনার জন্য নির্ধারিত থাকত। তাই রোববার নির্বাচন আয়োজন করা ছিল অযৌক্তিক। আবার সোমবার নির্বাচনের আয়োজন করাও সম্ভব ছিল না, কারণ সেক্ষেত্রে ভোটার ও কৃষকদের শনিবার ভ্রমণের প্রয়োজন পড়ত।

বুধবারও নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত ছিল না, কারণ এই দিনে অধিকাংশ মানুষ বাজারে গিয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতেন। সব দিক বিবেচনা করলে, মঙ্গলবারই ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক দিন। ভোটাররা সোমবার যাত্রা করে মঙ্গলবার ভোট দিতে পারতেন এবং বুধবারের বাজার বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের আগেই নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে আসতে পারতেন।

প্রতি চার বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচন : প্রতি চার বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, প্রতি চার বছর অন্তর মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। একই সাথে প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫ জন সদস্যের ২ বছর মেয়াদ ও ছয় বছর মেয়াদের জন্য সিনেটরদের এক তৃতীয়াংশ নির্বাচিত হন। সিনেটের আসন ১০০টি। মেয়াদকাল ৬ বছর। প্রতি ২ বছর পর সিনেটের ৩৩ থেকে ৩৪টি আসন নির্বাচনের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

একটি বিশেষ মঙ্গলবার

অধিকাংশ দেশে সাধারণত রবিবারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন হয় একটি বিশেষ মঙ্গলবারে। নভেম্বরের প্রথম সোমবারের পরদিন মঙ্গলবার। ২০২৬ সালে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ৩ নভেম্বর মঙ্গলবার। ২০২৮ সালে এটি অনুষ্ঠিত হবে ৭ নভেম্বর মঙ্গলবার এবং ২০৩২ সালে নির্বাচনের দিনটি হবে ২ নভেম্বর, মঙ্গলবার।

২০২৬ সালের ৩ নভেম্বর, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা মার্কিন কংগ্রেসের ৪৭০টি আসনের ৩৫টি আসন (মোট আসন ১০০) এবং মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে এবারের নির্বাচনে ব্যালটে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী থাকছে না। এটি মধ্যবর্তী নির্বাচন। সাধারন নির্বাচনে এক তৃতীয়াংশ সিনেট, ৪৩৫টি প্রতিনিধি পরিষদ ও প্রেসিডেন্ট ও তাদের রানিংমেট হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যেমন ২০২০৪ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তার রানিংমেট জেডি ভ্যান্স নির্বাচিত হয়েছেন। আবার ২০২৮ সালে কংগ্রেসের আসনগুলোর সাথেই প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২৮তম কংগ্রেসের আইন : যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম কংগ্রেস ১৮৪৫ সালের ২৩শে জানুয়ারি একটি আইন পাস করে। এটি 'অ্যান অ্যাক্ট টু এস্টাবলিশ আ ইউনিফর্ম টাইম ফর হোল্ডিং ইলেকশনস ফর ইলেক্টরস অফ প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট ইন অল স্টেটস অফ দ্য ইউনিয়ন (যুক্তরাষ্ট্রের সব অঙ্গরাজ্যে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য নির্বাচক নির্বাচনের একটি অভিন্ন সময় নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন)। এই আইনে একটি নির্দিষ্ট মঙ্গলবারকে নির্বাচনের দিন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এই আইনটি সব অঙ্গরাজ্যের জন্য নির্বাচনের তারিখকে অভিন্ন করে তোলে এবং নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পরবর্তী মঙ্গলবারকে নির্বাচনের দিন হিসেবে নির্ধারণ করে। এই আইনটি আজও কার্যকর রয়েছে।

২৮তম কংগ্রেসের ১৮৪৫ সালের আইনটি পূর্ববর্তী নির্বাচনী ব্যবস্থার একটি বড় ত্রুটি দূর করেছিল। ১৮৪৫ সালের এই ফেডারেল আইনটি পাস হওয়ার আগে, অঙ্গরাজ্যগুলো ডিসেম্বরের প্রথম বুধবারের আগের ৩৪ দিনের মধ্যে যেকোনো দিন নির্বাচন আয়োজন করতে পারত-যেদিন 'ইলেক্টোরাল কলেজ'-এর নির্বাচকরা (ইলেক্টররা) একত্রিত হতেন। এই ব্যবস্থায়, যেসব অঙ্গরাজ্য ৩৪ দিনের সময়সীমার শুরুর দিকে নির্বাচন সম্পন্ন করত, তারা তাদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করে দিত। এর ফলে, যেসব অঙ্গরাজ্যে নির্বাচন পরে অনুষ্ঠিত হতো, সেগুলোর ফলাফলের ওপর আগের অঙ্গরাজ্যগুলোর ফলাফলের প্রভাব পড়ত। অর্থাৎ, আগে ভোট দেওয়া অঙ্গরাজ্যগুলো পরের অঙ্গরাজ্যগুলোর নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করত। নির্বাচনের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করার ফলে, আগে ভোট সম্পন্ন করা অঙ্গরাজ্যগুলোর সেই অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব দূর করা সম্ভব হয়েছে।এই বিষয়টির কথা বিবেচনা করে নির্বাচনের দিন হিসেবে মঙ্গলবারকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। ইতিহাস অনুযায়ী, কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির কারণেই নভেম্বরের কোনো একটি মঙ্গলবারকে নির্বাচনের দিন হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

কৃষি ও ধর্মের জন্যই নভেম্বরে নির্বাচন?

কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির কারণেই নির্বাচনের দিন হিসেবে নভেম্বর মাসকে বেছে নেওয়া হয়। বসন্তকাল বা গ্রীষ্মের শুরুতে নির্বাচন আয়োজন করলে তা ফসল রোপণের মৌসুমে বিঘ্ন ঘটাতে পারত। আবার গ্রীষ্মের শেষ দিকে বা শরতের শুরুতে নির্বাচন আয়োজন করলে তা ফসল তোলার সময়ের সঙ্গে মিলে যেত। তাই নভেম্বরের শেষ দিক-যখন ফসল তোলা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তীব্র শীত এখনো শুরু হয়নি-নির্বাচনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হিসেবে বিবেচিত হয়।

ফেডারেল আইনটি যখন তৈরি হয়, তখন অধিকাংশ আমেরিকানই ছিলেন কৃষক। তাই নভেম্বরের কোনো একটি মঙ্গলবার ফসল রোপণের মৌসুমের সঙ্গে সবচেয়ে ভালোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

জনগণের সরাসরি ভোটে সিনেটর : ১৯১৪ সাল থেকে জনগণের সরাসরি ভোটে সিনেটর নির্বাচিত হচ্ছেন। এর আগে স্টেট আইনপ্রণেতাদের ভোটে প্রত্যেক স্টেট থেকে ২ জন সিনেটর নির্বাচিত হতেন। ১৯১৩ সালে মার্কিন সংবিধানের ১৭তম সংশোধনীতে নিয়মটি চালু হয়। (তথ্য সহায়তায়-ওআরসিক্স, উইকিপিডিয়া ও উইকন)।

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

JK Gain Multi

J. K. GAIN MULTISERVICES

জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টিং ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

• TAX SERVICES
Authorized IRS e-file Provider
• INSURANCE
• Life Insurance MassMutual
• Health • Auto • TLC
• Home • Business
• Immigration Services
• DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
• Private Service Bureau (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

৭ দিনই খোলা

Hajj & Umrah Specialist

Emirates Biman EGYPTAIR QATAR ETIHAD KUWAIT AIRWAYS Saudi Arabia

IATA ACCREDITED AGENT

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express small world ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা-এপার্টমেন্ট-কন্ডো-বেসমেন্ট ভাড়া

House for Rent

4 bedrooms, 1.5 bathrooms on Lakewood Ave. & 145th Street, Jamaica in front of Q41,40 Bus Stop, rent $3,200, Four bedrooms, 2 full bathrooms at 1 Tudor Crescent, Elmont, NY 11003, one block from Linden Blvd.rent $4,000.Three bedrooms, 1.5 bathrooms at 1707 Saint Peters Ave, Bronx, NY 10461, rent $3,500(bill included). Renovated 3 bedrooms, 1 bathrooms in Morris Park, Bronx, NY 10462 rent $3,500.Two bedrooms in Jamaica Hills at 169 Street and 84 Ave, rent$2100. Three bedrooms, 2 bathrooms duplex in Jamaica at 169 Street and 84th Ave.rent $4,000. One bedroom in Albertson, NY 11507, Long Island Searing Town 37 exit from LIE rent $2,900. One bedroom Condo at 11 Metropolitan Ave. Bronx, NY 10461, rent $2,100.

আমরা CityPHEPS, Section-8 -সহ সরকারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। বাড়ি ভাড়া নিতে বা দিতে আজই যোগাযোগ করুন ।

347-465-3220

কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি
(০১/১০/০০/০৭/পি)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

৫১০৯ ৬৫ স্ট্রিট, উডসাইড, নিউইয়র্ক, ১১৩৭৭, এ প্রাইভেট বাসার সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। দুই রুম, কিচেন, বাথরুম। স্বামী স্ত্রী, ছোট ফ্যামিলি অথবা দুইজন ব্যাচেলর কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : 347-615-3284, 347-833-3771
(১০/২৩/০২/০২)

বাসা ভাড়া

৮৮-১৮৭ প্যালেস হিলসাইডে প্রাইভেট হাউজের সেকেন্ড ফ্লোরে ৩ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। এফ ট্রেনের নিকটে এবং মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল, হাইওয়ে হাতের কাছেই। মুসলিম, নম্র, ভদ্র, নামাজি, পরিবারের কাছে বা ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। রেডি টু মুভ।
ফোন : 929-372-0037, 646-821-6498
(১০/৩০/০২/০৬)

বাসা ভাড়া

১৪৮৮, সেন্ট লরেন্স এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্কে প্রাইভেট বাসার দ্বিতীয় তলায় চার বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-991-8057
(১০/৩০/০২/০৫)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা 10712 173rd st এ সম্পূর্ণ নতুন বেসমেন্টে, সব কিছু নতুন, ২ বেড রুমের একটি বাসা শুধুমাত্র ব্যাচেলরদের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। বাসার কাছাকাছি Q4, Q5, Q83, Q84, Q85, Q86, Q87, Q89 বাস। বাসে করে 2 Stop পর 'E' এবং 'J' ট্রেন জ্যামাইকা সেন্টার। ভাড়া ও অন্যান্য বিল, বাসা পছন্দ হলে আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত করা হবে।
ফোন : 646-413-2229
(১০/৩০/০০/১০)এএনএস

বাসা ভাড়া

ওজোন পার্কে প্রাইভেট হাউজের এক বেডরুম, লিভিং রুম, রান্নাঘর এবং বাথরুমসহ বাসা আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। রকওয়ে বুলেভার্ড ও ১০০ স্ট্রিট, ওজোন পার্ক। 'এ' ট্রেন সাবওয়ে ও বাস স্টেশন ২-৫ মিনিটের মধ্যে।
ফোন : 646-667-6858
(১০/৩০/০১/১৩)

বেসমেন্ট ভাড়া

November 01, 2026 থেকে South Jamaica, Queens-এ একটি ছোট, Basement ভাড়া হবে। Separate entrance.
ফোন : 347-698-5921.
(১০/৩০/০১/১৯)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৩৯ স্ট্রিট ও ১০৯ রোডে প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্টে দুই রুম, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। এন্ট্রেন্স আলাদা।
ফোন : 646-387-7711, 929-471-5261
(১০/২৩/০২/০১)

বেসমেন্ট ভাড়া

আগামী ১ নভেম্বর থেকে জ্যামাইকায় দুই রুম, কিচেন, বাথরুমসহ বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ১১০-০৪ ১৭২ স্ট্রিট, জ্যামাইকা।
যোগাযোগ : 718-879-2919
(১০/২৩/০২/০২)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মিরিক বুলেভার্ড ও লিবার্টি এভিনিউ কর্নারে প্রাইভেট বাসায় এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া। ইয়র্ক কলেজের পিছনে। বাসার সামনে বাস স্টপ।
ফোন : 347-283-9556, 310-295-8392
(০৫/২৯/০০/১৩)ই

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

হলিসে ফার্মার্স বুলেভার্ডের উপর প্রাইভেট বাসায় সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। একটি বড় বেডরুম, একটি মাঝারি বেডরুম, আলাদা বড় লিভিং রুম, আলাদা কিচেন। কিউ-৩ ও কিউ-৮৩ বাস বাসার সামনেই।
ফোন : 347-476-7008, 718-290-4584
(১০/২৩/০৬/০৪)

বাসা ভাড়া

জামাইকা ১০৯ এভিনিউ ১৫৩ স্ট্রিটে ২রুম, ১লিভিং কাম ডাইনিং রুম, কিচেন, ১ ফুল বাথরুমের বাসা ভাড়া দেবে,বাসষ্টপ, মসজিদ গ্রোসারী , লংআইল্যান্ড রেলরোড, ই,জে,জি ট্রেন নিকটে।
ফোন : 917-832-3931
(১০/২৩/০২/০৫)

বেসমেন্ট ভাড়া

আগামী ১ নভেম্বর থেকে জ্যামাইকায় দুই রুম, কিচেন, বাথরুমসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ১১০-০৪ ১৭২ স্ট্রিট, জামাইকা।
যোগাযোগ : 718-879-2919
(১০/১৬/০২/০১)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় 'ই' ট্রেন এবং ইয়র্ক কলেজ নিকটস্থ দুই বেডরুম বাসা স্বামী-স্ত্রী বা ছোট পরিবারের কাছে সত্বর ভাড়া দেওয়া হবে। নভেম্বর থেকে।
ফোন : 718-350-6567, 929-606-5134
(১০/১৬/০২/০৬)

স্টুডিও ভাড়া

১১. স্টুডিও ভাড়া
জ্যামাইকা ব্রায়ারউড এফ ট্রেনের পারসন বুলেভার্ড সংলগ্ন ১৫০ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের স্টুডিও এটিক ভাড়া হবে। চাকরীজীবি স্বামী-স্ত্রী অথবা দুই জন ব্যাচেলর অগ্রাধিকার।
ফোন : 347-345-5283
(১০/১৬/০২/১১)

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৬৫ স্ট্রিট ও হাইল্যান্ড এভিনিউতে ডাক্তার অফিস অথবা ডেন্টাল অফিস ভাড়া হবে। অথবা যে কোন অফিসের জন্যও যোগাযোগ করতে পারেন।

—: ফোন :—

917-667-2011, 718-685-6061

বেসমেন্ট ভাড়া

হলিসে ১৮৭-০৩, ৮৯ রোডে সুন্দর পরিবেশে প্রাইভেট বাড়িতে একটি বেডরুম, কিচেন, বাথরুমসহ বেসমেন্টে একজন ব্যাক্তির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 347-397-9175
(১০/০৯/০৩/০২)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের ১, ২ ও ৩ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট সুন্দর বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। পেলহাম বে ৬ ট্রেন ও বাস ও সবকিছুর নিকটে।
ফোন : ৯১৭-৯৯৫-৭৮৪৬
(১০/১৬/০০/১৬)এআর/পি/

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ১ বেড, ১ বাথ, কিচেন লিভিং একত্রে। 158-18, 111 Ave, Jamaica|
কল: 347-285 -0478
(১০/১৬/০২/১৪)

বাসা ভাড়া

হলিসে হিলসাইড সংলগ্ন ১৯৬ স্ট্রিটে সম্পূর্ণ রেনোভেটেড সেমিবেসমেন্টের ২রুম ও ১ রুমের ইউনিট (কিচেন ও বাথসহ) ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ট্রেন ও বাস যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো।
ফোন : 646-258-8543, 646-258-8449
(১০/১৬/০২/১৫)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় সাটফিন ও ১১০ আব এর কর্ণারে দুই বেড, লিভিং কিচেন ও ১ বাথ 1st Floor ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল ওয়াকিং ডিসটেন্স। Q6 & Q60 দুই মিনিট ও ট্রেন E Z J ৭ মিনিট ওয়াকিং ডিসটেন্স। যোগাযোগ : 646-645-9830
(০৯/১৮/০০/১৭)ই

বাসা ভাড়া

২০০-০৩ , ১০৯ এভিনিউ, সেন্ট এলবান্স , নিউইয়র্ক ১১৪১২- এ, ২ বেডরুম ও ১টি বড় লিভিংরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন। পার্কিং পাওয়া যায়। অতিনিকটে Q2 বাস, ২টা মসজিদ, সুপার মার্কেট, স্কুল, ফার্মেসি, রেস্টুরেন্ট ও সোলার আছে ।

646-575-7053, 646-318-9864

Buy-Sell-Rent-Invest

Are you thinking of selling your house for the highest price? Do you know that this is the right time to sell with maximum profit?
I can explain to you about all the tricks about selling house with top dollars. I also wrote a book about it, just call me and I will send you a free copy of my book.
My name is Jannat Rahman, Realtor with more than 10 years of experience working with Exit Realty Prime. My number is....

917-582-2582. Please call today.

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:
914-343-2629 (Nuri)

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমাণ যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের আটজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রতারণার শিকার হবেন না। আমাদের প্যাকেজ টাকে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

* ৫টি রোড লেসন,
* রোড টেস্টের দিন গাড়ী
* পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
* অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
* নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State
PUPIL DRIVING SCHOOL
37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ায় ৩৬ এভিনিউ ও ২৯ স্ট্রিটে, এন-ডব্লিউ ট্রেনের কাছে বেসমেন্টে একটি রুম ভাড়া হবে।
ফোন : 917-337-1250, 929-401-6342
(১০/৩০/০২/০৪)

রুম ভাড়া

১লা নভেম্বর থেকে একজন/দুইজন নম্র, ভদ্র, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, অধুমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের কাছে ১ টি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। জ্যাকসন হাইটস-এর নিকট।
ফোন : 516-315-9702
(১০/৩০/০২/১৫)

স্টুডিও রুম ভাড়া

November 01, 2026 থেকে South Jamaica, Queens-এ একটি ছোট, ছিমছাম Studio Room ভাড়া হবে। Separate entrance, Attached Bathroom, AC, Heater, Refrigerator, Carpet, etc.
ফোন : ৩৪৭-৬৯৮-৫৯২১.
(১০/৩০/০১/২০)

এটিক ভাড়া

হলিসে ১৯৭-০৩, ৯৯ রোডে সুন্দর পরিবেশে প্রাইভেট বাড়ির এটিক-এ একটি রুম একজন ছেলের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 347-397-9175
(১০/৩০/০২/০৭)

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কসের ২৯-১৮ ভ্যালেন্টাইন এভিনিউ ১০৪৫৮ এ এপার্টমেন্ট বাসায় এক রুম আগামী ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে।
ফোন : 929-714-2277
(১০/৩০/০১/১৪)

স্টুডিও এটিক ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউড এফ ট্রেনের পারসন বুলেভার্ড সংলগ্ন ১৫০ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের স্টুডিও এটিক ভাড়া হবে। চাকরীজীবি স্বামী-স্ত্রী অথবা দুই জন ব্যাচেলর অগ্রাধিকার।
ফোন : 347-345-5283
(১০/৩০/০২/১৬)

রুম ভাড়া

৩৪-৫৭, ৭২ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসে এপার্টমেন্টের নিরিবিলি পরিবেশে এক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। দুই জন পুরুষ ব্যাচেলর। আপনা বাজার, মাছবাজার, মিনা বাজারের খুবই কাছে।
ফোন : 718-407-9258, 718-905-0752
(০৯/১৮/০০/০৯)ই

রুম ভাড়া

ওজোন পার্কের কাছে মার্টেল ও ক্রেসপন্ড এভিনিউতে ব্যাচেলরের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। এ ট্রেনের সাবওয়ের কাছে। বাথরুম কিচেন শেয়ার করতে হবে। সবকিছু সহ ভাড়া ৫০০ ডলার। সেপারেট এন্ট্রেন্স। একজন ব্যাচেলর বা স্টুডেন্ট।
ফোন : 347-381-0418
(১০/১৬/০২/০২)

রুম ভাড়া

১৫৫ স্ট্রিট ও ১০৯ এভিনিউতে বাসায় একটি রুম খালি আছে। ১/২ জন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। কিউ-৬ এবং কিউ-৬০ বাস কাছেই।
ফোন : 917-562-8291
(১০/২৩/০২/০৮)

রুম ভাড়া

কুইন্সের উড সাইডে ৬১ স্ট্রিটে, ৭ ট্রেনের হাফ ব্লকের মধ্যে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। রেডি টু মুভ।
ফোন : মঈন, 917-209-1707
(১০/৩০/০০/০৯) এমআই

রুম ভাড়া

জরুরি ভিত্তিতে জ্যাকসন হাইটস ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউ এলাকায় দুই বেডরুমের বাসায় একটি রুম কর্মজীবি মহিলা অথবা স্টুডেন্টের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-363-1980, 631-302-7006
(১০/১৬/০২/০৭)

রুম ভাড়া

১ নভেম্বর থেকে জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের নিকট ৭১-১৫, ৩৭ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বাসায় একটি রুম স্বামী-স্ত্রী/ দুইজন চাকরীজীবি মহিলা / মেয়ে স্টুডেন্টকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : 929-540-9163
(১০/১৬/০২/০৯)

রুমমেট আবশ্যক

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকা পারসন বুলেভার্ডে, ১৬০ হিলসাইডে শেয়ারড রুমে রুমমেট আবশ্যক। রুম ফুল ফার্নিশড।
ফোন : 718-820-6078, 470-685-1078
(১০/৩০/০৩/১১)

রুমমেট আবশ্যক

১লা নভেম্বর থেকে জ্যাকসন হাইটস এরিয়াতে ৮০ স্ট্রিট ও ৩৭ এভিনিউ এপার্টমেন্ট বিল্ডিং সুন্দর নিরিবিলি পরিবেশে থাকার জন্য ২ জন রুমমেট চাই।
যোগাযোগ : এম মনির-917-362-9544, সোহাগ-631-303-7046
(১০/২৩/০২/০৬)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরিবিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক। একটি সিঙ্গেল রুমও ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-515-2094
(১০/৩০/০২/১৮)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের কাছে উডসাইডে ৫৯ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বাসায় দুই জন মুসলিম রুমমেট আবশ্যক। পাশেই মসজিদ, ও সব ট্রেনের সাবওয়ে।
ফোন : 929-282-5191, 646-496-2154
(১০/১৬/০২/০৫)

House Sale

House / Condo Sale

3 Family at 945 A Herkimer St. Brooklyn, NY 11233, Asking $1,599,000.
One family at 119-11 194 St. Jamaica NY-11412, Asking $569,000 (Cash).
Two Family at 97-49 91 St. Ozone Park, Price $724,950(Cash).
4 Family at 1751 St. Peters Ave. Bronx, NY-10461, Asking $1,599,000.
Eight Family at 1550 Parker St, Bronx, NY 10462, Asking $2,100,000. Single family at 142-16 116th ave, Jamaica, NY 11436, asking $499,000(No CO).
আমাদের কাছে ব্রঙ্কস, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি আছে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন। আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন।
347-465-3220
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর, আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি।

Medical Practice/ Jackson Hts. for sale / negotiable/reasonable

* 20 yrs old Practice
* Lots of patients
* mixed locals
* Bengali, Hindi, Spanish plus
* It's a great opportunity!!

Call : 347-836-0375

মেডালিয়ান ভাড়া

নিউ ইয়র্ক সিটির ইয়েলো ট্যাক্সির মেডেলিয়ন ভাড়া দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
–: ফোন :–
সোহেল 347-746-4344

টিএলসি গাড়ি ভাড়া

টয়োটা সিয়েনা হাইব্রিড হুইলচেয়ার গুড কন্ডিশন গাড়ি উবার/লিফটের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। মাইলেজ ৬০,০০০।
ফোন : 917-294-9043

ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া

টয়োটা র‍্যাভ-৪ হাইব্রিড ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া হবে। ফুল টাইম ১ অথবা দুইজন ড্রাইভার, দিন ও রাত। জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড অথবা যে কোন এলাকা।
ফোন : 917-945-9133

ড্রাইভার আবশ্যক

Toyota Rav4 Hybrid 2021; Yellow Taxi এর জন্য ফুল শিফটের অভিজ্ঞ দুইজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক. Clean TLC and DMV license required.
Contact : 347-840-3918

টিএলসি গাড়ি ভাড়া

টিএলসি প্লেটসহ টয়োটা ক্যামরি ২০১৭ গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। ওজোনপার্ক এলাকা।
–: ফোন :–
347-381-0418

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়
(নতুন ও পুরাতন)

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এল ই ডি, চ্যানেল লেটার মেনু বোর্ড, ব্যানার, স্টোর ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এলোমোনিয়াম ফ্রেমিং এর কাজ করা হয়।

NOVA INTERIOR DECORATION & SIGN
NOVA CONSTRUCTION & RAKA SIGN INC.
7034 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন **Tel: 646-267-7751, 917-519-1151**
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

ফটোফ্রেমিং স্টোরে লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা পুরুষ লোক আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

–: যোগাযোগ :–

646-287-8203 (10am to 7pm)

কম্পিউটার অপারেটর আবশ্যক

জ্যামাইকায় জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার সংলগ্ন পার্সোনাল কাজে বাংলা ইংরেজি টাইপ জানা একজন অভিজ্ঞ কম্পিউটার অপারেটর আবশ্যক।

–: ফোন :–

347-231-0327

নারী এইড আবশ্যক

জ্যামাইকা, কুইন্স-এ একজন বয়স্ক নারীর দেখাশোনার জন্য অভিজ্ঞ হোম এইড (সহকারী) প্রয়োজন। তাকে বাড়িতেই থাকতে হবে; থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
যোগাযোগ : রাশিদ- 917-348-6630

ল' অফিসে লোক আবশ্যক

এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ল' অফিসেরর জন্য লোক নিয়োগ করা হবে। ল অফিসে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

রিজ্যুমি প্রেরণ করুন।

zohur11@yahoo.com

ফোন : 718-726-7799

পোল্ট্রি ফার্মে লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি পোল্ট্রি ফার্মে কাজের করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করা হবে। আগ্রহীরা অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।

ফোন :

347-683-6382

মহিলা হেল্পিং হ্যান্ড আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড ১৭০ স্ট্রিটে নভেম্বর মাস থেকে ১ জন বয়স্ত বয়স্ক মহিলাকে দেখাশোনার ও রান্নার জন্য মহিলা হেল্পিং হ্যান্ড আবশ্যক।

ফোন :

347-445-5093

কেয়ার গিভারের কাজ চাই

এডাল্ট কেয়ারের কোন মহিলা বাঙ্গালী রোগীকে সেবার জন্য সোমবার থেকে শুক্রবার দৈনিক ৭-৮ ঘণ্টা অথবা ছোট বাচ্চা দেখাশোনা বা কেয়ারের জন্য নিউইয়র্কের সাফোক কাউন্টিতে মহিলা কেয়ার গিভার হিসেবে কাজ করতে চাই।

718-666-2228

মুসলিম পাত্র চাই

বাংলাদেশী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী Floral Park, Long Island এ নিজ বাড়িতে মা-বাবার সাথে বসবাসরত, নিউইয়র্কে কর্মরত। নিউইয়র্ক থেকে একাউন্টিংয়ে মাস্টার্স গ্রাজুয়েট পাত্রীর জন্য সমমনা শিক্ষিত ৩০ বছরের বেশি বয়সী নিউইয়র্কে বসবাসরত Citizen পাত্র আবশ্যক।

–: ফোন :–

917-863-3924, 917-373-3825

mkdhaka06@gmail.com

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন, ব্যাচেলর সম্পন্ন, মার্কেটিং পদে কর্মরত। পাত্রের বয়স ৩১ বছর, উচ্চতা ৫ফিট ৮ ইঞ্চি, ইউএসএ সিটিজেন, ইউএসএতে বড় হয়েছে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

ফোন : 917-244-9861

পাত্রী চাই

আমেরিকার সিটিজেন, শিক্ষিত, চাকুরিরত পাত্রের জন্য (বয়স ৪০+) একজন পাত্রী চাই।

যোগাযোগ : 518-253-8285

skymr77@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে অফিস/স্টোর ভাড়া

শেয়ারিং অফিস অথবা স্টোর স্পেস ভাড়া। জ্যাকসন হাইটসের ৩৭-২৯ ৭২ স্ট্রিট বেসমেন্ট Dera রেস্টুরেন্ট সাথে লাগোয়া অফিস অথবা স্টোরেজ স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে । ভাড়া আনুমানিক ৳১২০০ কম-বেশি।

917-421-6102, 646-578-9511

কনস্ট্রাকশন কাজ

আপনি কি নতুন বাড়ি কিনেছেন?
আপনি কি রেনোভেশনের কথা ভাবছেন?
Plumbing, Electrical, Boilar মেরামত, দরজা, জানালা, ফ্লোর, কিচেন, বাথরুম পরিবর্তনসহ সকল প্রকার Interior work, Violation remove, ওয়ান ফ্যামিলি থেকে টু ফ্যামিলি পরিবর্তনের জন্য DOB ফাইল প্রস্তুত করে থাকি।

সাইফুল ইসলাম মিলন :

646-261-3040

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি

PLUS PHYSICAL THERAPY PC

74-09 37th Ave, #201 Jackson Heights, NY 11372

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লার্স্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: 646-991-9653

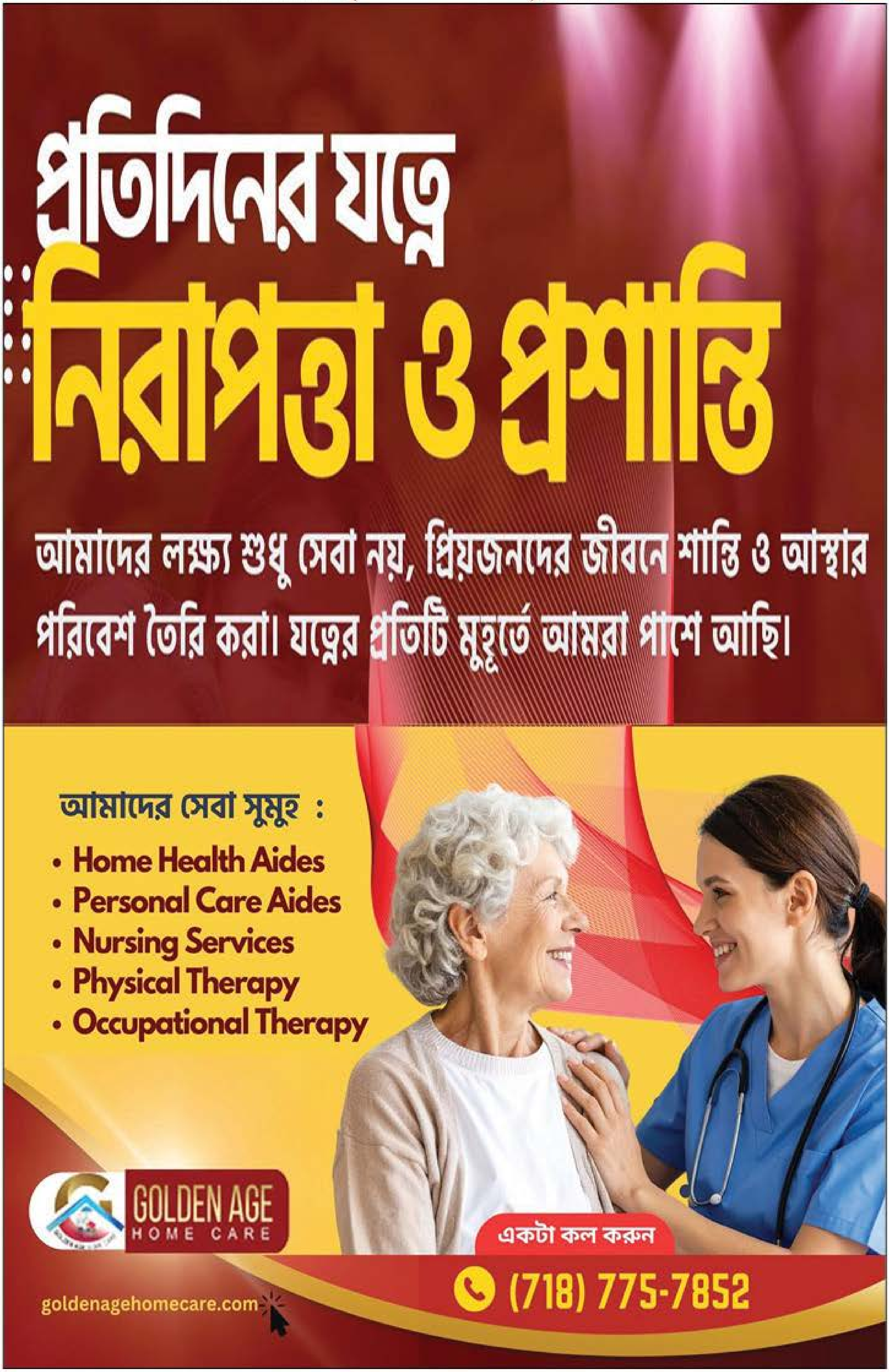
প্রতিদিনের যত্নে
নিরাপত্তা ও প্রশান্তি
আমাদের লক্ষ্য শুধু সেবা নয়, প্রিয়জনদের জীবনে শান্তি ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করা। যত্নের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা পাশে আছি।
আমাদের সেবা সুমুহ :
• Home Health Aides
• Personal Care Aides
• Nursing Services
• Physical Therapy
• Occupational Therapy
GOLDEN AGE
HOME CARE
একটা কল করুন
(718) 775-7852
goldenagehomecare.com

সাপ্তাহিক আজকাল
PAGE 62 Friday, 30 October 2026, Issue 946, www.ajkalusa.com

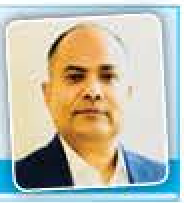
নিয়াজ মাহমুদ-এর কলাম
নিউইয়র্কে বিনিয়োগের ডাক, টোকিওতে বড় প্রত্যাশা
১২ পৃষ্ঠায়

তুহিন মোহাম্মদ-এর কলাম উইল, ট্রাস্ট ও এস্টেট প্ল্যানিংয়ের আলোকপাত: সম্পদ সুরক্ষা ও উত্তরাধিকারের আইনি নির্দেশিকা
০৭ পৃষ্ঠায়

নিকোলাস বিশ্বাস-এর কলাম
প্রতিষ্ঠার আট দশক : কার্যকর জাতিসংঘ গড়ার চ্যালেঞ্জ
১২ পৃষ্ঠায়

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ৪৭ বিলিয়ন ডলার

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্র ইরান যুদ্ধে ৪৭ বিলিয়ন ডলার বা ৫ লাখ ৮২ হাজার ৭০৬ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করেছে। পেন্টাগনের তথ্য থেকে এ হিসাব পাওয়া গেছে। গত জুলাই মাসে দেয়া হিসাবের চেয়ে এই ব্যয় ২৫ শতাংশ বেশি। বার্তা সংস্থা এ খবর জানিয়েছে।

নতুন এই হিসাব অনুযায়ী, ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্রের মজুত পূরণে ব্যয় হয়েছে ২৯ বিলিয়ন ডলার বা ৩ লাখ ৫৯ হাজার ৫৪২ কোটি টাকার বেশি। এছাড়া যুদ্ধে হারানো বিমান ও ড্রোনসহ অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম প্রতিস্থাপনে খরচ হয়েছে ৬ বিলিয়ন ডলার বা ৭৪ হাজার ৩৮৮ কোটি টাকার ওপর। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ গত জুলাই মাসে সাড়ে ৩৭ বিলিয়ন ডলার বা ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৯২৫ কোটি টাকা ব্যয়ের কথা জানিয়েছিলেন। তবে ইরানের হামলায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটির ক্ষয়ক্ষতি মেরামতের খরচ এতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। রয়টার্স জানিয়েছে, ব্যয়ের এই নতুন হিসাব নিয়ে পেন্টাগন তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। এরপর ব্রাজিল ছেড়ে পালিয়েছেন ডানপন্থি প্রার্থী ফ্লাভিও বলসোনারো। পাড়ি জমিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে। অথচ তার দেশত্যাগে আদালতের নিষেধাজ্ঞা আছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট জায়ের বলসোনারোর ছেলে ফ্লাভিও রোববারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে সহিংস অপরাধ কমার দাবী হোয়াইট হাউসের

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে দেশটিতে সহিংস অপরাধ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে বলে দাবি করেছে হোয়াইট হাউস। দেশটির বিচার বিভাগের জাতীয় অপরাধভুক্তভোগী জরিপের তথ্য তুলে ধরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে ২০২৪ সালের তুলনায় সহিংস অপরাধ কমেছে। মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) হোয়াইট হাউস এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

হোয়াইট হাউসের দাবি, জরিপের ইতিহাসে এক বছরে সহিংস অপরাধ কমার এটিই সবচেয়ে বড় ঘটনা। ট্রাম্পের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নীতি, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কার এবং মাদক পাচারবিরোধী পদক্ষেপের কারণে অপরাধ কমেছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে এরপর ৫৫ পৃষ্ঠায়

ঢাকার খোলা বাজারে হঠাৎ ডলার দাম ১২৮ টাকা ছাড়িয়েছে

আজকাল রিপোর্ট

ডলারের দাম আবার বাড়ছে: আন্তঃব্যাংক লেনদেনে ১২৪ টাকায় উঠেছে। ব্যাংকগুলো এর চেয়ে বেশি দরে ডলার বিক্রি করছে। আর খোলা বাজারে তা ১২৮ টাকা ছাড়িয়েছে। সপ্তাহের ব্যবধানে আন্তঃব্যাংকে ডলারের দর বেড়েছে শূন্য দশমিক ২৭ শতাংশ; এক মাসের ব্যবধানে বেড়েছে শূন্য দশমিক ৭৭ শতাংশ।

জ্বালানি তেল ও গ্যাস আমদানির ঋণপত্র (এলসি) নিষ্পত্তি করতে গিয়ে ব্যাংকগুলোর ওপর চাপ বাড়ায় টাকার বিপরীতে এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

হিউম্যান সাপোর্টের টিকাদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

সতস্ফূর্ত ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান সাপোর্টের টিকা দান কর্মসূচী সংস্থার সভাপতি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি বিশিষ্ট রিয়েলস্টেট ব্যবসায়ী মোঃ সোলায়মান আলীর সভাপতিত্বে গত ২৫ অক্টোবর নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হয়। হিউম্যান এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

দৈনিক তরুণ কণ্ঠ'র যুক্তরাষ্ট্র প্রধান প্রতিনিধি আবুল কাশেম

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক তরুণ কণ্ঠ'র যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিনিধি হলেন সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ আবুল কাশেম। সম্প্রতি দৈনিক তরুণ কণ্ঠ'র প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রায় ২৮ বছর ধরে মোহাম্মদ আবুল কাশেম নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির উপজেলা দিবস পালন

আজকাল রিপোর্ট

গত ২৪শে অক্টোবর, ২০২৬, রোজ শনিবার এ্যাস্টোরিয়া বৈশাখী রেস্টুরেন্ট মিলানায়তনে সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় বাংলাদেশের গরিব শ্রমিক মেহনতী মানুষের জন্য সাবেক সফল রাষ্ট্রপতি পল্লীবন্ধু এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

নির্বাচন স্থগিত হওয়ায় কুনু-ফিরোজ প্যানেলের সভায় প্রতিবাদ

আজকাল রিপোর্ট

মামলার কারণে বাংলাদেশ সোসাইটির ২৫ অক্টোবরের নির্বাচন স্থগিত হওয়ায় এর প্রতিবাদ ও ক্ষোভ জানিয়েছে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেল। এই নির্বাচন উপলক্ষ্যে ২৩ অক্টোবর শুক্রবার ছিলো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের শেষ পরিচিতি সভা। এই দিনই আদালত থেকে নির্বাচন স্থগিতের আদেশ আসে।

ফলে 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের পরিচিতি সভা পরিণত হয় পরামর্শ আর প্রতিবাদ সভায়। ঐদিন সন্ধ্যায় সিটির উডসাইডের গুলশান টেরেসে এই সভার এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE
Our Services
TLC Insurance
Private Auto Ins.
Commercial Auto Ins.
Home & Business Ins.
DMV Express Service
TLC Plate Rent
TLC Base (Black & Green Cab)
Defensive Driving Course Certificate
Business Insurance
NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE
NEW REGISTRATION & PLATE
REGISTRATION RENEWAL
DUPLICATE TITLE
CUSTOM PLATES
VEHICLE TRANSFER
SURRENDER PLATES
TLC NEW APPLICATION
TLC PLATE RENEWAL
NEW YORK
ABC-1234
NEW YORK
T000000C
T&LC
CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com
Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 946 | 30 October 2026

সাহিত্য পাতায় ডাক্তার এইচ এম ফখরুল ইসলাম-এর কবিতা স্বাধীন অর্থে যা বুঝি
>> ১৭ পাতায়

বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ পেছাল তিন বছর

আজকাল রিপোর্ট

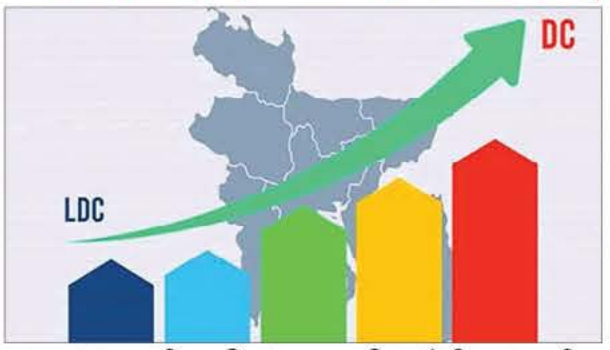

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সময় আরও তিন বছর বাড়িয়েছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। ফলে আগামী ২০২৯ সালের ২৪ নভেম্বর এলডিসি থেকে উত্তরণের নতুন সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে। বাড়তি এই সময়ে রপ্তানিতে সম্ভাব্য বাণিজ্যসুবিধা হারানোর প্রভাব মোকাবিলা অর্থনীতির কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর সুযোগ পাবে বাংলাদেশ। তবে এই সুযোগ কাজে লাগাতে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও আর্থিক খাতের সংস্কারে কার্যকর অগ্রগতি অর্জন করতে হবে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আইরিন জুবাইদা খান বলেন, "বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণ করছে শুধু আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার কারণে নয়, বরং উত্তরণ আমাদের জনগণের আকাঙ্ক্ষা। এটি একটি জাতীয় অপরিহার্যতা এবং আমাদের সরকার এ লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

নতুন সরকার গঠনের পর গত ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরণের প্রস্তুতিকাল বাড়ানোর আবেদন করে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতি, জ্বালানি ও সরবরাহ ব্যবস্থার ঝুঁকি এবং দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে এ আবেদন করা হয়।

জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতিবিষয়ক কমিটি (সিডিপি) বাংলাদেশের আবেদনের পক্ষে সুপারিশ করার পর বিগত ২১ জুলাই জাতিসংঘের এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

ন্যাশনাল ইমিগ্রান্টস ডে উপলক্ষ্যে সাত জনকে সম্মাননা

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে অভিবাসীদের অর্জন ও সমাজে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিতে সাত গুণী ব্যক্তিকে সম্মাননা জানিয়েছে ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল। ২৮ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় কুইন্সের উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে ন্যাশনাল ইমিগ্রান্টস ডে উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে তা প্রদান করা হয়।

সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন বিচারপতি ক্যারেন গোপী ও ক্যাসান্দ্রা জনসন, এনওয়াইপিডির ইনস্পেক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ ও আদেল রানা, রিয়েল এস্টেট পেশাজীবী রব চৌধুরী, চিকিৎসক মোহাম্মদ এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

নির্বাচন বানচালের প্রতিবাদে ব্রঙ্কসে সেলিম-আলী প্যানেলের সভা

আজকাল রিপোর্ট

মামলা দিয়ে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন বানচালের প্রতিবাদে ব্রঙ্কসে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় ব্রঙ্কসের একটি কমিউনিটি হলে সেলিম-আলী পরিষদ ব্রঙ্কস ব্যুরো নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে এই সভার আয়োজন করা হয়। ব্রঙ্কস ব্যুরো নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক শাহ্ এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন

আজকাল রিপোর্ট

মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন ইমাম দেলোয়ার হোসাইন। তিনি আগামী ২০২৭-২০২৮ সাংগঠনিক সেশনের জন্য এই পদে নির্বাচিত হন তিনি। দেলোয়ার এরপর ৫৭ পৃষ্ঠায়

নৃত্যশিল্পী তাসিনের দাফন সম্পন্ন

আজকাল রিপোর্ট

গভীর ভালোবাসায় শেষ বিদায় জানানো হলো নৃত্যশিল্পী ও শিক্ষক তাসিন ফেরদৌসকে। ২২ অক্টোবর এরপর ৩৬

জেএমসি'র ফান্ড রেইজিংয়ে মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে মুসলিম কমিউনিটির প্রাণের প্রতিষ্ঠান জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর জন্য বিশেষ ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জ্যামাইকায় অবস্থিত শুধু বাংলাদেশী নয়, অন্যান্য মুসলিম কমিউনিটির জন্য 'জেএমসি' এক আদর্শ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মুসল্লিদের কথা বিবেচনা করে জেএমসি'র এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

মার্কিন নির্বাচন কেন নভেম্বরের প্রথম মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়!

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের সাধারন নির্বাচন প্রতি ৪ বছর পরপর এবং মধ্যবর্তী নির্বাচন সাধারন নির্বাচনের ২ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রতিটি নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হয় নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবারে। কেন একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? কখন এরপর ৫৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে চরমোনাই পীরের আগমন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল

আজকাল রিপোর্ট

পীর সাহেব চরমোনাই মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীমের যুক্তরাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষে নিউইয়র্কে এক দোয়া মাহফিল এরপর ৩৯

HEALTH INSURANCE
> Healthfirst
> Wellcare
> Metroplus
> Emblem Health
> Blue Cross
> Fidelis Care
> Humana
> United Healthcare
আপনার বয়স কি ৬৫ বছর হয়েছে? যদি ৬৫ বছর হয়ে থাকে তাহলে মেডিকেয়ার/মেডিকেইড সহ অন্যান্য বেনিফিট এর জন্য যোগাযোগ করুন।
Mohammed Rahman
Medicare Consultant
347-942-3970, 212-518-6226
ইমেইল: mohammed.healthcare22@gmail.com
37-14 73RD Street, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
169-12 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public
· Bookkeeping · Business Formation
· Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

Md. Kamroul Hasan
President & CEO
TLC সহ সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স দক্ষতার সাথে করে থাকি
HASAN BROKERAGE INC.
AUTO - HOME-PERSONAL-BUSINESS & COMMERCIAL
2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx, NY 10462
Tel: 718-612-8825, 914-294-1845
EmaiL: hasanbrokerage@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge-Offs · Inquiries · Collections
Garnishment · Bankruptcy · Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

ট্রপিক্যাল হালাল লাইভ পোল্ট্রি
TROPICAL HALAL LIVE POULTRY
IN FRONT OF TLC INSPECTION OFFICE
ASTORIA BLVD. STEINWAY ST. BROOKLYN QUEENS EXPY. W 25 AVE 49ST 50ST
১০টি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
পার্শ্ববর্তী স্টেটের ক্রেতাদের জন্য ফ্রোজেন করে সরবরাহের ব্যবস্থা
WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK 8:00 AM TO 8:00 PM
BETWEEN 49 & 50 ST. ON 25TH AVENUE (এস্টোরিয়ার শেষ প্রান্তে এবং উডসাইডের শুরুতে)
গাড়িতে জ্যাকসন হাইটস থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্ব
FREE DELIVERY
WE ACCEPT
ফোনে অর্ডার নেয়া হয়।
49-10 25 Ave. Woodside, NY 11377 Tel: (718) 626-6196, (347) 683-6382

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
Fahad R Solaiman
President / CEO
Office: 718 205 5195 Cell: 347 393 8504
Email: fahad@faumainc.com, fauma@faumainc.com
37-18 73RD ST. Suite 502, Jackson Heights, NY 11372

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GOLDEN AGE HOME CARE
PCA SERVICE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com